চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 25 June 2019 ■ আগরতলা, ২৫ জুন, ২০১৯ ইং ■ ৯ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে লোকসভায় শাসক ও বিরোধীদের তুমুল বিবাদ

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী ।।

নয়াদিল্লী, ২৪ জুন।। রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখতে গিয়ে সোমবার লোকসভায় ট্রেজারি ও বিরোধীদের মধ্যে তুমুল বাক বিতন্ডা হয়েছে। পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠে লোকসভা।

এদিন, লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রথম বক্তব্য রাখেন বিজেপির প্রতাপ সারাঙ্গি। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছেন বলেই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। তিনি আরও বলেন, কারোর ক্ষমতা নেই জনগণের রায়কে বিজেপির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে। এমনকি কংগ্রেস বিরোধী দলের মর্যাদা পর্যন্ত হারিয়েছে। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে মহাজোটের কথা বলা হয়েছিল। এটা কোনসময়ই মহা ছিল না আবার কখনও জোটও হয়নি।

এদিকে, লোকসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন কংগ্রেসের অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি এদিন অভিযোগ করেছেন বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পাশাপাশি বেকার সমস্যারও জন্ম দিয়েছে বিজেপি সরকার। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। সেই সাথে প্রকৃত সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে।

অন্যদিকে, লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জনাদেশের পর একাধিক বিষয় নিয়ে বিরোধী দলগুলি নিজেদের অবস্থান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে দেখা উচিত। স্রেফ বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। সোমবার রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলিদের উদ্দেশ্য করে এমনই জানালেন বিজেপি কার্যকারী সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

এদিন জগত প্রকাশ নাড্ডা বলেন, মতানৈক্যের করার জন্য কোনও মতের বিরোধিতা করা উচিত নয়। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। বিরোধী দলগুলির বিরোধিতা সত্বেও বিপুল জনাদেশ পেয়েছে বিজেপি। কিন্তু তবুও বিরোধী দলগুলি বিগত সাড়ে চার বছরে সংসদে অচল করে রেখেছে। সংসদে অধিবেশন স্বাভাবিক ভাবে চললে আদতে উপকৃত হবে বিরোধীরা। বিপুল ভোটে জয় পাওয়া থেকে স্পষ্ট জনগণ বিজেপির পাশে রয়েছে। হেরে যাওয়ার পরও বিরোধী নেতারা নিজেদের ঔদ্ধত্য থেকে পিছু হটেনি। বিরোধী নেতাদের ঔদ্ধত্যই সব থেকে বড় সমস্যার বিষয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণ মুখী প্রকল্পের উপর আলোকপাত করে জগত প্রকাশ নাড্ডা আরও বলেন, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরীক্ষামূলক রেল পৌঁছল সাব্রুমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। দেশের রেল মানচিত্রের সাথে দক্ষিণ জেলার সাব্রুমও যুক্ত হতে চলেছে। এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত পরীক্ষামূলক রেল গত রাতে পৌঁছেছে সাব্রুম স্টেশনে। দুটি ইঞ্জিন, একটি করে বগি নিয়ে রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ কিছু সময়ের অন্তর স্টেশনে ঢুকেছে। রেলের প্রসঙ্গ বরাবরই ত্রিপুরাবাসীর মনে শিহরণ জাগায়। তাই, গভীর রাতে রেল দেখতে বহু মানুষ স্টেশনে ভিড় করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, ভৌগলিকগত অবস্থানে সাব্রুম ত্রিপুরা তথা ভারতের শেষ প্রান্ত। ইতিমধ্যেই বিলোনিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে রেল। বিলোনিয়া থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেলপথের দূরত্ব ৩৯ দশমিক ১০ কিলোমিটার। লাইন পাতার কাজ শেষ হওয়ার পর রেলওয়ে নির্মাণের নিয়ম অনুসারে প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রলি চালিয়ে ট্র্যাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির ধলাই জেলার দুটি মন্ডলের সভাপতি বদল, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে নতুন করে সাজানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে শাসক দল বিজেপি।প্রদেশ বিজেপির নির্দেশ অনুযায়ী ধলাই জেলার দুইটি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি পরিবর্তন করা হয়েছে। ৪৬ সুরমা মন্ডলের মন্ডল সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সন্তোষ কুমার দাস, এবং ৪৮ করমছড়া মন্ডলের মন্ডল সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চেঞ্জাক ধন ত্রিপুরাকে। সোমবার দুপুরে বিজেপি ধলাই জেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবদেন করার পর নাম তালিকায় এসেছে কি না তা দেখতে কলেজে ভীড় প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

ইস্তফা দিলেন আরবিআইয়ের ডেপুটি গভর্নর

মুম্বই, ২৪ জুন।। বিগত ৭ মাসের মধ্যে পুনরায় ধাক্কা খেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় ছ''মাস আগেই ইস্তফা দিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র ডেপুটি গভর্নর বিরল আচার্য। ২০১৭ সালের ২৩ জানুয়ারি আরবিআই-এর ডেপুটি গভর্নর পদে যোগ দিয়েছিলেন বিরল আচার্য। আচমকা কেন এই সিদ্ধান্ত, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। বিরল আচার্য-র ইস্তফা প্রসঙ্গে আরবিআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে ইস্তফা দিয়েছেন ড় বিরল ভি আচার্য, ২৩ জুলাই, ২০১৯-এর পর থেকে তিনি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর হিসাবে তার মেয়াদ চালিয়ে যেতে পারবেন না। তাঁর চিঠি থেকে বেশ কিছু বিষয় প্রকাশ্যে আসছে।

সূত্রের খবর, বিগত কয়েক মাস ধরে আরবিআই-এর গভর্নর শক্তিকান্ত দাসের মতামতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি বিরল আচার্য। সম্ভবত আরবিআই-এর গভর্নরের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেট উত্তির্ণ শিক্ষকদের নিয়মিত বেতনক্রম, দপ্তরকে আদালত অবমাননার নোটিশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ।। শিক্ষা দপ্তরকে আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠিয়েছে হাইকোর্ট। টেট উর্ত্তিণ ১০৩২৩ শিক্ষকদের নিয়মিত বেতনক্রম সহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের জন্য উচ্চ আদালতে আবেদনের মামলায় শিক্ষাদপ্তর আদালত অবমাননা করেছে। তাই, আদালত শিক্ষা দপ্তরকে এই নোটিশ পাঠিয়েছে।

আইনজীবী অরিজিৎ ভৌমিক জানিয়েছেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্যবিচারপতি সঞ্জয় কারুল এবং বিচারপতি সুভাষিশ তলাপাত্রের ডিভিশন বেঞ্চ গত ২১ জানুয়ারি জারি করা আদালতের নির্দেশ পালন না করায় শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব এবং শিক্ষা অধিকর্তাকে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে ১০৩২৩ শিক্ষকদের চাকুরি বাতিল করে দিয়েছিল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। কিন্তু রায়ে বলা হয়েছিল, ১০৩২৩ শিক্ষকরা যোগ্যতা নির্নয়ে উর্ত্তিণ হলে তাদের সম্পূর্ণ সরকারি সুবিধা নিয়মিত চাকুরিজীবীদের মত প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের চাকুরির মেয়াদ যোগদানের সময় থেকে গুনতে হবে। সেই মোতাবেক কয়েকজন চাকুরিচ্যুত শিক্ষক টেট উর্ত্তিণ হন। তারা সমস্ত আইনী পদ্ধতি মেনে ২০১৭, ৩১ ডিসেম্বর আগে চাকুরিতে যোগ দেন। কিন্তু, তাদের ফিক্সড পে-তে নিয়োগপত্র দেয় তদান্তিতন সরকার। শুধু তাই নয়, তাদের পূর্বে চাকুরির মেয়াদও তাতে যুক্ত করা হয়নি। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তারা ত্রিপুরা হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ওই মামলায় গত ২১ জানুয়ারি ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি সঞ্জয় কারুল ও বিচারপতি শুভাশিষ তলাপাত্রের ডিভিশন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে ভোকেশনাল স্কিল ইউনিভার্সিটি গড়তে চলেছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ।। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাজারকে কেন্দ্র করে রাজ্যে ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। তাই, রাজ্যে ভোকেশনাল স্কিল ইউনিভার্সিটি গড়তে চাইছে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। সেই লক্ষ্যে নয়াদিল্লিস্থিত কনস্ট্রাকশান ইনড্রাস্টি ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিলকে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার সম্ভাব্যতা যাচাই করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মূলত পূর্বত্তোরকে হীরা হিসেবে গড়ে তোলার প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন সফল করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে।

মূলত, রাজ্যের ৬টি টেকনিক্যাল কলেজকে ঘিরে এই পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। তাতে বাজারের চাহিদা অনুযায়ি কোর্স যুক্ত করে ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চাইছে বিজেপি জোট সরকার। এক্ষেত্রে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে কি ধরনের বাজার রয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখবে কনস্ট্রাকশান ইনড্রাস্টি ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলি থেকে ছাত্র ছাত্রীরা রাজ্যে শিক্ষার সুযোগ নেওয়া এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে চাকুরির সুযোগ সহজে পাওয়া, কাউন্সিল এই বিষয়গুলিকেই সর্বাধিক বিবেচনায় রেখে রিপোর্ট তৈরি করবে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ রাজ্য সরকার দ্বারা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাকড়াবনে রহস্যজনকভাবে অগ্নিদগ্ধ নাবালিকা, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুন।। রহস্যজনক ভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু শয্যায় এক নাবালিকা। ঘটনা সোমবার দুপুরে উদয়পুর মহকুমাধীন কাকরাবন থানার অন্তর্গত মগপুস্করিনী এলাকায়। অগ্নিদগ্ধ নাবালিকার নাম প্রিয়া দে (১৭)। পিতা টুটন দে। ঘটনায় চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়। খবর পেয়ে কাকরাবনের দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছে অগ্নিদগ্ধ নাবালিকাকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

এই ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে অগ্নিদগ্ধ নাবালিকা কন্যা প্রিয়া দে জানান, চুল্লীতে আগুন ধরাতে গিয়ে গায়ে কেরোসিন পড়ে আগুন লেগে যায়। পরে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করার পর প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দমকল বাহিনীর কর্মীদের খবর দিলে দমকলের কর্মীরা উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সে জানায় তখন বাড়িতে কেউ ছিলোনা। এদিকে হাসপাতালে অগ্নিদগ্ধ নাবালিকার এক দাদু জানান ঘরে তখন একজন ছেলেও ছিলো। আবার একটি ছেলে দমকল গাড়ির আসার কিছুক্ষন পরই হাসপাতালে ছুটে আসে। অগ্নিদগ্ধ নাবালিকা কন্যার মা খবর শুনে কাজ থেকে দৌড়ে হাসপাতালে এসে মেয়ের এই অবস্থাদেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই ব্যাপারে গোমতী জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন অগ্নিকাণ্ডে নাবালিকার শরীরের আশি শতাংশ ঝলসে যায়। অবস্থা গুরুতর হওয়াই প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলায় রেফার করে দেওয়া হয়। এদিকে এই নাবালিকা কন্যার অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনাটি নিয়ে দেখা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আক্রান্ত সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। সোমবার ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা এবং সিপিআইএম-এর পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত বিশালগড় মহকুমার কাঞ্চনমালা এলাকা পরিদর্শন করেন। অভিযোগ, এই এলাকায় আজ (২৪ মে) ভোররাতে একদল বাইক বাহিনী সিপিআইএম দলের কর্মী ও সমর্থকদের বাড়িতে আক্রমণ চালিয়েছে। তাঁদের ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করেছে। এমন-কি মারধরও করা হয়েছে।

স্থানীয় এলাকাবাসীর অভিযোগ, যাদের বাড়িঘরে আক্রমণ চালানো হয়েছে তারা সকলে বিরোধী সিপিআইএম দলের সমর্থক। আর যারা আক্রমণ চালিয়েছে তারা শাসকদল বিজেপি সমর্থক। তারা এলাকায় বাইক নিয়ে এসে বিজয় মিছিলের নামে এক একটি বাড়িতে বড় অঙ্কের টাকা দাবি করেছে বলে অভিয়োগ। যারা টাকা দিতে অস্বীকার করেছেন বা টাকা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন তাদের মারধর করেছে দুর্বৃত্তের দল।

স্থানীয় এক বাসিন্দা সুরেশ দাস জানান, এই দুষ্কৃতীর দল তার কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করেছিল। তিনি ৫ হাজার টাকা দিতে পেরেছেন। পরে আরও ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার দাবি তারা করেছে বলেও জানান তিনি। আবার কিছু কিছু বাড়িতে একাধিকবার আক্রমণ চালানো হয়েছে বলেও দাবি করেন সুরেশ দাস। তিনি বলেন, তারা আতঙ্কে রয়েছেন, আবার কখন আক্রমণ সংগঠিত করে। ফলে অনেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন বলে এলাকাবাসীর একাংশ জানান।

মানিক সরকার আজ এলাকাটি ঘুরে স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সম্পূর্ণ এলাকাটি ঘুরে দেখে ফেরার সময় সংবাদ মাধ্যমে জানান, এই এলাকাটির লোকজন দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী অন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তাই শাসকদলের তরফে বাইরে থেকে দুষ্কৃতী পাঠিয়ে এদের ভয়ভীতি দেখিয়ে শাসকদলে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু এলাকাবাসী সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করেছেন বলে তিনি দাবি করেছেন। এর জন্য তিনি এলাকাবাসীদের ধন্যবাদও জানান। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশ সদর কার্যালয়ের কাছে পাঁচটি গাড়ির ব্যাটারি চুরি, ডাক্তারের চেম্বারে হানা দিয়ে নগদ টাকা লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। চোরের উপদ্রব প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। পুলিশ সদর কার্যালয়ের কাছে এবং এক চিকিৎসকের চেম্বারে একই রাতে চোরেরা হানা দিয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ বেড়েই চলেছে।

গত রাতে আখাউড়া রোডে পুলিশের সদর কার্যালয়ের কাছে রাস্তায় দাঁড়ানো পাঁচটি ট্রাকের ব্যাটারি চুরি হয়েছে। এ-বিষয়ে জনৈক ট্রাক চালক জানান, আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে আমদানি-রফতানির জন্য এই রাস্তায় ট্রাক দাঁড় করানো হয়। মাঝে-মধ্যে সীমান্তের কাছাকাছি পার্কিং সম্ভব না হলে যেখানে সুযোগ হয় সেখানে গাড়ি দাঁড় করে রাখি আমরা। সেক্ষেত্রে পুলিশ সদর কার্যালয়ের নিকটবর্তী রাস্তা অনেকটা নিরাপদ বলেই মনে হয়েছে। তিনি বলেন, রাতে অনেক সময় গাড়ি দাঁড় করে দরজায় তালা লাগিয়ে চালকরা অন্যত্র চলে যান। গতকালই তেমনি চালকরা গাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে আমরা কয়েকজন অন্যত্র চলে গিয়েছিলাম। আজ সকালে ফিরে দেখি পাঁচটি ট্রাকে ব্যাটারি চুরি হয়েছে। তিনি বলেন, পুলিশ সদর কার্যালয়ে গেটে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজ থেকে চুরির ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু, চোরেদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, তিনজন চোর মিলে পাঁচটি ট্রাক থেকে ব্যাটারি খুলে নিয়েছে।

এই ঘটনায় অন্য চালকরাও অভিযোগ করেন, পুলিশ সদর কার্যালয়ের সামনে থেকে চুরির ঘটনা ঘটেছে। তাতে প্রমাণিত, আগরতলা শহর নিরাপদ নয়। উচ্চ নিরাপত্তা জোনে প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা পুলিশের ব্যর্থতাকেই প্রমাণ করছে বলে দাবি চালকদের। তাদের বক্তব্য, অতীতেও এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে পুলিশের কোনও হেলদোল লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

এদিকে, আগরতলায় বিজয়কুমার চৌমুহনি এলাকায় নতুনপল্লিতে চিকিৎসক অমিতাভ বণিকের চেম্বার থেকে ৪০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। এ-বিষয়ে পশ্চিম আগরতলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রথযাত্রা ৪ জুলাই প্রস্তুতি শুরু রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। রথযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে রাজ্যে। আগরতলায় জগন্নাথজিউ মন্দিরে আজ থেকে রথে নতুন রং লাগানো শুরু হয়েছে। এছাড়া, সারা রাজ্যে আজ থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছেন আয়োজকরা।আগামী ৪ জুলাই রথযাত্রা। রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরায় বিশাল উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে প্রতিবছর। আগরতলার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, জগন্নাথজিউ মন্দির এবং ইসকন-এর পক্ষ থেকে রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। তাছাড়া, মেলাঘরের রথযাত্রাও ত্রিপুরায় ভীষণ প্রসিদ্ধ।

রথ উৎসবকে ঘিরে সাতদিনব্যাপী আগরতলায় মেলার আয়োজন হয় জগন্নাথজিউ মন্দির প্রাঙ্গণে। তাছাড়া, মেলাঘরেও মেলার আয়োজন হয়ে থাকে প্রতিবছর। আজ থেকে রথে নতুন রং লাগানো শুরু হয়েছে। এ-বিষয়ে জগন্নাথজিউ মন্দিরের মঠাধ্যক্ষ স্বামী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজস্থানে বিক্রি হয়ে যাওয়া কদমতলার গৃহবধূ ফিরে এল ২ বছর পর, পুলিশ ধরল দালালকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ জুন।। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহিঃ রাজ্যে নারী পাচার কান্ড নতুন কোনো বিষয় নয়। একের পর এক রাজ্যের নারীরা যে অর্থের বিনিময়ে পাচার ও প্রেমের ফাঁদে পড়ে বহিঃরাজ্যে বিবাহ হয়েছে তার নজির ভুরি ভুরি রয়েছে। আর তাতে এক শ্রেণীর দালালচক্র রাজ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলছে। এরকমই একটি ঘটনা ঘটল উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কালাগাঙ্গের পাড় গ্রামে।

ওই গ্রামের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মিনারা বেগম স্বামী মৃত মইন উদ্দিন অপর বিতরগুল গ্রামের এক নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রশিদ আলী পিতা মৃত আফতাব আলী ওরফে বটুলের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের পরিচয়। আর সেই সুবাদে আজ থেকে দুই বছর পূর্বে কালাগাঙ্গের পারস্থিত নিজ বাড়ি থেকে কদমতলা আসার পথে মিনারা বেগমকে রশিদ আলী নিজের অটোতে তুলে নিয়ে আসে। আর

তখনই ঘটে চরম বিপত্তি। বহিঃ রাজ্যের রাজস্থানে বিক্রি হওয়া মিনারা বেগম জানান তখন ওই দালাল অটোচালক রশিদ আলী ওরফে বটুল তাকে একটি পান খাওয়ার জন্য দেয়। ওই মহিলাও নিঃসন্দেহে পানটি খেয়ে নেয়। আর ওই এক পান খেয়েই তিনি দিল্লি চলে যান। দিল্লি গিয়ে যখন উনার জ্ঞান ফিরে তখন দেখতে পান দুজন অপরিচিত হিন্দি ভাষী লোক তাকে ধরে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি চিৎকার চেচামেচি করলে ওই হিন্দিভাষী লোকজন বলে আমরা ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার বিনিময়ে তোমাকে ক্রয় করে নিয়েছি। দরিদ্র গ্রাম্য স্বামীহারা ওই মহিলা তিন সন্তানের জননী মিনারা বেগম হতভম্ব হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তিনি যখন ওই অপরিচিত যুবকদের বলেন কি করে দিল্লিতে তিনি আসলেন তখন উত্তরে ওই দুই যুবক বলে মোটা অর্থের বিনিময়ে তোমাকে তোমার ভাই রশিদ আলীর কাছ থেকে ক্রয় করে আমরা সেখানে নিয়ে আসি বিবাহ করব বলে। অথচ ওই মহিলার কদমতলা স্থিত নিজ বাড়িতে তিনটি মেয়ে সন্তান রয়েছে।

সেই সব কথা অপেক্ষা করেও সেখানে সুরেশ খান নামের এক ব্যক্তি তাকে বলপূর্বক বিবাহ করে দু বছর সেখানে রেখে একটি সন্তান জন্ম দিয়ে ও চরম অশান্তি ও দুর্ব্যবহার করে। কিন্তু অপহৃতা মিনারা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনসেফেলাইটিসে মৃত্যু ১৫২, বিহার ও উঃপ্রদেশ সরকারকে হলফনামা দিতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন।। বিহারের মুজফফরপুরে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫২-এ। বিগত এক মাস ধরে প্রতিদিনই এনসেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হচ্ছে শিশুর। এমতাবস্থায় সোমবার জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত সুবিধার বিশদ বিবরণ প্রদান করে ৭ দিনের মধ্যে বিহার ও উত্তর প্রদেশ সরকারকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

মুজফরপুরে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে শিশু মৃত্যুর প্রেক্ষিতে গাফিলতির অভিযোগে মামলা দায়ের হয় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হর্ষ বর্ধন এবং বিহারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডের বিরুদ্ধে। গাফিলতির অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিলেন মুজফফরপুরের মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট সূর্যকান্ত তিওয়ারি।

বিহারের মুজফরপুরে এইএস-এর প্রাদুর্ভাবে শয়ে শয়ে রোগীমৃত্যুর প্রেক্ষিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) করেন দুই আইনজীবী দায়ের। এদিন সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানিতে, মুজফফরপুরের অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোমে (এইএস) আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত সুবিধার বিশদ বিবরণ প্রদান করে বিহার ও উত্তর প্রদেশ সরকারকে সাত দিনের মধ্যে হলফনামা পেশ করার নোটিশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এনসেফেলাইটিস নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারের তরফে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, আক্রান্ত শিশুদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা হচ্ছে কিনা, তারা প্রয়োজন মতো ওষুধপত্র পাচ্ছে কিনা, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২৫২ ◘ ২৫ জুন ২০১৯ ইং ◘ ৮ আষাঢ় ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অন্ধকারের ট্রেডিশন

এক সময় রাজ্যবাসী বিদ্যুৎ দপ্তর বা বিদ্যুৎ নিগমকে লোডশেডিং দপ্তর বলিয়া আখ্যায়িত করিত। তখন ত্রিপুরা চলিত সম্পূর্ণ পরনির্ভরতায়। রাজ্যের গোমতি জল বিদ্যুৎ হইতে কয়েক মেগাওয়াট এবং বড়মুড়ার গ্যাস টারবাইন বিদ্যুতই ছিল সম্বল। বাকী বিদ্যুৎ আসিত বহির্রাজ্যের নর্থ ইস্টার্ন পাওয়ার গ্রীড হইতে। চাহিদার তুলনায় প্রাপ্ত বিদ্যুতের পরিমাণ কম থাকায় পালা করিয়া লোডশেডিং করা হইত। ইহা ছাড়াও আর্থিক সাশ্রয় করিবার লক্ষ্যে বহির্রাজ্যের বিদ্যুৎও আনা হইত না। লোডশেডিং দিয়া সেই সময় এই ব্যয় কমানো হইত। কারণ তখন বিদ্যুতে ভর্তুকী চালু ছিল। যত বেশী বিদ্যুৎ খরচ হইবে সেই অনুপাতে ভর্তুকীর মোটা টাকা দিতে হইবে। রাজ্য সরকার মানুষের জীবনে এই ভাবেই বিদ্যুৎ যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়াই দিয়াছিলেন। কিন্তু, আজ বিদ্যুতের এই যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল কেন। ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ তো রহিয়াছে, এমনকি বহির্বিশ্বে পর্য্যন্ত যাইতেছে। পালাটানার বিদ্যুৎ যাইতেছে বাংলাদেশে। এমনকি নেপালেও ত্রিপুরার বিদ্যুৎ পাঠাইবার প্রয়াস চলিতেছে। বিদ্যুতে যে রাজ্য এতবড় স্বয়ম্ভর সেই রাজ্যের মানুষ এত যন্ত্রণায় কতরাইবে কেন? বিদ্যুতের চরম সংকটের মুহুর্তে ত্রিপুরাবাসী চরম কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। বামফ্রন্টের আমলে লোকসান বাঁচাইতে লোডশেডিং এর চাপ বাড়াইয়া দেওয়ার যন্ত্রণা তো এরাজ্যের মানুষকে ভুগিতে হইয়াছে। কিন্তু, আজও সেই ট্রেডিশান সমানে চলিতেছে। গত বেশ কিছুদিন যাবৎই বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় রাজ্যবাসীর একেবারেই নাজেহাল অবস্থা। আধুনিক জীবন যাত্রায় বিদ্যুৎ কতবড় অপরিহার্য্য তাহা নতুন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। বিদ্যুৎ ছাড়া সব কিছুই যেন অচল হইয়া যায়।

বাম আমলে বিদ্যুৎ রসিকতা কম হয় নাই। লোকসান বাঁচাইতে বহির্রাজ্যের বিদ্যুৎ না আনিয়া রাজ্যবাসীকে নির্মম কষ্ট দিয়াছে। পরবর্তী সময়ে বিদ্যুৎ মাশুল তো জোর কদমেই বাড়ানো হইয়াছে। ভোক্তাদের পকেট তো দেদার কাটা হইতেছে। কিন্তু, বিদ্যুৎ দুর্ভোগ তো বাড়িয়াই গেল। এই চরম দুর্ভোগের পিছনে বড় কারণ বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনে গলদ। গলদ ট্রান্সফরমারগুলিতে। দুনম্বরী ট্রান্সফরমার লাগানো হইয়াছে। ফলে, যন্ত্রণা এখন নিত্য হইয়া উঠিয়াছে। বাম আমলে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিকট হইতে ষোল আনা মাশুল নিয়াছে কিন্তু ভাল পরিষেবা নিশ্চিত করে নাই। এই রাম আমলে, এই সুতীব্র গরমে যখন মানুষ সত্যিই নাজেহাল তখন ঘন্টার পর ঘন্টা লোডশেডিং বা বিদ্যুৎহীনতা মানুষকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে। বামফ্রন্ট আমলেই জরুরী ক্ষেত্রগুলিতে সব সময় বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু রাখিবার জন্য পৃথক 'জরুরী' লাইন দেওয়া হইয়াছিল। সেই জরুরী ক্ষেত্রগুলি এখন লোডশেডিংয়ের আওতায় পড়িতেছে। এই জরুরী লাইন যখন তখন খারাপ হইতেছে। বিদ্যুতের মাশুল কয়েকগুন বাড়িয়াছে আরও বাড়িবে বলিয়া আভাষ মিলিতেছে। কিন্তু, বিদ্যুৎ যন্ত্রণার লাঘবের কোনও লক্ষণ নাই। রাজ্যের নতুন সরকারের বিদ্যুৎ নীতি কি হইবে তাহাও স্পষ্ট নহে। তবে, বিদ্যুৎ মন্ত্রী ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ নিগমকে একহাত নিয়াছেন। আসলে নিগমের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ঘুন ধরিয়েছে। একশ্রেণীর সুবিধাভোগীরা সুবিধা আদায়েই সচেষ্ট থাকিতেছে। বিদ্যুৎ লাইন ট্রান্সফরমারগুলির বিকল হইবার ঘটনা সম্পর্কে এই মুহুর্তে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হইবে। নিব নিতেছির দিন এখন আর নাই। যেখানে গোলযোগ আছে তাহা জরুরী ভিত্তিতে সনাক্ত করিতে হইবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদ্যুৎ যন্ত্রণার হাত হইতে রাজ্যবাসীকে মুক্তি দিতে হইবে। অন্ধকারের ট্রেডিশান ভাঙ্গিতে না পারিলে এই ব্যর্থতার দায় আমাদের যন্ত্রণা বাড়াইবে।

সওয়াই মাধোপুর দুর্ঘটনা : মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জয়পুর, ২৪ জুন (হি.স.): রাজস্থানের সওয়াই মাধোপুর জেলায় ক্যান্টের ট্রাক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন আরও দু'জনউ সবমিলিয়ে সওয়াই মাধোপুর জেলায় ক্যান্টের ট্রাক উল্টে যাওয়ার দুর্ঘটনায় মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়েছেউ তাঁদের মধ্যে তিনটি নাবালিকাও রয়েছেউ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ৩০ জনউ পুলিশ সূত্রের খবর, আহত ৩০ জনের মধ্যে ৮-৯ জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকউ সওয়াই মাধোপুর, কোটা এবং জয়পুরের হাসপাতালে তাঁদের চিকিতা চলছেউ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল, নিশু বানো (৬০), মুসকান (১৪), ধাপু (৬৫), মিজমা (৯), জন্নত (৫৫), জামিলা (৫০), ইমাম বানো (৫৫), মুসকান (১৫) এবং হাজমা (৫৫)।

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটউ মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট জানিয়েছেন, সওয়াই মাধোপুর দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারপিছু ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং আহতদের ২০,০০০ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবেউ পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, রবিবার বারওয়ারা থেকে মুন্ডাওয়ার অভিমুখে যাচ্ছিলেন তাঁরাউ বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় বারওয়ারা থানা এলাকায় দেবলি গ্রামের কাছে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় ক্যান্টের ট্রাকটিউ রবিবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ৭, পরে আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে।

এনসেফেলাইটিসে শিশু-মৃত্যু : হর্ষ বর্ধন ও মঙ্গল পাণ্ডের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

পাটনা, ২৪ জুন (হি.স.) : বিহারের মুজফরপুরে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। বিগত এক মাস ধরে প্রতিদিনই এনসেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হচ্ছে শিশুর। এমতাবস্থায় শিশু মৃত্যুর প্রেক্ষিতে গাফিলতির অভিযোগে মামলা দায়ের হয় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হর্ষ বর্ধন এবং বিহারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডের বিরুদ্ধে। গাফিলতির অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিলেন মুজফরপুরের মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট সূর্যকান্ত তিওয়ারি।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বিহার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে মুজফরপুরের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত। একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল বিহারের মুজফরপুরের আদালতে। সেই মামলায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন এবং বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডের বিরুদ্ধে গাফিলতির মামলা দায়ের হয়। এনসেফেলাইটিস রুখতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী পর্যাপ্ত পদক্ষেপ করেননি বলে অভিযোগ তোলা হয়েছিল ওই মামলায়। সেই মামলা সোমবার গ্রহণ করেছেন মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতের বিচারক সূর্যকান্ত তিওয়ারি। দুই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশও দিয়েছেন বিচারক। যদিও, নীতীশ কুমার সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং এখন পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে।-

জম্মুতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিতরে আত্মঘাতী পুলিশ কর্মী, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

জম্মু, ২৪ জুন (হি.স.): জম্মু শহরের উপকণ্ঠে সুঞ্জওয়ান এলাকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিতরে নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন একজন পুলিশ কর্মীউ মৃত পুলিশ কর্মীর নাম হল, সিলেকশন গ্রেড কনস্টেবল অর্জুন দেবউ তাঁর বাড়ি জম্মুর আর এস পুরা এলাকায়উ পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, রবিবার মধ্যরাতে পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিতরেই নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হন সিলেকশন গ্রেড কনস্টেবল অর্জুন দেব। অর্জুন দেব-এর সহকর্মীরা জানিয়েছেন, মধ্যরাতে আচমকাই গুলির শব্দ শোনা যায়উ ততণাতযে স্থান থেকে গুলির শব্দ শোনা যায় সেখানে গিয়ে দেখা যায় রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন অর্জুনউ তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা ওই পুলিশ কর্মীকে মৃত।

লোকসংস্কৃতির চর্চার ধারা ও লোকশিল্প

চূড়ামণি হাটি

মিউজ হলো নয় জন গ্রিক দেবী। দেবীর বাসস্থল মিউসিয়ান। কলাবিজ্ঞান সংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্র। এই মিউসিয়ান শব্দ থেকে মিউসিয়াম শব্দের উৎপত্তি।২৮৮ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে মিশরের টোলেমি বংশীয় র াজতন্ত্রের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত আলেকজান্দ্রিয় শহরে গন্থাগার এবং পরীক্ষামূলক যন্ত্রপাতি সহ নানা শিল্পদ্রব্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা শিক্ষাকেন্দ্রে মিউজিয়াম নামে পরিচিত হয়েছিল। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে প্রতিষ্ঠিত অ্যাসমল ইলিয়াস এর ব্যক্তিগত সংগ্রহ নিয়ে অ্যাসমেলিয়াম মিউজিয়ামটিই হলো প্রথম জনসাদারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত পরিকল্পিত মি উজিয়াম। ১৮১৪ সালে ফেব্রুয়ারি াসে এশিয়াঠিক সোসাইটির ড. নাথানিয়ে ওয়ালিচ ও অন্যান্য সদস্যদের উদেঞ্জাগে যে নতুন ভবন তৈরি ও সংগ্রহের স ূত্রপাত, তার উপর বিইত্ত করে ১৮৭৫ সালে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম নামটির প্রচার ঘটতে থাকে। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের র পশুপক্ষী, জন্তু জানোয়ারের ছালচামড়া সংরক্ষণ করা ও তা জীবন্তভাবে প্রদর্শন করার জন্য লোকমুখে ইন্ডিয়ান মি উ জিয়ামকে ঘিরে মিউজিয়ামের বাংলা পপ্রতি শব্দ হ য়েছিল যাদুঘর। ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব জরিপকে আলাদা করাহয়। বত৪মানে সংগৃহীত বিভিদ দ্রব্যকে কেন্দ্র করে সংগ্রহশালা এ বাংলা শব্দটিই বেশি গুরুত্ব। পেয়েচে। বলাবাহুল্য উলিয়াম জোনস প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির সূচনা ১৫ জানুয়ারি ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৫৬১ ক্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে আলেকজান্ডার কানিংহোম এর উদ্যোগে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ এবং ১৯৪৫ ক্রিস্টাব্দে বিরাজ শংকর গুহর নেতৃত্বে ভারতীয় ন ৃতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিষ্টিত হ য়। প্রাচীন সৌধ আইন ঘোষিত হয়েছিল ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে এবং পুরাততত্ত্ব ও শিল্প সম্পদ আইন ঘোষিত হছিল ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর দি আর্টিস্টিক অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজের প্রতিষ্ঠা। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি. আর পশ্চিমবঙ্গে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল হে রিটেজ কমিশন। আইন এবং সাংগঠনিক উদ্যোগ এই দুই কাঠামোকেছাপিয়ে গিয়েছিল সদ্য স্বাধীন দেশে জাতীয়তাবাদ আবেগ। যার উপর ভর করে বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠেছিল সংগ্রহশালাগুলি এবং একইসঙ্গে লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারা।

পথ চলতে চলতে কত ধ্বংসস্তূপ ও কত বি চিত্র সব হস্তশিল্প আমাদের চোখে পড়ে, কখন ে তা হারিয়ে যাবে কেউ জানে না। এ সকল অবহেলিত এবং চাপা পড়ে থাকা উপাদানগুলিই সংগ্রহশালার জন্ম দেয়। স ংগ্রহশালা আসলে স্মৃতি সংর৭ণের উপযুক্ত পরিকাঠামো নিয়ে গড়ে উঠা প্রদর্শন কক্ষ। জন ইতিহাসের ও জনসংস্কৃতির পরম্পরা সযত্নে রক্ষা করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান। প্রবহমান অতীতের ধারাকে অবিচ্ছিন্নভাবে উত্তরকালের জন্য সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিয়ে অব্যবসায়িক প্রতিষ্টান। সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত জনসংযোগের ক্ষমতা রেখে শিক্ষণ, অনুধ্যান ও আনন্দের সমন্বয় ঘ টিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত একটা বার্তা দেয়। সংগ্রহ নানা তরের সংযোগ ঘটিয়ে সংগ্রহশালা গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠে।

জার্মান শ ব্দ ভোল্ক এর অর্থ সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষকে ঘিরে জনপ্রিয় পুরাতত্ত্ব বোঝাতে ভোল্ককুন্ডে শব্দার্থে ইংরাজি ফোকলর শব্দটি ব্যবহার করেন উইলিয়াম জে থোমসন ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ আগট। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে উইলয়াম কেররি ইতিহাস মালা প্রকাশ কিংবা গগ্রিম ভাইদের র ূপকথার সংকলন উন্ডট্রাসমারেচন ঘিরে চর্চার সূত্রপাত। ১৮৬৩ খিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাটির জার্নালে এ চর্চাকে গুরুত্ব দেয়া। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সময়কালে জে. এ বোউরডিল্লোন এর বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা। একই সঙেঙ্গ নানা তত্ত্ব আলোচনার পাশাপাশি স্বদেশিক তাকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গে লোকসংস্কৃতি তর্তা ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ঐতিহ্য হলো স ুদূর অতীতে থেকে সদ্য অতীত পর্যন্ত, যা কিছু মৌখিক সূত্রে বা পরম্পরাগত চর্চার মাধ্যমে প্রাপ্ত। প্রথম থেকেই মানুষ নানাভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় অভাব মিটিয়েছে। প্রয়োজন বোধ থেকেই শিল্পের আত্মপ্রকাশ. আবার সমবেতভাবে উদযাপনের তাগিদ থেকেও সৃষ্টি হয়েছে নানা শিল্পকর্ম। এভাবেই প্রয়োজনকে অতিক্রম করে নানা ধরনের শিল্পের জন্ম হয়েছে। জীবনের অভিজ্ঞতাকেই শিল্পীদের ফ্রেরণা। ব ুদ্ধিও বাস্তব কল্পনাকে আশ্রয় করে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টির অনুভব। সত্যকে স্বপ্নকে বা বিশ্বাসবোধথেকেও নতুন বিচিত্র চিন্তাধারার নিদর্শন রাখার চেষ্টা। প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ খুব স্বাভাবিকবাবেই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানকে কেন্দরঙ্গ কেন্দ্র করে সহবজলভ্য প্রাকৃতিক উপকরণের উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় উপাদান তৈরি করে নিয়েচে। আবার আনন্দ অনুভবরে জন্যও নানা শখের শিল্পবস্তুর উদ্ভব ঘটিয়েছে, যা জীবন মনন দর্শনের সাক্ষী, কৌতুক উল্লাস বা ভ য়কে প্রাণবন্ত করে নেয়ার উল্লাস। সৃষ্টি সুখের উল্লাস। প্রাচীন গুহাচিত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যে। বেরিয়ে আসা নানা শিল্পবস্তু এবং বর্তমানে ঐতিহ্যনির্ভর শিল্পধারা, যা এক একটি সময়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশকে তুলে ধরে সম্পূর্ণ রূপে আঞ্চলিকভাবে। এই স াংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে মিশে থাকে নগর সভ্যতার ুন্নত শিল্পধারা এবং কৃষি ও অরণ্য দ্বারা প্রভাবিত ঐতিহ্যকে নির্বর পদ্ধতিতে তৈরি নানা লৌখিক কাঠামোর শিল্পবস্তু। প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত কৃষিনির্ভর নানা হস্তশিল্প যন্ত্রযুগেও তার ঐতিহ্যের প্রযুক্তি বিদ্যানির্ভর নানা হস্তশিল্প যন্ত্রযুগেও তার ঐতিহ্যর ধারাতে গুরুত্ব পাচ্ছে আবার কিছু গুরুত্ব হারাচ্ছে, যা লোকশিল্প নামে পরিচিত পেয়েছে। হস্তশিল্পের একটি ধারা এবং নাগরিক বা মার্গীয় শিল্পধারা থেকে পৃথক। যার ডস জনগণের গোষ্ঠীগত অবচেতন মন। সম্পূর্ম নিজস্বতার উপস্থিত ঘটলে লোকশিল্প থাকে না। লোকশিল্পের বেশ কিছু নির্দসন ে অবেষ্টনের মধ্যে জন্ম নেয়, সেখান থেকে তুলে আনা যায় না। সেখানকার চরিত্রের ঙ্গে তার চরিত্র ও জীবনের সম্পর্ক। অনুকরণ থেকে জন্ম এবং অনুসরণের মাধ্যমে এগিয়ে চলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বংশ পরম্পরায় শেখা নিজস্ব ঘরোয়া প্রযুক্তিতে গ্রামীণ হস্তশিল্পীরা মাটি, পাথর, বাঁশ , ক াঠ শস্য তন্ত্র, খনিজ ধাতুর মতো সহজলভ্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করেই লোকশিল্প তার শরীর পে য়েচে ে গোষ্ঠীগত অবচেতন মনে এবং অভিজ্ঞতাকে আশশ্রয় করে নির্মিত। সমসাময়িক সমাজ ও মানুষের প্রয়োজনে জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে নানা ধারার শিল্পকলার জন্ম। বি চিত্র লোকশিল্পের ধারায় উঠে আসে নানা নাম। টেরাকোটা অর্থে সাধারণত কুম্ভকার সম্প্রদায়ের তৈরি পোড়ামাটির তৈজসপত্র এবং সূদ্রধরদের তৈরি পোড়ামাটির মন্দিরকে চিহ্নিত করা হয় দারু দ্বিশল্প অর্থে সুত্রধর সম্প্রদায়ের তৈরি কাঠ খোদাই কাজকে বোঝায়। ভাস্করদের কাজ ততক্ষণ শিল্প অর্থাৎ পাথরের কাজ। নুড়ি সম্প্রদায়ের লোকেরা করেন গলার কাজ। মালাহার সম্প্রদায়ের লোকেরা করেন ডোকরার কাজ। মাহালার সম্প্রদায়ের তৈরি করেন শোলার সাজ। শাঁখাড়িরা করেন শ ঙ্খের কাজ। তাতিরা তাত বোনেন। দশাবতার তাস তৈরি করেন ফৌজদার সম্প্রদায়। মুচিরা করেন চামড়ার কাজ। মুলুঙ্গিরা লবণ উৎপাদন করেন। হাড়িঘোড়া তৈরি করেন মাটি ঘর ও খরের ছাউনি।

ডোম হাড়ি শবরা করেন বাঁশ বেত শিল্প। এরপরও অনেক শিল্পই কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে গন্ডী থাকে না তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে। আলপনা গয়নাবড়ি, ক ড়ির সাজ, নকশি কাঁথা, পুতুল তৈরি সহ এরকমই নানা কাজ আঞ্চলিক গুরুত্বও তৈরি হয়েছে। বর্দমানের নতুন গ্রামের কাঠের পুতুল, নদিয়ার ঘূর্ণি ও ব ন্ডলারি রঙিন পুতুল। মুর্শিদাবাদের কাটলিয়া জ্যামিতিক গড়নে অভ্র রঙের পুতুল। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার পোড়া মাটির ঘোড়া। বিষ্ণুপুরে টেরাকোটা মন্দির। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে নদিয়া সহ নানা স্থানের জমায়েত শিল্পীদের নিয়ে গড়ে ওঠা কলকাতার কুমারটুলিতেমাটির দেবীমূর্তি। কালীঘাট মন্দিরকে ঘিরে জমায়েত গ্রাম্য শিল্পীদের হাতে ১৮৩০ খিস্টাব্দে নাগাদ বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে তৈরি হতে থাকে চৌকো পট। পাশাপাশি বেঁচে বয়লো ঐতিহ্যের ধারায় জড়ানো প ট। প্রচারের মুখ পেয়েছে সাতপাড়ার শিল্পী নিয়ে জড়ানো পটের নয়াগ্রাম। বীরভূমে যমপট। পুরুলিয়ার চক্ষুপট। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গাজী পট। বীরভূমের হাটসরন্দ্রির চালচিত্র। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস, হ্যারিকেন লণ্ঠন, পিতল ও ভড়নের বাসন। মুর্শিদাবাদের খগড়া, বর্ধমানের দাঁইহাট, নদিয়ার নাকাশিপাড়ার কাঁসা শিল্প, নবদ্বীপে মূর্তি ঢালাই, তালাচাবি। বাঁকুড়ার বড়জোড়ার গঙ্গাজল ঘাঁটি থানার অন্তর্গত বি ভিন্ন গ্রামের ব রশি। বীরভূমের লেকপুরের সেরপাই আর দুমকাচর সিউড়ি বোল। পুরুলিয়ার চরিদা বাকমুড়ি ছৌমুখোশ আর দক্ষিণ দিনাজপুরের কুলমান্ডির বাঁশ কাঠের মুখোশ। নদিয়ার দত্তপুকুর ও বীরভূমের র াজনগরের চিত্রিত ও হ াঁড়ি। নদিয়ার কালিগঞ্জের শোলার টুপিএবং উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশপুরের শোলার শিল্প। বাঁকুড়ার বেলেতোরে ডাকের সাজ। শান্তিনিকেতন ও কলকাতার চর্মশিল্প। হুগলির সিদুরের কাছে কলপুর গ্রামের ব্লকপ্রিন্ট। হাওড়ার দেউলপুরে পোলো বল। উলুবেড়িয়ার শাটল কক। ফুলিয়ার টাঙ্গাইল তাঁত। মুর্শিদাবাদের বালুচরের শাড়ি এখন বিষ্ণুপুরে। শান্তিপুরের ধূর্তি ও গামছড়া বীরভূমের নানুরে নকশি কাঁথা। মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের দাঁইহাটে বালাপোস। বাঁকুড়ার ইদপুরের হাটগ্রামের তুলোভড়া গায়ের কাপড়। হ াওয়ায় জরি শিল্প। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ও খাগড়ার হাতির দাঁতের কাজ। হাওড়ার দেউলগ্রামে সিংরে কাজ। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে পাটজাত ধোকরা বা জাংলা। জাড়গ্রামে সাবাই ঘাসের শিল্প। হুগলির বাঁশাই ও মেদিনীপুরের মসনন্দতে মাদুর শিল্প। কোচবিহারের ঘুগুমারির শীতলপাটি। বাঁকুড়ার ইদপুর ও বিষ্ণুপুরে শঙ্খ শিল্প। শান্তিনিকেতন ও পুরুলিয়ার দেওয়ালচিত্র। কালনায় বৈষ্ণব কন্ঠের মালা। মেদিনীপুর, বেলপাহাড়ি, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া, বর্ধমানের দাঁইহাট ও কাটোয়ার পাথরের কাজ। কলকাতায় সোনার কাজে নকশি তোলা। হুগলির বলাগড়ের নৌকা। এরকম নানা স্থান নাম উঠে আসে। হারিয়ে যাওয়া অনেক কিছুই উঁকি মেরেছে প্রত্নখননকে ঘিরে। যেমন ধরা যাক উত্তর ২৪ পরগনার চন্দ্রকেতুগড়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কঙ্কন দিঘি, সীতাকুন্ডু, হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা অঞ্চল। এরকম নানা স্থানের প্রত্নবস্তুগুলি লৌকিক ধারার নানা দিককে সুস্পষ্ট করে। একই সঙ্গে শিল্পকলার নানা শৈলী ও প্রকাশিত হয়। উদ্ভাবিত কৌশল র প্ত করে শিল্প পণ্যদ্রব্য নির্মাণকারী শ্রমজীবী কারিকররা তাদের নিজস্ব ধারাতেই শিল্প সৃষ্টি করে থাকেন। কিন্তু শিল্পী হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছে অনুকৃতি নয় সৃষ্টি, এই ভাবধারাকে আশ্রয় করে থাকা উদ্ভাবক শ্রেণী, অর্থাৎ বিদগ্ধ জনের শিল্পচর্চা তথা চারুশিল্প। ব্যবহারিক বস্তুকে কায়িক পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে অলঙ্কৃত করার চেষ্টা থেকে জন্ম কারুশিল্পের চারু এবং কারু এই দুই শিল্পধারা মানবমনের পাশাপাশি বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে দরবারি শিল্প িহসেবে গুরুত্ব পেল। আর সাধারণ মানুষের কাছে তার সরল রূপ নিয়ে ঐতিহ্যের ধারায় যে শিল্পরূপটি টিকে রইল, তা হল লোকশিল্প। একের ওপর এক স্থাপন বিদ্যা নিয়ে স্থাপত্য এবং তার ভি তর সূক্ষ্মকাজ ভাস্কর্য যখন চারদিকে সুনাম কুড়াচ্ছে, ঠিক তখনই লোকশিল্পীদের মনেও কল্পনা কৌতুক প্রতিভার মেলবন্ধনে অলৌকিক সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ স্বাভাবিক। গুরুত্ব পে অলঙ্করণ। যেন সুন্দরকে দরার আদার। ভাব আকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিপনন সামগ্রীতে প রিণত হওয়ার জন্য রূপ বদল ঘটায়নি। শিল্পী ঐতিহ্যের ধারায় তকা লোকশিল্পের রূপ বদল ঘটাতে তখনই বাধ্য হ ন, যখন প্রকৃতি থেকে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হয় এবং যখন গ্রাম্য সংস্কৃতি নগর সংস্কৃতির প্রচারে কাছে হারিয়ে যায়। শিল্পীর বাচার চেষ্টা, সাধারণ স্তর থেকে বাঁচার চেষ্টা। হারিয়ে যাওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে সংগ্রহশালা গুলি তার গুরুত্ব প্রকাশ করে। মৃৎপাত্রের খন্ডিত অংশও সে যুগের মানবসভ্যতার ভাষা হয়ে গুরুত্ব পায়। পশ্চিমবঙ্গে একক এবং সাংগঠনিক উদ্যোগে এ ভাষার প্রকাশ ঘটিয়েছেন নানা স্তরের সংস্কৃতিপ্রেমী। বাংলার লোকশিল্প মূলত প্রথম গুরুত্ব পেয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট এ সংগ্রহশালাটিতে ১৯৫২ সালে দিল্লি তে প্রগতি ময়দানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্রাফ্টস মিউজিয়াম। বোম্বের পাশাপাশি কলকাতায় ১৯০৬খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রন্ধাগার ও কলেজ সংগ্রহশালা। পুরুলিয়া হরিদপদ দাঁ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যমন্দির সংগ্রহশালা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা ও চিত্রবীথি। মেদিনীপুর শহরেও প্রতিষ্ঠিত হয় ব ঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালা। দিলীপকুমার মৈত্রের উদ্যোগে চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের সংগ্রহশালা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সংগ্রহশালা। বেলুড় ম ঠে রামকৃষ্ণ সংগ্রহশালা। বারাকপুরে গান্ধি স্মারক সংগ্রহশালা। কলকাতায় নেহেরু শিশুর সংগ্রহশালা। জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালা। গুরুসদয় রোডে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম। রামনা ময়দানে বর্ধমান সায়েন্স সেন্টার। কলকাতায় আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস, সার্দান এভিনিউতে বিড়লা আকাদেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচারা মিউজিয়াম। ব্রিটিশ কোম্পানি ভারতীয়দের সঙ্গে স ংযোগ সাধনের বা শাসন ব ্যবস্থা পরিচালনার জন্য ভারতীয় জাতিতত্ত্বব ও তাদের ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছিল। একই সঙ্গে ভারতীয়রাও এ সন্ধান চালিয়েছে স্বদেশ চেতনায় উৎসাহিত হয়ে কিংবা কেউ কেউ পান্ডিত্যকে শৃঙ্খলিত বিকশিত করতে। তথ্য অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহটি কাজটিও গুরুত্ব পেয়েছে । যার উপর ভি ত্তি করে প্রাথমিক পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে সংগ্রহশালার তার রূপ পেয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে প্রায় প্রতিটি সংগ্রাহকের কাছেই ধরা পড়েছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি। হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির নানা উপাদানের স ঙ্গে পরিচয় করে নেয়ার একমাত্র উপায় সংগ্রহশালা।

(সৌজনে— দৈঃ স্টেটসম্যান)

সোমবার আগরতলায় এআইডিএসও এর বিক্ষোভ সভা। ছবি- নিজস্ব।

তারকেশ্বরে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী ও তাঁর ছেলেকে মারধর, থানায় বিক্ষোভ শাসক দলের কর্মীদের

হুগলী, ২৪ জুন (হি.স.): ফের রাজনৈতিক হিংসা বঙ্গভূমিতে। এবার ঘটনাস্থল হুগলী জেলার তারকেশ্বর। রবিবার রাতে তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত তারকেশ্বর পৌরসভার তিন নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী তারকনাথ সাউ ও তাঁর প্রতিবেশীর বাড়িতে হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয় বাড়ির আসবাবপত্র। মারধর করা হয় ক্যান্সার আক্রান্ত তারকনাথ সাউ ও তাঁর ছেলেকে। বাড়ির মহিলাদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ও তারকনাথ সাউ-এর প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে রাতেই ওই এলাকায় যান হুগলী জেলা তৃণমূলের আহ্বায়ক দিলীপ যাদপ-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা। আহতদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সোজা চলে যান তারকেশ্বর থানায়। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে শুরু হয় পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ।

তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত তারকেশ্বর পৌরসভার তিন নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তারকনাথ সাউ। তাঁর কথায়, রবিবার রাত আটটা নাগাদ আচমকা একদল দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে হামলা চালায়। হামলা চালানো হয় তারকবাবুর প্রতিবেশীর বাড়িতেও। ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয় বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র। হামলাকারীদের বাধা দিতে গিয়ে প্রহৃত হন তারক বাবু ও তাঁর ছেলে। তারকবাবু ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকেও রেয়াত করেনি হামলাকারীরা। তারকবাবু ও তাঁর ছেলেকে ছাড়াও, বেধরক মারধর করা হয় বাড়ির মহিলাদেরও। এর পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। খবর পেয়ে রাতেই ওই এলাকায় যান হুগলী জেলা তৃণমূলের আহ্বায়ক দিলীপ যাদপ-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা। আহতদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সোজা চলে যান তারকেশ্বর থানায়। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে শুরু হয় পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ। পুলিশের আশ্বাস পাওয়ার পর শান্ত হন তাঁরা। আহতরা বর্তমানে তারকেশ্বর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই হামলার নেপথ্যে জড়িত। যদিও, বিজেপির পক্ষ থেকে নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

নাসিকের হোটেলে উদ্ধার যমুনামুখের নিখোঁজ যুবতী, অসম পুলিশকে অভিনন্দন মন্ত্রী হিমন্তের

গুয়াহাটি, ২৪ জুন (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের এক আবাসিক হোটলের কোঠায় উদ্ধার হয়েছেন অসমের সন্ধানহীন যুবতী। তাঁর টুইটার হ্যান্ডেলে এ-খবর দিয়ে অসম পুলিশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের অর্থ, স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।প্রসঙ্গত, গত ১১দিন থেকে নিখোঁজ ছিলেন মধ্য অসমের হোজাই জেলার যমুনামুখের বলিরাম গ্রামের বাসিন্দা জনৈক যুবতী। তাকে গতকাল ২৩ জুন অসম থেকে পুলিশের এক দল গিয়ে মহারাষ্টের নাসিকের এক হোটেল থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। অসমের অর্থ, স্বাস্থ্য এবং পূর্তমন্ত্রী তথা নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা অসম পুলিশের সফল উদ্ধার অভিযান সম্পর্কে তাঁর টুইটারে শেয়ার করে লিখেছেন, '১২ জুন হোজাইয়ের যমুনামুখ থেকে সন্ধানহীন গীতা (নাম বদল করা হয়েছে) নামের জনৈক যুবতীকে মহারাষ্টের নাসিকের একটি হোটেল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর সঙ্গে মহম্মদ জাবেদ নামের জনৈক যুবককেও আটক করেছে পুলিশ। আমি অসম পুলিশের এই সাফল্যে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।'উল্লেখ্য, যুবতীটি ১২ জুন থেকে নিখোঁজ ছিলেন। পরবর্তীতে যুবতীর পরিবারের পক্ষ থেকে যমুনামুখ থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত এক এফআইআর দাখিল করা হয়েছিল। হোজাই এবং যমুনামুখ পুলিশ দাখিলকৃত এজাহারের ভিত্তিতে যৌথ অভিযান চালিয়ে যুবতীটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। উত্থাপিত অভিযোগ অনুযায়ী, একই গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ জাবেদ ইসলাম নামের যুবকটি যুবতীকে অপহরণ করে মহারাষ্টে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

চোপড়ায় তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে সালিশি সভা চলাকালীন ছুরির আঘাতে জখম যুবক

চোপড়া, ২৪ জুন (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুর চোপড়ায় তৃণমূল বিধায়ক হামিদুর রহমানের বাড়িতে সালিশি সভা চলাকালীন ছুরির আঘাতে জখম হলেন এক যুবক। এই নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সালিশি সভা ছেড়ে উঠে যেতে বাধ্য হন বিধায়ক। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর ঝামেলার জেরেই এই ঘটনা বলে জানা গেছে।আহত যুবক মহম্মদ রাজুকে প্রথমে দলুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ইসলামপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় চোপড়া থানার পুলিশ। একটি জমি নিয়ে দুই পরিবারের দীর্ঘদিনের বিবাদ। দুটি পরিবারই তৃণমূলের সমর্থক বলে জানা গেছে। তাই বিবাদের নিষ্পত্তি করতে রবিবার সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে বিবদমান দু'পক্ষকে ডেকে বৈঠকে বসেছিলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুর রহমান। জানা গেছে, বৈঠক শুরু হতেই দুই পক্ষের মধ্যে বচসা তুঙ্গে ওঠে। আহত যুবক মহম্মদ রাজুর বাবা চাঁদ মহম্মদের কাছে জমির কাগজ থাকলেও অন্য পক্ষ তা মানতে চায়নি। বচসা চলাকালীনই বিধায়ক হামিদুর রহমানের সামনেই অন্যপক্ষ অর্থাৎ খুরশেদ আলমের লোকজন রাজুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছুরি দিয়ে কোপাতে থাকে বলে অভিযোগ। বিধায়কের সামনেই শুরু হয় ধুন্ধুমার। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতেই সভা ছেড়ে চলে যান বিধায়ক। এ ব্যাপারে কোনও কথা বলতে চাননি তিনি। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

দিঘা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, ভোররাতে মারিশদায় বাস উল্টে আহত ৪০ জন যাত্রী

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৪ জুন (হি.স.): কলকাতা থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘায় বেড়াতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাউ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মারিশদায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাসউ সোমবার ভোররাতের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪০ জন যাত্রীউ তাঁদের

ছয়ের পাতায়

মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে লরির ধাক্কায় মৃত্যু ছাত্রীর, রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ

মুর্শিদাবাদ, ২৪ জুন (হি.স.): মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রামে বেপরোয়া লরির দৌরাত্ম্যউ টিউশন পড়তে যাওয়ার সময় নবগ্রাম থানার অন্তর্গত দফরপুরে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীরউ মৃত ছাত্রীর নাম হল, সুপ্রিয়া মণ্ডল (১৫)উ লরির ধাক্কায় দশম শ্রেণীর ছাত্রীর মৃত্যুকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারাউ মৃতদেহ আটকে রেখে নবগ্রাম-অনন্তপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারাউ উত্তেজনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নবগ্রাম থানার পুলিশউ পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়উ

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, সোমবার সকালে সাইকেল চালিয়ে টিউশন পড়তে যাচ্ছিলেন দশম শ্রেণীর ছাত্রী সুপ্রিয়া মণ্ডলউ সকাল সাতটা নাগাদ দফরপুরে সুপ্রিয়ার সাইকেলে ধাক্কা মারে একটি লরিউ লরির ধাক্কায় দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দশম শ্রেণীর ওই ছাত্রীরউ এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারাউ মৃতদেহ আটকে রেখে সকাল সাতটা থেকে দীর্ঘসময় ধরে নবগ্রাম-অনন্তপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারাউ পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়উ

বারমের-এ প্যান্ডেল ভেঙে বিপর্যয়, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫

বারমের (রাজস্থান), ২৪ জুন (হি.স.): প্রাণ হারালেন আরও একজনউ ঝড়-বৃষ্টির দাপটে রাজস্থানের বারমের-এ প্যান্ডেল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৫উ রবিবার রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে বারমের-এর একটি স্কুল মাঠে রাম কথা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিলউ তৈরি করা হয় অস্থায়ী ছাউনিউ ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখার জন্য কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেনউ সেই সময় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে অস্থায়ী ছাউনিটিউ বহু মানুষ ছাউনির নিচে চাপা পড়ে যানউ রবিবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ১৪ জনউ এছাড়াও বহু মানুষ গুরুতর আহত হয়েছিলেনউ সোমবার তাঁদের মধ্যেই আরও একজনের মৃত্যু হয়েছেউ সবমিলিয়ে প্যান্ডেল ভেঙে পড়ার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছেউ যে স্থানে রবিবার প্যান্ডেল ভেঙে পড়েছিল, সোমবার সেই স্থান পরিদর্শনে আসেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটউ বিয়োগান্তক এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন অশোক গেহলটউ প্যান্ডেল ভেঙে পড়ার ঘটনাকে 'বেদনাদায়ক' আখ্যা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বারমের-এর সাংসদ কৈলাশ চৌধুরীওউ

করাচিতে এনকাউন্টারে খতম ৩ জন সন্ত্রাসবাদী, পালিয়ে গেল দু'জন জঙ্গি

করাচি, ২৪ জুন (হি.স.): পাকিস্তানে করাচিতে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম হল ৩ জন সন্ত্রাসবাদীউ তবে, গুলির লড়াই চলাকালীন দু'জন জঙ্গি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়উ করাচির নর্দান বাইপাস এলাকার ঘটনাউ সোমবার করাচির পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় নর্দান বাইপাসের খুদা বখশ গোঠ এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীউ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনীউ

অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে সন্ত্রাসবাদীরাউ এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াইউ দীর্ঘ সময় ধরে গুলির লড়াই শেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদীউ তবে, গুলির লড়াই চলাকালীন আরও দু'জন জঙ্গি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়উ গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিউ নিহত সন্ত্রাসবাদীরা কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য ছিল, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি

বিধানসভা অধিবেশন থেকে বিরোধীদের পদত্যাগ

কলকাতা, ২৪ জুন (হি. স.) : সোমবার বিধানসভা অধিবেশন থেকে বিরোধীরা সাময়িক কক্ষত্যাগ করেন। অধিবেশনে বেশ কিছুক্ষণ ইয়েলে নেমে প্রতিবাদ-হইচই করেন। এর পর বাইরে বেড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান। এদিন বেলা সওয়া বারোটা নাগাদ বিধানসভায় আলোচনা চলাকালীন সিপিএমের পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী, কংগ্রেসের দুই বর্ষীয়ান নেতা নেপাল মাহাতো ও মনোজ চক্রবর্তী প্রমুখ রাজ্যের বেহাল আইনশৃঙ্খলা, জগদ্দল-ভাটপাড়া-সন্দেশখালিতে খুনোখুনির প্রতিবাদ করতে থাকেন। হইচই উপেক্ষা করে বিধানসভার অধ্যক্ষ অধিবেশন চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বিরোধী বিধায়করা শ্লোগান দিতে থাকেন। শাসক পক্ষের কিছু বিধায়ক এর প্রতিবাদ করলে দু'পক্ষের মধ্যে বাগবিতন্ডা দেখা দেয়। এরপর বিরোধী বিধায়করা শ্লোগান দিতে দিতে কক্ষত্যাগ করেন।

শ্লোগান দিতে দিতে না বার হলেও বিজেপি- পরিষদীয় নেতা মনোজ টিগ্গা বলেন, ''আমরাও এই বিক্ষোভকে সমর্থন করছি।'' তৃণমূলের কাটমানি নিয়ে সরব বিক্ষোভকারীদের হাতে পোস্টার ছিল, 'সিএম-এর আঁকা ছবির দাম ১ কোটি ৮৬ লক্ষ, কাট মানি কত?' 'সিএম গু কাট মানি', 'কাটমানির টাকা ফেরৎ দিতে অবিলম্বে নবান্ন-তে কাউন্টার খোলা হোক'। পোস্টারে লেখার পাশাপাশি শ্লোগান ছিল, কাটমানির ৭৫ শতাংশ কবে ফেরৎ দেওয়া হবে? অধিবেশন কক্ষের বাইরে বিরোধীদের বিক্ষোভের সময় শ্লোগান চলতে থাকে পুলিশ কেন গুলি চালাল, জবাব চাই জবাব দাও।' রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার প্রতিবাদ করে কংগ্রেসের অসিত মিত্র দাবি করেন, ''রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে মুখ্যমন্ত্রী সরে যান।'' সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''পুলিশ কেন ট্রিগারহ্যাপি, সিএম তুমি জবাব দাও'। বিরোধীরা শ্লোগান দিতে থাকেন, 'দিকে দিকে খুন হচ্ছে কেন, সিএম তুমি জবাব দাও'। এরপর বিরোধীরা ফের অধিবেশনকক্ষে ঢুকলে অধ্যক্ষ অদিবেশনের বিরতি ঘোষণা করেন।

৭.৩ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়ার বান্দা সমুদ্র, কাঁপল উত্তর অস্ট্রেলিয়াও

জাকার্তা, ২৪ জুন (হি.স.): ফের শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়াউ ভূকম্পন অনুভূত হল ইন্দোনেশিয়ার তানিমবার আইল্যান্ডের কাছে বান্দা সমুদ্রেউ ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি অনুভূত হয়েছে উত্তর অস্ট্রেলিয়াতেওউ যদিও, শক্তিশালী ভূকম্পন সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ তাছাড়া সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়নিউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

ছয়ের পাতায়

বারমের-এ প্যান্ডেল বিপর্যয় : তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের

বাড়মের, ২৪ জুন (হি.স.): রাজস্থানের বারমের-এ একটি স্কুলের মাঠে রামকথার প্যান্ডেল ভেঙে পড়ার ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। পাশাপাশি নিহতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। রবিবার বিকেলে রামকথার অনুষ্ঠান চলাকালীন আচমকাই প্যান্ডেল ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয় ১৫ জনের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৫০ জন। স্থানীয় হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আহতদের প্রত্যেককে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে রাজস্থান সরকার। সোমবার বারমেরের জসৌলে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বারমের সাংসদ কৈলাস চৌধুরী।

দুর্ঘটনার পর রবিবারই গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। রবিবার রাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে নিহতদের পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকা এবং আহতদের প্রত্যেককে ২ লক্ষ টাকা করে তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে রাজস্থান সরকার। জসৌলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট জানিয়েছেন, 'ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। রিপোর্ট হাতে আসলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা এড়াতে সুব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি উপদেষ্টা ইস্যু করার কথা ভাবা হচ্ছে।' প্রসঙ্গত, রবিবার বিকেলে বারমেরের জসৌলে একটি স্কুলের মাঠে রামকথার অনুষ্ঠান চলাকালীন প্যান্ডেল ভেঙে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। দুর্ঘটনাগ্রস্তদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনায় লাফিয়ে বাড়তে থাকে মৃতের সংখ্যা। মোট ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫০ জন। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বারমের-এর সাংসদ কৈলাস চৌধুরী হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট-এর সঙ্গেও কথা বলেছি। যে ক্ষতিপূরণের কথা রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে তা অবিলম্বে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

তৃণমূলের কাটমানি নিয়ে বিদ্রুপ, অঙ্কের মাধ্যমে খোঁচা দুই বিশিষ্টের

কলকাতা, ২৪ জুন (হি.স.): একজন সুপরিচিত সঙ্গীতশিল্পী। অপর জনের বিষয় ছিল বাঙলা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। প্রথমজন সৈকত মিত্র, দ্বিতীয় জন অচিন্ত্য বিশ্বাস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাটমানি প্রসঙ্গে দু'জনই ব্যঙ্গ করলেন অঙ্কের মাধ্যমে। সৈকত ফেসবুকে লিখেছেন, "ভবিষ্যৎ-এ অঙ্কের মডেল প্রশ্ন পত্র বাংলার স্কুলের.....। প্রশ্ন:- রহিম ভাই, ব্যাবসায়ী রামরতন বাবুর থেকে মেশিন দেখিয়ে ২৫,০০০/- তোলা তুলেছে... এই টাকা যদি, রহিম ভাই নিজে ১ রেখে, অঞ্চল সভাপতি ২, পৌর প্রতিনিধি ৫, বিধায়ক ৭, সাংসদ ১০, ভাইপো দা ট্যাক্স ৭৫ হারে বখরা হয়, তবে কে কত কাটমাণি পাবে?' সঙ্গে ৩৫টি বিভিন্ন ভঙ্গির মুখের ছবি (স্মাইলি)।

প্রথম চার ঘন্টায় রবিবার রাতে তাতে পড়ে ১২০টি লাইক। সপ্তর্ষি ঘটকের জবাব সাতটি স্মাইলি দিয়ে। তাতান অসীম দে লিখেছেন, "সেদিন আসতে বেশীদিন দেরী নেই।" সঙ্গীতা দাস লিখেছেন, "দারুন বলেছেন।' সমুদ্রনীল রায় লিখেছেন, "যা, বলেছেন দাদা।" শৌভিক পন্ডিত লিখেছেন, "দারুণ বলেছেন। খুব শীঘ্রই সেটা হতে চলেছে।' সঙ্গে ১০টি স্মাইলি। শর্মিষ্ঠা মুখার্জি লিখেছেন, 'দারুণ বলেছেন দাদা।' মোনালিসা ভাওয়াল লিখেছেন, "ভয়ানক পোস্ট।' মন্টু দত্ত লিখেছেন, "এক্সেলেন্ট পোস্ট।' সোমা মিত্র লিখেছেন, "অসাধারণ পোস্ট।' সুমন পান্থি লিখেছেন, "সে কি গো, তুমিও একথা বোলছো। এতো ভাবনার বিষয়।' এর প্রেক্ষিতে সৈকত লিখেছেন, "ভাবনা কেন? ঠিক কথা বলার অসুবিধা কোথায়?" জবাবে সুমন লিখেছেন, "আমার অভিজ্ঞতা তো তাই বলে।' সোমবার সকাল পৌনে ১০টায় সৈকতের পোষ্টে দেখা যায় ১৬১টি লাইক, ৩৬টি মন্তব্য। শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাসও এই অঙ্কের মাধ্যমেই প্রসঙ্গটি পেশ করেছেন ফেসবুকে। তিনি লিখেছেন, "অঙ্ক কি কঠিন ! "তোলাদা"। একহাজার এজেন্ট । সবাই ১০, ০০০ টাকা তোলা পেল । উপরে জমা হল কত ? সর্দার পড়ো : ৭, ৫০০ টাকা স্যার। এবার এজেন্ট একশজন করে দালাল নিয়োগ করল। তারা মাসে মাসে ১০০০ টাকা করে তোলা আনল। এবার? স.পো : এটা খুব কঠিন স্যার। ১০০শ্র ১০০০ গু ১০০০০ -- ২৫০০০ গু ৭৫০০০ -- ২৫ু -- -- ...মানে মাঝামাঝি এসে কত টাকা কোথায় যাবে বোঝা যাচ্ছে না। এই অঙ্কটি সি.বি.আই. করছে ! সারদার পর তোলাদা-র অঙ্ক ! অঙ্ক অলিম্পিকে পাঠাবি ? উত্তর করে আমাকে বল । মাস্টারমশাই "শিক্ষাবন্ধু"র ফোন ধরলেন। খ্যা খ্যা করে হেসে লুটিয়ে পড়লেন প্রায়।' এর প্রতিক্রিয়ায় মৃণ্ময় সরকার লিখেছেন, "সুন্দর পরিসংখ্যান।" বিজয় নিয়োগী লিখেছেন, "স্যর বিনিময় করছি।'

মধ্যপ্রদেশের সংশোধনাগার থেকে পলাতক মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার, এখনও নিখোঁজ তিনজন বন্দি

নীমাচ (মধ্য প্রদেশ), ২৪ জুন (হি.স.): মধ্য প্রদেশের নীমাচ জেলার একটি সংশোধনাগার থেকে চার বিচারাধীন বন্দির পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় সোমবার মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে রবিবার সকালে ওই সংশোধনাগার থেকে পালিয়ে যায় চার বিচারাধীন বন্দি। এদের প্রত্যেকেরই বয়স ৩০-এর নিচে। পলাতকদের মধ্যে দু''জন ড্রাগ পাচারের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেল খাটছিল এবং বাকি দু''জন ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত বিচারাধীন বন্দি। এই চারজনের মধ্যে এক-একজনকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য রবিবারই ৫০, ০০০ টাকা করে পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের কারা অধিকর্তা সঞ্জয় চৌধুরী।

মধ্য প্রদেশের উজ্জয়িনী ডিভিশনের পুলিশ কমিশনার অজিত কুমার এ ব্যাপারে জানিয়েছেন, 'আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আগে থেকে প্রচুর পরিকল্পনা করে এবং বাইরের লোক ও নিজেদের আত্মীয়ের সাহায্য নিয়ে চম্পট দিয়েছে ওই চার বন্দি।' এদিন সকালে এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশ।

ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। রাজস্থানের সীমান্ত এলাকায় পুলিশি প্রহরা জোরদার করার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযানও জারি রয়েছে। এর আগেই কারা আধিকারিক আর পি ভাসুনাই জানিয়েছেন, ডিসট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারস থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরত্বে কানাবতী এলাকার সাব-জেলে রাখা হয়েছিল ওই চার বন্দিকে। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে মনে করা হচ্ছে যে, নিজেদের ব্যারাকের লোহার রড কেটে বাইরে থেকে কারওর সাহায্যে দড়ি বেয়ে কারাগারের ২২ ফিট উঁচু বাউন্ডারি প্রাচীর টপকে চম্পট দেয় তারা। পলাতক চার বন্দির মধ্যে পূর্বের ড্রাগ পাচার মামলায় অভিযুক্ত রাজস্থানের উদয়পুরের নার সিং (২০) এবং চিতোরের বাসিন্দা পঙ্কজ মোঙ্গিয়া (২১)-এর এনডিপিএস (নার্কোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যানসেস অ্যাক্ট) আইনের অধীনে দোষী সাব্যস্ত হয়ে হাজতবাসের সাজা হয়েছিল। অপর দু-জনের মধ্যে, মধ্য প্রদেশের মান্দাশোর জেলার লেখ রাম (২৯)-এর বিরুদ্ধে লুটপাট ও খুনের মামলা এবং মান্ডলা জেলার দুবে লাল (১৯)-এর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলার শুনানি চলছে।

সন্দেহের জের, বারুইপুরে স্ত্রীকে ধারালো ব্লেডের কোপ স্বামীর

বারুইপুর, ২৪ জুন (হি.স.): শুধুমাত্র সন্দেহের বশেই স্ত্রীকে ধারালো ব্লেড দিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় স্ত্রী রাকিবা বিবিকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ শাসন এলাকায়। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত স্বামী সাব্বির হোসেন মণ্ডল। এ বিষয়ে রবিবার রাতেই বারুইপুর থানায় সাব্বিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন রাকিবা বিবির পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, বছর দু''য়েক আগে চম্পাহাটির বাসিন্দা রাকিবার সঙ্গে বিয়ে হয় বারুইপুর থানার অন্তর্গত শাসনের বাসিন্দা সাব্বির হোসেন মণ্ডলের। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীকে সন্দেহের নজরে দেখত সাব্বির। স্ত্রীকে বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলতে দিত না সে, এমনকি বাপের বাড়ির লোকেদের সঙ্গেও কথা বলতে দিত না অভিযুক্ত স্বামী। রবিবার বিকেলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য রাকিবা পাড়ার একটি দোকানে যায়। সেখান থেকে ফিরতে সামান্য দেরি হওয়ায় তার উপর সন্দেহ প্রকাশ করে স্বামী। এরপরেই সন্ধ্যা নাগাদ আচমকাই রাকিবার গলায় ধারালো ব্লেড দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত স্বামী। রক্তাক্ত অবস্থায় শ্বশুরবাড়ির বাকি সদস্যরা রাকিবাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্য। এ বিষয়ে রাকিবার বাপের বাড়ির সদস্যরা অভিযোগ করেন, বিয়ের পর থেকেই রাকিবার উপর সন্দেহ করত সাব্বির। এমনকি মাঝে মধ্যেই তাকে ঘরে আটকে রাখত। সন্দেহের বশেই রাকিবাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে অভিযুক্ত। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

সন্তানের মানসিক বিকাশ

সন্তান প্রতিটি বাবা মায়ের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাবা মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, বরং শত দুঃখ কষ্ট পেলেও সন্তানের জন্য শুভকামনা করেন। সন্তানদের সুশিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন 'তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ করবে এবং তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান করবে। সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম। তোমাদের সন্তানদের উত্তমরূপে জ্ঞানদান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।'

এক. সন্তান প্রতিটি বাবা মায়ের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাবা মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, বরং শত দুঃখ কষ্ট পেলেও সন্তানের জন্য শুভকামনা করেন। মহানবী সন্তানের শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ করবে এবং তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান করবে। সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম। তোমাদের সন্তানদের উত্তমরূপে জ্ঞানদান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।'

যুগের হাওয়ায় বাবা মায়েরা আজ অনেক ব্যস্ত। সন্তানের জন্য তাদের সময় এখন দুষ্প্রাপ্য। যৌথ পরিবার ভেঙে যেতে যেতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা এখন ৩ জন কিংবা ৪ জনে এসে ঠেকেছে। তদুপরি সবাই ব্যস্ত। এখনও যখন দেশের বিশিস্ট ব্যক্তিদের একান্ত আলাপচারিতা দেখি, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাদের একান্নবর্তী পরিবারের স্মৃতিচারণ করেন। পরিপূর্ণ আনন্দ যে ঘরভর্তি মানুষের মধ্যে নিহিত, অবলীলায় সবাই স্মরণ এবং স্বীকার করেন।

দুই. আমি আমার ছেলেবেলার কথা মনে করে এখনও শান্তি পাই। মায়ের কাছে ছিলাম সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু। দাদা, দিদিমা, কাকা কাকী, মামার কোলেই কেটেছে আমার শিশুকাল। বাড়ির কাজের মানুষ আমায় কোলে নিয়েছে এমন মনে পড়ে না। দাদার কোলের মধ্যে থেকে শুনতাম বিভিন্ন রাজ্য বাদশাহ, বিখ্যাত মানুষদের গল্প। বাড়িতে সারাদিন হৈ চৈ লেগেই থাকতো। ক্লাস ওয়ান যখন ভর্তি হলাম, কাকু স্কুলে নিয়ে যেতো।

চার বছর বয়সে ক্লাস ওয়ান, ভয় পাই কিনা এজন্য কাকু আমার সঙ্গে ক্লাসের মধ্যেই বসে থাকতেন। কোলে করে বাসায় নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে বাসায় এলে দাদীর খাবারের যন্ত্রণা। বেলা অবেলা নেই। আর সময় মত মায়ের আদর, স্নেহ, শাসন সবই ছিল যখন মাধ্যমিকে উঠলাম, তখন বাবার তদারকিটা বেড়ে গেল। যদিও কাজের জন্য বাবা কিছুটা ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু রাতের খাবারের সময় তার সঙ্গে বসতে হতো।

সারাদিন কতটুকু পড়া করেছি, বিকেলে কাদের সঙ্গে খেলেছি, দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম, কিনা ইত্যাদি কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিল আমার প্রতিদিনের কাজের অংশ। যৌথ পরিবারের কারণে আমার সামান্য অন্যায় করার সুযোগ ছিল না। ঘরে আমার অনেক অনেক অভিভাবক। এখনও বাবু প্রতিরাতে আমাদের নিয়ে খেতে বসেন। পরিবারের সব সমস্যার সমাধান খাবার টেবিলেই হয়ে যায়। তিন. রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্পের ভাষায়, 'তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গ সুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা।' গল্পটির আরেক জায়গায় বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়। বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা নিয়ে লেখা এই গল্পটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপযোগী ছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যবই থেকে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ছুটি' গল্পটি বাদ দেওয়া হয়েছে। আমি এখনও মনে করতে পারি, আমাদের স্কুলের বাংলা ক্লাসের দিনগুলো। বাংলা স্যার যখন প্রথম 'ছুটি' গল্পটি পড়ে শুনিয়েছিলেন, আমাদের ক্লাসের অনেক ছেলে ফটিকের কষ্টের জন্য কেঁদে ফেলেছিল। সেদিন অনেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কখনো স্কুল পালাবো না। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। অনেকের মনে একটা ভয়ও তৈরী হয়েছিল।

কারণ মন দিয়ে লেখাপড়া না করলে যদি দূরের কোনো আবাসিক স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়? এজন্যই আত্মোপলব্ধি সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ। অথচ আমরা বুঝে কিংবা না বুঝে আত্মোপলব্ধির সেই সুযোগও বন্ধ করে দিচ্ছি। যৌথ পরিবারেরও ইতিবাচক দিক এখন সন্তানরা বোঝে না। আত্মীয় স্বজন দেখলে বিরক্ত হয়। ফলে মনের প্রসারতা ও উদারতা তৈরি হয় না। অথচ যৌথ পরিবারে সন্তানরা খুব খারাপ সময়গুলোও সম্মিলিতভাবে আনন্দের সঙ্গে পার করতে পারে। বাবা মা'র আত্মোপলব্ধি নষ্ট হয়েছে অনেক আগেই, এখন সন্তানের পালা।

চার. আজকের বাবা মায়েরা চাকরি, ব্যবসা, পার্টি নিয়ে অনেক অনেক ব্যস্ত। অর্থ বিত্ত আর ক্যারিয়ার নামক আজব নেশায় তাদের পেয়ে বসেছে। সন্তান সঠিকভাবে মানুষ করাও যে ক্যারিয়ারেরঅংশ সেটা তাদের বুঝাবে কে? শুধু দামি দামি জামা কাপড়, গাড়ি করে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে সন্তানের সব প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় না। প্রয়োজন স্নেহ, ভালোবাসা, শাসন।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এপিজে আব্দুল কালামের মতে, 'যদি একটি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত এবং সুন্দরমনের মানুষের জাতি হতে হয়, তাহলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এক্ষেত্রে তিনজন সামাজিক সদস্য পার্থক্য এনে দিতে পারে। তারা হলেন বাবা, মা এবং শিক্ষক।' বর্তমানে অনেক বাবা মা আত্মীয় স্বজন থেকে আলাদা থাকার মাধ্যমে নিজেদের গুরুত্ব বাড়িয়ে চলেছেন। কতটা বোমা চিন্তা ভাবনা। আধুনিকতা মানেই নিসঙ্গতা নয়। একা একা যদি বসবাস করতে চান, তবে রবিনসনের মতো নির্জন দ্বীপে বসবাস করেন।

সেই নিয়ামত সঠিকভাবে পরিচর্যা করুন। আজ আপনার অবচেতনভাবে যেভাবে সন্তানদের অবহেলা করছেন, সন্তানও ভবিষ্যতে তাই করবে। অনেকেই সন্তান মানুষ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। ঠিক মতো সময় দিতে পারেন না। তদের জন্য বলছি, যৌথ পরিবার বজায় রাখেন। আপনার সন্তান কখনও নিজেকে একা মনে করবে না। সন্তানের অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখা, মাত্রাতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার, সঙ্গদোষ এড়ানো, অপরিকল্পিত মোবাইল ফোনের ব্যবহার বন্ধ করতে চাইলে, সব চিকিৎসা বাদ দিয়ে যৌথ পরিবার প্রথায় ফিরে আসুন। সন্তানের মানসিক বিকাশে সহায়তা করুন।

সকালে কাঁচা ছোলা খাওয়ার উপকারিতা জেনে নিন

কাঁচা ছোলার গুণ সম্পর্কে আমরা সবাইজানি। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যপযোগী ছোলায় আমিষ প্রায় ১৮ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট প্রায় ৬৫ গ্রাম, ফ্যাট মাত্র ৫ গ্রাম, ২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ভিটামিন 'এ' প্রায় ১৯২ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট প্রায় ৬৫ গ্রাম, ফ্যাট মাত্র ৫ গ্রাম, ২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ভিটামিন 'এ' প্রায় ১৯২ মাইক্রোগ্রাম এবং প্রচুর পরমাণে ভিটামিন বি -১ ও বি -২ আছে। এছাড়াও ছোলায় বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন খনিজ লবণ, ম্যাঙ্গানেশিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আরও অনেক উপকার। উচ্চমাত্রার প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার ছোলা কাঁচা সেদ্ধ বা তরকারি রান্না করেও খাওয়া যায়। কাঁচা ছোলা ভিজিয়ে খোসা ছাড়িয়ে, কাঁচা আদার সঙ্গে খেলে শরীরে একই সঙ্গে আমিষ ও অ্যান্টিবায়োটিক যাবে। আমিষ মানুষকে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান বানায়। আর অ্যান্টিবায়োটিক যেকোনো অসুখের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ছোলার কিছু চমকপ্রদ গুণাগুন হল ডাল হিসেবে: ছোলা, পুষ্টিকর একটি ডাল। এটি মলিবেডনাম এবং ম্যাঙ্গানিজ এর চমৎকার উৎস। ছোলাতে প্রচুর পরিমাণে ফলেট এবং খাদ্য আঁশ আছে সেই সাথে আছে আমিষ, ট্রিপটোফান, কপার, ফসফরাস এবং আয়রণ, হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে অস্ট্রেলিয়ান গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, খাবার ছোলা যুক্ত করলে টোটাল কোলেস্টেরল এবং খারাপ কোলেস্টেরল এর পরিমাণ কমে যায়। ছোলাতে দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় উভয় ধরনের খাদ্য আঁশ আছে যা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। আঁশ, পটাসিয়াম, ভিটামিন সি' এবং ভিটামিন বি -৬ হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যায়। এর ডাল আঁশসমৃদ্ধ যা রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন ৪০৬৯ মিলিগ্রাম ছোলা খায়, হৃদরোগ থেকে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৯ শতাংশ কমে যায়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে : আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখানো হয় যে, যে সকল অল্পবয়সী নারীরা বেশি পরিমাণে ফলিক এসিডযুক্ত খাবার খান তাদের হাইপারটেনশন এর প্রবণতা কমে যায়। যেহেতু ছোলায় বেশ ভাল পরিমাণ ফলিন এসিড থাকে সেহেতু ছোলা খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়। এছাড়া ছোলা বয়সসন্ধি পরবর্তীকালে মেয়েদের হার্ট ভালো রাখতেও সাহায্য করে। রক্তচলাচল : অপর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা প্রতিদিন ১/২ কাপ ছোলা, শিম এবং মটর খায় তাদের পায়ের আর্টারিতে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। তাছাড়া ছোলায় অবস্থিত আইসোফ্লাভন ইস্কেমিক স্ট্রোকে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আর্টারির কার্যক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। ক্যান্সার রোধে: কোরিয়ান গবেষকরা তাদে গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে বেশি পরিমাণ ফলিক আডি খাবারের সাথে গ্রহণের মাধ্যমে নারীরা কোলন ক্যান্সার এবং রেক্টাল ক্যান্সার এর ঝুঁকি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারেন। এছাড়া ফলিক এসিড রক্তের অ্যালার্জির পরিমাণ কমিয়ে এ্যাজমার প্রকোপও কমিয়ে দেয়। আর তাই নিয়মিত ছোলা খান এবং সুস্থ থাকুন। আমাদের দেশে ছোলার ডাল নানাভাবে খাওয়া হয়। দেহকে করে দৃঢ়, শক্তিশালী, হাড়কে করে মজবুত, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এর ভূমিকা অপরিহার্য। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম। কোলেস্টেরল: ছোলা শরীরের অপ্রয়োজনীয় কোলেস্টেরল কমিয়ে দেয়। ছোলার ফ্যাট বা তেলের বেশির ভাগ পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট ছাড়া ছোলায় আরও আছে বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ লবণ। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে: ছোলায় খাদ্য আঁশও আছে বেশ। এ আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য সারায়। খাবারের আঁশ হজম হয় না। এভাবেই খাদ্যনালী অতিক্রম করতে থাকে। তাই পায়খানার পরিমাণ

বাড়ে এবং পায়খানা নরম থাকে। ডায়াবেটিসে উপকারী : ১০০ গ্রাম ছোলায় আছে: প্রায় ১৭ গ্রাম আমিষ বা প্রোটিন, ৬৪ গ্রাম শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট এং ৫ গ্রাম ফ্যাট বা তেল। ছোলার শর্করা বা কার্বোহাইড্রেটের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম। তাই ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য ছোলার শর্করা ভাল। প্রতি ১০০ গ্রাম ছোলায় ক্যালসিয়াম আছে প্রায় ২০০ মিলিগ্রাম, লৌহ ১০ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন এ ১৯০ মাইক্রোগ্রাম। এছাড়া আছে ভিটামিন বি -১, বি -২ ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম। এর সবই শরীরের উপকারে আসে। রক্তের চর্বি কমায় ছোলার ফ্যাটের বেশিরভাগই পলি আনস্যাচুরেটেড। এই ফ্যাট শরীরের জন্য মোটেই ক্ষতিকর নয়, বরং রক্তের চর্বি কমায়। অস্থির ভাব দূর করে : ছোলায় শর্করার গ্লাইসেমিক ইনডেক্সের পরিমাণ কম থাকায় শরীরে প্রবেশ করার পর অস্থির ভাব দূর হয়। রোগ প্রতিরোধ করে: কাঁচা ছোলা ভিজিয়ে কাঁচা আদার সঙ্গে খেলে শরীরে আমিষ ও অ্যান্টিবায়োটিকের চাহিদা পূরণ হয়। আমিষ মানুষকে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান বানায় এবং অ্যান্টিবায়োটিক যে কোনো অসুখের জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জ্বালাপোড়া দূর করে সালফার নামক খাদ্য উপাদান তাকে এই ছোলাতে। সালফার মাথা গরম হয়ে যাওয়ার হাত পায়ের তলায় জ্বালাপোড়া কমায়। মেরুদণ্ডের ব্যথা দূর করে।

এছাড়াও এতে ভিটামিন বি' ও আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। ভিটামিন বি মেরুদণ্ডের ব্যথা, স্নায়ুর দুর্বলতা কমায়। ছোলা অত্যন্ত পুষ্টিকর। এটি আমিষের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। এতে আমিষ মাংস বা মাছের পরিমাণের প্রায় সমান। তাই খাদ্যতালিকায় ছোলা থাকলে মাছমাংসের প্রয়োজন পরে না। ত্বকে আনে মসৃণতা। কাঁচা ছোলা ভীষণ উপকারী। তবে ছোলার ডালের তৈরি ভাজা পোড়া খাবার যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো। তাই হজমশক্তি বুঝে ছোলা হোক সারাবেলার সঙ্গী।

বৃষ্টির দিনের টিপস

বৃষ্টি মাথায় বাইরে যেতে প্রয়োজন কিছু প্রস্তুতি:

পোশাক: খারাপ আবহাওয়া মানুষের মনেও বিরূপতা তৈরি করে। তাই এ সময় এমন পোশাক পরা উচিত যা মন ভালো রাখতে সাহায্য করে। উজ্জ্বল রঙের পোশাকগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে রাখুন। পোশাকে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার এই বর্ষায়ও আপনার মনে আনবে উচ্ছ্বাস। এ সময় অবশ্যই এমন সুতার কাপড় পড়বেন, যা খুব সহজেই শুকিয়ে যায়। এক্ষেত্রে সুতির চেয়ে সিল্ক বা জর্জেট ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার পোশাকের ধাঁচটা এমন হবে, যাতে করে বৃষ্টিতেও স্বচ্ছন্দে চলাচল করা যায়।

আর পোশাক যা ই হোক না কেন, তা যেন আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই হয়। ছাতা: বর্ষায় জনজীবনের অপরিহার্য অংশ হচ্ছে ছাতা। এখন নিউমার্কেটসহ অনেক দোকানে কম দামে খুব সুন্দর এবং রঙিন ছাতা পাওয়া যায়। সেই একঘেয়ে কালো ছাতার বদলে এই বর্ষায় অন্তত একজোড়া রঙিন ছাতা কিনে ফেলুন। বাচ্চাদের দিন উজ্জ্বল রঙের বাহারি ছাতা। তবে তা হতে হবে একটু ছোট, একজনের জন্য এবং সহজে বহনযোগ্য। রেইনকোট:

যারা রেইনকোট পরতে অভ্যস্ত তারা উজ্জ্বল রঙের রেইনকোট পরুন। রেইনকোট পরার অভ্যাস থাকলে যেকোনো পোশাকই পরতে পারবেন স্বচ্ছন্দে, পোশাকও নষ্ট হবার ভয়ও থাকবে না। বাচ্চাদের জন্য বাহারি রেইনকোট কিনুন। এখন বিভিন্ন রঙের কার্টুন আঁকা রেইনকোটও পাওয়া যায়।

স্যান্ডেল বা জুতাঃ জুতা বা স্যান্ডেল ব্যবহারের প্রতি যত্নবান হন। অবশ্য বর্ষায় প্রায় সবাই এ বিষয়টি মাথায় রাখেন। রাবারের স্যান্ডেল পরতে পারেন। বাজারে এখন আধুনিক ডিজাইনের বিভিন্ন রঙের রাবারের স্যান্ডেল পাওয়া যায়। বাচ্চাদের জন্য রাবারের জুতা খুবই মানানসই। তাদের বিভিন্ন রঙের রেইনবুট কিনে দেওয়া যায়। বড়রা অবশ্য প্রোটেক্ট্যান্ট ট্রিটেড চামড়ার জুতা পরতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে এমন স্যান্ডেল বা জুতা পরা যাবে না, যা ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে না অথবা পিছলে যায়। ব্যাগ: বৃষ্টির সময় প্লাস্টিকের একটু বড় ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন। ছাতা বা রেইনকোট বহনের জন্য বড় ব্যাগ প্রয়োজন। এ সময় কাপড় বা চামড়ার ব্যাগ আলমারিতে তুলে রাখুন। এখন প্লাস্টিকের সুন্দর সুন্দর ব্যাগ পাওয়া যায়, যা আপনার বেশভূষাকে আরো আকর্ষণীয় করবে। এ সময় বাচ্চাদের দিন ওয়াটার প্রুফ স্কুল ব্যাগ।

দুধ ফুটিয়ে খাওয়া একান্তভাবে আবশ্যক বক্তব্য বিশেষজ্ঞদের

দুধ কাঁচা খাওয়া ভাল নাকি ফুটিয়ে খাওয়া ভালো, এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বিশেষজ্ঞদের আজিকে এটিকে ব্যাখ্যাও দিয়ে থাকেন। যে যাই বলুক সরাসরি গোয়ালঘর বা খামার থেকে আনা তাজা দুধ না ফুটিয়ে খেতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফলে কাঁচা দুধ অবশ্যই ফুটিয়ে খেতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঁচা দুধে অনেরকম রোগজীবাণু থাকে। এসব জীবাণু খাবার থেকে আনা দুধ খেলে সেই জীবাণু শরীরের নানা ক্ষতি করতে পারে। দুধ ফোটালে উচ্চ তাপমাত্রায় সেই সব জীবাণু মরে যায়। এখন আমরা যে প্যাকেটের দুধ কিনি, তা পাস্তুরাইজড। জলে জীবাণুমুক্ত এবং সংরক্ষণের পদ্ধতির নাম পাস্তুরাইজেশন। বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চ তাপমাত্রায় পাস্তুরাইজেশন করা হয়। প্যাকেটে দুধও ফুটিয়ে খাওয়াই ভাল, এমনটাও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ একশো শতাংশ ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করা সম্ভব হয় না। নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপকদের কথায়, না ফোটানো দুধেই কোলাই, সালমোনেল্লার মতো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধে। এই ব্যাকটেরিয়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমিয়ে দেয়। বিশেষত গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে সব সময় দুধফুটিয়ে খেতে বলেন চিকিৎসকেরা। বায়োটেকনোলজির বিশেষজ্ঞরা জানান, দেখা গেছে কাঁচা দুধ তো বটেই, এমনকি পাস্তুরাইজড দুধেও নানা রকম মাইক্রোব্যাকটেরিয়া জন্মায়। তাদের মধ্যে রয়েছে, সিউডোমোনাস, মাইক্রোকক্কাস, এন্টারোব্যাকটর, ব্যাসিলাস, ফ্ল্যাভোব্যাকটর। জাপানের ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা জানাচ্ছেন, পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ জীবাণুমুক্ত করতে গিয়ে উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয়, ফলে দুধের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। তাই বর্তমানে এই পদ্ধতিতে দুধ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফোটানো হয় এবং ধীরে ধীরে সেটাকে ঠান্ডা হতে দেওয়া হয়। তাই গবেষকদের মত, প্যাকেট দুধ দোকান থেকে কিনে এনে কিছু সময় হলেও সেটাকে ফোটান। যদি কোনও জীবাণু থেকেও থাকে, ফোটালে সেই সম্ভাবনা দূর হবে।

ঘুম থেকে ওঠার পর খালি পেটে এক গ্লাস জল খাওয়ার বিভিন্ন উপকারিতা জেনে নিন

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর খালি পেটে এক গ্লাস জল পান করা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এ অভ্যাসটি যদি রপ্ত করা যায় তবে অনেক ধরনের রোগ থেকে শরীরকে মুক্ত রাখা যায়। আর এজন্যই দিনের শুরুর এই এক গ্লাস জলকে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা 'স্বাস্থ্য কর', 'বিশুদ্ধ' 'সুন্দর ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষায়িত করে থাকেন। আসুন জেনে নেই সকাল খালি পেটে জল খাওয়ার বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে। ১ রাতে ঘুমানোর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে হজম প্রক্রিয়ার তেমন কোনো কাজ থাকে না। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে হজম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য অন্তত এক গ্লাস জল খেয়ে নেয়া উচিত। ২. প্রতিদিন সকালে অন্তত ১৬ আউন্স হালকা গরম জল খেলে শরীরেরমেটাবলিসম ২৪ শতাংশ বেড়ে যায় এবং শরীরের ওজন কমে। ৩. সকালে প্রতিদিন খালি পেটে জল খেলে রক্তের দূষিত পদার্থবের হয়েযায় এবং ত্বক সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়।

৪. প্রতিদিন সকালে খাবার আগে এক গ্লাস জল খেলে নতুন মাংসপেশী ও কোষ গঠনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। ৫. প্রতিদিন সকালে মাত্র এক গ্লাস জল খেলে বমি ভাব, গলার সমস্যা, মাসিকের সমস্যা, ডায়রিয়া, কিডনির সমস্যা, আথ্রাইটিস, মাথা ব্যথা ইত্যাদি অসুখ কমাতে সহায়তা করে। ৬. প্রতিদিন খালি পেটে এক গ্লাস জল কেলে মলাশয় পরিষ্কার হয়ে যায় এবং শরীর নতুন করে খাবার থেকে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে সহজেই। ৭. সকালে জলের বদলে জুস বা অন্য পানীয় নাখাওয়াই শরীরের জন্য সবচেয়ে ভালো।

রান্নাঘরও হবে আধুনিক

প্রতিদিনের খাবার তৈরি হয় রান্নাঘরে, আর তাই আমাদের বাড়ির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে রান্নাঘর। পরিবারেরর সবারস্বাস্থ্য রক্ষার কথা বিবেচনা করে এই ঘরটিকে জীবাণুমুক্ত, পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পরিচ্ছন্ন, গোছানো একটি রান্নাঘর আমাদের রুচির পরিচয় করিয়ে দেয় অন্যদের সঙ্গে। নিত্যপ্রয়োজনীয় আধুনিক নতুন সব সরঞ্জাম রান্নাঘরের চেহারাই পাল্টে দিতে পারে। এজন্য প্রয়োজন রুচি এবং পরিকল্পনা। বাড়ি তৈরি অথবাবাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময়ই লক্ষ্য রাখতে হবে রান্নাঘরটি যেন বড় হয়।

আধুনিক জিনিস দিয়ে রান্নাঘর সাজাতে হবে। এতে আমাদের সময়ের অপচয় ও কষ্ট কমে যাবে। ঘরের কাজ অনেক স্বচ্ছন্দে করতে পারবো। আসুন মনের মতো সাজানো রান্নাঘর তৈরিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কৌশল ও উপকারিতা সম্পর্কে কিছু টিপস জেনে নিই:

মাছ, মাংস, যেকোনো সবজি, ফল ও অন্যান্য খাবার কাটিয়ে কম সময়ে কাটার জন্য কাটার ও কাটিং বোর্ড ব্যবহার করুন। সবজি ফলের খোসা নিখুঁতভাবে ছাড়াতে ভেজিটেবল পিলার ব্যবহার করতে পারি। সবজি বা অন্য খাবার খুব কুচিকুচি করতে চাই গ্রেটারফ্রিজ কেনার সময় অবশ্যই ভালো ব্র্যান্ড দেখে কিনুন। প্রতিদিন বাজার করার ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবেন রান্নাঘরে বাড়তি তাপ, চুলা থেকে জামা ময়লা ও তেল চিটচিটে হওয়া ভাব দূর করতে কিচেন হুড লাগিয়ে নিন। রান্না ঘরের সব সরঞ্জাম নির্দিষ্ট জায়গায় গুছিয়ে রাখতে, ঘরের আয়তন অনুযায়ী কিচেন ক্যাবিনেট বানাতে হবে। কিচেন অ্যাপ্রন ব্যবহার করুন। এতে তরকারির ঝোল, মসলার দাগ লেগে পোশাক নষ্ট হবে না। ব্লেন্ডার, এগবিটার, জুসার, মিক্সচার, স্যান্ডউইচ মেকার, কফি মেকার, টোস্টার, প্রেসার কুকার, রাইস কুকার ও ওভেনের ব্যবহারে আমাদের দৈনন্দিন কাজ অনেক সহজ হবে।

এগুলো সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখতে সবাই আপনার রুচিরও প্রশংসা করবে। নরমাল না কিনে অটো চুলা কিনুন। পরিকল্পিতভাবে গোছানোই রান্নাঘরের সৌন্দর্যের মূল কথা।

সাধুসন্ত-পুণ্যার্থী সমাগমে জনসমুদ্র অম্বুবাচির কামাখ্যাধামে, কিন্নর-সন্ন্যাসী দলের হোমযজ্ঞ, নৃত্য

গুয়াহাটি, ২৪ জুন (হি.স.) : প্রখর রোদ, তাপমাত্রা ছত্রিশ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে। তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। মানুষের ঢলে থইথই গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়। ভক্তিরসে আপ্লুত পাহাড়ের পাদদেশ থেকে চূড়া পর্যন্ত। শনিবার (২২ জুন) মধ্যরাত ১-টা ৪০ মিনিট ১৮ সেকেন্ডে মা কামাখ্যার প্রবৃত্তি হয়েছে। সে থেকে শুরু হয়ে গেছে কামাখ্যায় অম্বুবাচির যোগ। অম্বুবাচিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ ভক্ত, পর্যটক, সাধক-তান্ত্রিকের দলের সমুদ্রে পরিণত হয়েছে নীলাচল। যে দিকে চোখ যায় সে দিকে দৃশ্যমান হচ্ছে সশরীরে নানা দেব-দেবীর পদচারণা। এরই মধ্যে বিচরণ করছেন সন্ন্যাসিনী-কিন্নরের দল। তাঁদের সংখ্যাও এবার নেহাত কম নয়। তাদের কেউ ভক্তদের মাথা স্পর্শ করে, আবার কেউ কেউ নানা ভঙ্গিমায় নৃত্যের তালে তালে হাতের ত্রিশূল উঁচু করে আশিস দিচ্ছেন। আবার দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের নিরালায় ধ্যানাসনে মগ্ন বহু তন্ত্রসাধক।

গত কয়েকদিন ধরে কামাখ্য মন্দির চত্বরের আনাচে-কানাচে যোগাসনে বসে ধ্যান করছেন অসংখ্য তন্ত্রসাধক। তাঁদের কেউ তাবু খাটিয়ে বিশ্বকল্যাণে হোমযজ্ঞে ব্যস্ত। আবার কেউ যোগমুদ্রায়, কেউ শীর্ষাসন বা বৃক্ষাসন, তো কেউ পদ্মাসনে বসে ঘণ্টার পর তাঁদের আরাধ্যের সাধনায় ব্রত। অম্বুবাচি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শনিবার রাত থেকে নাগা সন্ন্যাসীরা হোমযজ্ঞ করছেন বিশ্বকল্যাণে।

অম্বুবাচিতে পুণ্যার্জন করতে এসেছেন সুদূর ইউরোপ, মস্কো, বাংলাদেশ, নেপাল থেকে বহু ভক্ত। তাঁদের কেউ পরেছেন সাদা কুর্তা-পাজামা, আবার কেউ গৈরিক বসন। এসেছেন হিমালয় ও সংলগ্ন এলাকার বহু সন্ন্যাসীও। মন্দির চত্বরে এসে ধ্যানাসনে বসেছেন ১৩০ বছর বয়সি ড় বাবাসন্ন্যাসী। মোদ্দা কথায়, দেশ-বিদেশ থেকে আগত সাধুসন্তরা বিধি অনুযায়ী ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন থাকবেন এই কয়দিন। সময় সময় তাঁরা মন্দির প্রদক্ষিণও করছেন।

প্রতিবারের মতো এবারও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশ কয়েকটি বহুরূপী শিল্পীর দল কামাখ্যাধামে অম্বুবাচি মেলায় এসেছেন। তাঁরা বিভিন্ন ঠাকুর-দেবতার সাজে সজ্জিত হয়ে নাচে-গানে মানুষের মন জয় করেছেন। তাঁরা পালা করে পাহাড়ের নানা জায়গায় বাউল গানের উদাসী সুরে অসংখ্য দর্শনার্থীর মন জয় করেছেন। এদিকে অম্বুবাচি মেলা উপলক্ষে কামাখ্যা দেবালয় চত্বরে বসেছে নানা সামগ্রীর বিশাল এক বাজার। মণিমুক্তা, নানা ধাতুর আংটি, মাদুলি, চুড়ি, মৃগনাভি, নানা রঙের হার মালা, নানা মুখি রুদ্রাক্ষ, পাথর-পিতল-কাঁসা-তামার বাসন ইত্যাদি কী নেই মেলার বাজারে। এখানে নানা সামগ্রীর পসার সাজিয়ে বসেছেন দেশের ভিন্ন প্রান্তের মানুষ। সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে ৫০০-এর বেশি যুবক-যুবতীর এক দল পাহাড়ের পাদদেশ থেকে চূড়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছে তাদের ব্যবসা। এই দলের সদস্য অঞ্জুবতী, লিলি, প্রিয়াঙ্কারা বলেছেন, মেলায় এখন পর্যন্ত তাঁদের ব্যবসা ভালোই চলছে। মায়ের আশীর্বাদ তাঁদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। লাভের মুখ দেখবেন, আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন অঞ্জুবতী।

অম্বুবাচি মেলায় এবার বহু সন্ন্যাসী-কিন্নরকে দেখা গেছে। তাঁরা নানা ভঙ্গিমায় নৃত্য করে পুণ্যার্থীদের আকর্ষণ করে চলেছেন। জনৈক সন্ন্যাসী-কিন্নরের কাছে জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে তাঁরা এসেছেন প্রায় সাত হাজার জন। এখানে খুব স্বাচ্ছন্দ্যেই অবস্থান করছেন তাঁরা। এসেছেন শনি থেকে গতকাল রবিবার। থাকবেন মায়ের নিবৃত্তি, ২৬ তারিখ পর্যন্ত। তাঁরাও বিধি মেনে মা কামাখ্যার পুজোর্চনা করছেন। বাইরে তাবু খাটিয়ে শিবিরে তাঁদের যজ্ঞস্থলে বহু পুণ্যার্থী আসছেন আশীর্বাদ নিতে। গতকাল তাঁরা কামাখ্যা দেবালয় চত্বরে একটি শোভাযাত্রাও বের করেছিলেন, জানান নিলীমা নামের সন্ন্যাসিনী।ম

৭ মাসের মধ্যে ফের ধাক্কা খেল আরবিআই, কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ইস্তফা ডেপুটি গভর্নর বিরল আচার্য-র

মুম্বই, ২৪ জুন (হি.স.): বিগত ৭ মাসের মধ্যে পুনরায় ধাক্কা খেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় ছ''মাস আগেই ইস্তফা দিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র ডেপুটি গভর্নর বিরল আচার্য। ২০১৭ সালের ২৩ জানুয়ারি আরবিআই-এর ডেপুটি গভর্নর পদে যোগ দিয়েছিলেন বিরল আচার্য। আচমকা কেন এই সিদ্ধান্ত, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। বিরল আচার্য-র ইস্তফা প্রসঙ্গে আরবিআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে ইস্তফা দিয়েছেন ড় বিরল ভি আচার্য, ২৩ জুলাই, ২০১৯-এর পর থেকে তিনি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর হিসাবে তার মেয়াদ চালিয়ে যেতে পারবেন না। তাঁর চিঠি থেকে বেশ কিছু বিষয় প্রকাশ্যে আসছে।

সূত্রের খবর, বিগত কয়েক মাস ধরে আরবিআই-এর গভর্নর শক্তিকান্ত দাসের মতামতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি বিরল আচার্য। সম্ভবত আরবিআই-এর গভর্নরের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণেই কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় ছ''মাস আগেই ইস্তফা দিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র ডেপুটি গভর্নর বিরল আচার্য। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে দেওয়া হয়নি বলে কেন্দ্রকে বিঁধেছিলেন প্রাক্তন গভর্নর উর্জিত প্যাটেল। উর্জিতের পাশে দাঁড়িয়ে শীর্ষ ব্যাঙ্ককে স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষে জোরালো সওয়াল করতে গিয়ে কেন্দ্রকে এক হাতও নিয়েছিলেন ডেপুটি গভর্নর বিরল আচার্য। এবার বিরল নিজেই ইস্তফা দিয়ে দিলেন। এর আগে অরবিআই-কে জোরালো ধাক্কা দিয়ে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ইস্তফা দিয়েছিলেন উর্জিত প্যাটেল। ২০২০-র ফেব্রুয়ারিতে বিরলের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। আগস্টেই নিউ ইয়র্কের স্টার্ন স্কুল অব বিজনেস-এ ফিরে যাচ্ছেন বিরল। কিন্তু, তাঁর যাওয়ার কথা ছিল আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে।কিন্তু তার আগেই বিরলের ইস্তফা বেশ কয়েকটি প্রশ্ন তুলে দিল।

বোলপুরে নির্মীয়মান কালভার্টে ধাক্কা মোটরবাইকের, গুরুতর আহত দু'জন আরোহী

বীরভূম, ২৪ জুন (হি.স.): বীরভূম জেলার বোলপুরে নির্মীয়মান কালভার্টে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল একটি মোটরবাইকঊ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দু'জন মোটরবাইক আরোহীঊ রবিবার রাত এগারোটা নাগাদ ইলামবাজার যাওয়ার পথে, বোলপুর-ইলামবাজার রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটেছেঊ গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জন মোটরবাইক আরোহীকে উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার রাত এগারোটা নাগাদ বোলপুর-ইলামবাজার রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি মোটরবাইকঊ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কালভার্টে ধাক্কা মারল মোটরবাইক থেকে পড়ে যান দু'জন আরোহীঊ গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ বারবার একই জায়গায় দুর্ঘটনার জেরে এবার ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারাঊ সোমবার সকাল আটটা থেকে মহিদাপুরে বোলপুর-ইলামবাজার রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারাঊ স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মহিদাপুর গ্রামে তৈরি হচ্ছে রাস্তা ও কালভার্টঊ বারবার একই জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটছেঊ প্রশাসনকে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি

নাওমি ওসাকাকে সরিয়ে র‍্যাংকিংয়ে প্রথম স্থান দখল অ্যাশলে বার্টির

লন্ডন, ২৪ জুন (হি. স.) : সোমবার জাপানের নাওমি ওসাকাকে সরিয়ে র‍্যাংকিংয়ে প্রথম স্থান দখল করলেন অস্ট্রেলিয়ার মহিলা টেনিস তারকা অ্যাশলে বার্টি।

১৯৭৩ সালে মার্গারেট কোর্টের পর অস্ট্রেলিয়ার প্রথম মহিলা টেনিস প্লেয়ার হিসেবে ফরাসি ওপেন জিতে নেন বার্টি। শুধু লাল সুড়কির কোর্টেই নয়, গ্র্যান্ড স্ল্যামের আসরে ৪৬ বছরের খরা ভাঙেন বার্টি। রবিবার বার্মিংহাম ক্লাসিকের ফাইনালে তাঁর ডাবলস পার্টনার জুলিয়া জর্জেসকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাংকিংয়ে একনম্বর স্থান নিশ্চিত করেন বার্টি। ফাইনালে বার্টির পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-৩, ৭-৫। এর আগে ১৯৭৬ শেষবার অস্ট্রেলিয়া মহিলা টেনিস প্লেয়ার হিসেবে র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন গুলাগং কাউলি।

এদিন বার্টি জানান, 'আমি উনার ধারেকাছেও নই। তবে কাউলির সঙ্গে একইসাথে আমার নাম উচ্চারিত হচ্ছে, এই অনুভূতি অতুলনীয়। ২০১৯ একটি দুর্দান্ত মরশুম শুরুর পর রবিবার ম্যাচ জয়ের সঙ্গে টানা ১২ ম্যাচ অপরাজিত থাকলেন বছর তেইশের এই মহিলা টেনিস খেলোয়াড়। ৬টি ম্যাচ হারলেও চলতি বছরে ৩৬টি ম্যাচ নিজের দখলে রেখেছেন বার্টি। আগামী সপ্তাহে উইম্বলডনে অভিযান শুরু করবেন এই অস্ট্রেলীয়।

ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চালনার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ পাত্রসায়রের কৃষ্ণনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের

বাঁকুড়া, ২৪ জুন (হি. স.) : নিরীহ ছাত্রের উপর পুলিশের গুলি চালনার অভিযোগ তুলে কালো পতাকা নিয়ে ও কালো ব্যাজ পরে স্কুলের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাল বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের কৃষ্ণনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা। সোমবার পঠনপাঠন বন্ধ রেখে আন্দোলনে নামে ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের দাবি, পুলিশের কাছ থেকে উপযুক্ত জবাব না পাওয়া পর্যন্ত এই অবস্থান বিক্ষোভ চলবে।

শনিবার বিকেলে তৃণমূল নেতা ও রাজ্যের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পাত্রসায়রে দলের 'জনসংযোগ যাত্রা' সেরে ফিরে যান। তারপরেই জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়াকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা তেতে ওঠে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের সভায় বাইরে থেকে প্রচুর লোকের জমায়েত হয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েক জন দুষ্কৃতীও ছিল। তারাই বিজেপির পাত্রসায়র মণ্ডল-২ সভাপতি তমালকান্তি গুঁই এর দোকানে হামলা চালায়। এলাকার মানুষ প্রতিবাদ করলে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হয় অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত সৌমেন বাউড়ি নামে এক ছাত্র সহ তিন জন। রাতেই বছর তেরোর ছাত্র সৌমেন, এবং গুলিবিদ্ধ আরও দুজন তাপস বাউড়ি ও টুলু খাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে। আহত দুই যুবক তাদের সমর্থক বলে দাবি বিজেপির।

বিজেপির তরফে রবিবার দিনভর আন্দোলনের পর সোমবার সকাল থেকে আহত ছাত্র সৌমেন বাউড়ির সহপাঠী, বন্ধুরা পুলিশের গুলি চালনার অভিযোগ তুলে আন্দোলন শুরু করেছে। ছাত্র ছাত্রীদের এই আন্দোলনকে স্কুলের শিক্ষকরাও সমর্থন জানিয়েছেন বলে জানা গেছে। তাই সকাল থেকেই পুরোপুরি থমকে গেছে কৃষ্ণনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের সাথে বচসায় পুলিশ, ভাঙল ব্যারিকেড

কলকাতা, ২৪ জুন (হি.স.): প্রাইমারি শিক্ষক সংগঠনের মিছিলকে কেন্দ্র করে হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরী হল প্রাইমারি শিক্ষক সংগঠন ও পুলিশেরঊ এর জেরে সোমবার সকালে কার্যত উত্তেজনা ছড়ায় ধর্মতলায়ঊ সর্বভারতীয় বেতনক্রম চালু করার দাবিতে এদিন উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মিছিল আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশঊ এর থেকেই ঝামেলার সূত্রপাতঊ

উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের (ইউইউপিটিডব্লিউএ) সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত মিছিল করার কথা ছিলঊ সেইমত সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যারে ধীরে ধীরে ৪০০০ প্রাথমিক শিক্ষক এসে যোগদান করেনঊ এরপরে শুরু হয় মিছিলঊ মিছিল এগোতেই ধর্মতলায় ব্যারিকেড দিয়ে পুলিশ তাঁদের আটকাতে চেষ্টা করেঊ এরপর পুলিশের সাথে বচসায় জড়িয়ে পরেন প্রাথমিক শিক্ষকরাঊ এরপর ব্যারিকেড ভেঙে ফেলে তারাঊ তখনই উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরী হয় ঊ

উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি সন্দীপ ঘোষ জানান, "সরকারি ক্ষেত্রে আমাদের বেতনক্রম বাড়ানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বেতনক্রম বাড়ানো হবে না বলে জানানো হয়েছেঊ আমরা এর আগেও এই ন্যায্য বেতন চেয়ে বহু মিছিল আন্দোলন করেছি"ঊ এই সংগঠনের দাবি, সর্বভারতীয় স্কেলে তাঁদের বেতন দেওয়া হোক। সন্দীপবাবু আরও বলেন, "আমরা শিক্ষামন্ত্রীর সাথে কথা বলেছিঊ আমরা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছিঊ সেই সঙ্গে পে কমিশনের আগেই পেরিভিশনের যে প্রক্রিয়া সরকার যে শুরু করেছে সেটা সঠিকভাবে রূপায়িত হোক"ঊ পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করে বলেন, ১৪ জন প্রাথমিক শিক্ষককে আন্দোলন করার কারণে দূরে বদলি করে দেওয়া হয়েছেঊ তাঁদের শীঘ্রই আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনার দাবিও জানান তাঁরাঊ

এই সংগঠনের সম্পাদক পৃথা বিশ্বাস বলেন, "আমরা বর্তমানে ৫৪০০ টাকা থেকে ২৫,৮২৬ হারে বেতন পাই। অর্থাৎ পে ব্যান্ড ২ স্কেলে বেতন পাচ্ছি। আমাদের দাবি সর্বভারতীয় বেতন কাঠামো অনুযায়ী ৯০০০ টাকা থেকে শুরু হয়ে ৪০৮০০ টাকা পর্যন্ত ঊ অর্থাত পে ব্যান্ড ৪ স্কেল"ঊ আমরা এই পে ব্যান্ড ৪ স্কেলে বেতন চাই। এর জন্য দরকার হলে ধরনায় বসবেন বলেও হুঁশিয়ারী দেয় এই সংগঠনঊ

দেশজুড়ে জলসঙ্কটে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ রাজ্যসভায়, পৃথক আলোচনার আহ্বান বেঙ্কাইয়ার

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.): তীব্র গরমে দেশজুড়ে জলসঙ্কট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ রাজ্যসভায়। সোমবার রাজ্যসভার অধিবেশনে সাংসদদের উদ্দেশ্য করে উপ-রাষ্ট্রপতি তথা চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেন, জলাভাবের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা নিয়ে পৃথক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এদিন বেঙ্কাইয়া নাইডু সকল সাংসদদের আহ্বান করে বলেন, গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য নোটিস দেওয়া উচিত সাংসদদের। তীব্র জলসঙ্কটে গোটা দেশ ভুগছে। এই প্রসঙ্গে জিরো আওয়ারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি সাংসদ সত্যনারায়ণ জেটিয়া রাজ্যসভায় বলেন, দেশের বেশির ভাগ রাজ্যেই জলসঙ্কট দেখা দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বেশির অংশ জলাভাবে ভুগছে। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবিলম্বে এর স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। জলশক্তি মন্ত্রক গড়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসাও করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বিজেপির আরও এক সাংসদ সরোজ পাণ্ডে বলেন, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে সরকার। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে। জল ছাড়া সমস্ত কিছু স্তব্ধ। জল সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সরোজ পাণ্ডে আরও বলেন, জল সংরক্ষণের নিয়ে জনগণের মধ্যে জন সচেতনতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন উপায় জল সংরক্ষণ যে করা যায় সেই বিষয়ে জনগণকে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। আসন্ন বর্ষায় জল সংরক্ষণ কি ভাবে করা যায়, তার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এর জন্য স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের গিয়ে আসতে হবে। জলসঙ্কট নিয়ে বিজেপি সাংসদ অশোক বাজপেয়ী বলেন, রাজধানী দিল্লি জলাভাবে ভুগছে। সমাজবাদী পার্টির তরফ থেকে রেবতি রমন সিং বলেন, দেশের বেশির রাজ্য জলসঙ্কটে ভুগছে। এর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। পাশাপাশি চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডুর বিষয়টি পৃথক আলোচনার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাতে সম্মতি জানিয়েছেন রাজ্যসভার বেশিভাগ সাংসদ।

'বিউটিফুল লাইফ'-এর হদিস দিতে হাজির ঋতুপর্ণা- টোটা

কলকাতা, ২৪ জুন (হি.স.) : ঋতু পর্ণা সেনগুপ্ত ও টোটা রায়চৌধুরী একসময়ের বড়পর্দার হিট জুটিঊতবে, বহু দিন তাঁদের একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে না দেখা গেলেও অনেকদিন বাদে ফের একই ফ্রেমে ঋতুপর্ণা- টোটার জুটি ঊ শুধু একই ফ্রেমেই নয় জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার চাবিকাঠি নিয়ে পরিচালক রাজু দেবনাথের নতুন ছবি 'বিউটিফুল লাইফ'-এ জুটি বাঁধছেন তাঁরা ঊ সেরিব্রাল অ্যাট্রোফিতে আক্রান্ত এক রোগীকে নিয়ে এগোবে 'বিউটিফুল লাইফ'-ছবির গল্প। রোগীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন দেবস্মিতা সেনগুপ্ত। আর সেই রোগীকে ঘিরে এগোবে ছবির গল্প ঊ ছবিতে দেখা যাবে এক চিত্রশিল্পী, এক ভাস্কর এবং এক বিজ্ঞানীকে। চিত্রশিল্পীর চরিত্রে রয়েছেন টোটা রায়চৌধুরী, ভাস্করের ভূমিকায় দেখা যাবে ঋতু পর্ণা সেনগুপ্ত।এই ধরনের চরিত্রে প্রথম দেখা যাবে ঋতুপর্ণাকে। এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা পরাণ

ছয়ের পাতায়

দুদিন পরেও খোঁজ মিলল না এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগীর

কলকাতা,২৪ জুন (হি.স): দক্ষিণ কলকাতার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল থেকে রোগী নিখোঁজ। দু''দিন হয়ে গেলেও খোঁজ মেলেনি রোগীর। ফলে ফের প্রশ্নের মুখে শহরের সরকারি হাসপাতালগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা।ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। শুক্রবার রাতে পেটে ব্যথা নিয়ে হসপিটালে ভর্তি হন বছর ৬০ বছর বয়সের হরি নস্কর। এরপর শনিবার দুপুরের ভিজিটিং আওয়ার্সে তাঁর পরিবারের লোকজন গিয়ে দেখেন বেডে নেই তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেন তাঁরা । তখন কর্তব্যরত নার্সরা তাঁদের জানান, দুপুর ২টো থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনার পর দুদিন পরও ওই রোগীর কোনও হদিস নেই ঊ যদিও যাদবপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত সম্ভাব্য স্থানে হরি নস্করকে খোঁজা হচ্ছে। ইতিমধ্যে যাদবপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন রোগীর পরিবার। হরি নস্করের পরিবারের অভিযোগ, এত পুলিশ, নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও কী করে একজন রোগী হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় ? রোগীর পরিবার সিসিটিভ ফুটেজ দেখতে চাইলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয় যে সিসিটিভি খারাপ। তাই কিছুই ধরা পড়েনি তাতে। রোগী নিখোঁজে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর।

দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লিতে হোটেলে অগ্নিকাণ্ড, হতাহতের কোনও খবর নেই

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কমছে না, বরং দিন দিন আরও বেড়েই চলেছেঊ ফের অগ্নিকাণ্ড রাজধানী দিল্লিতেঊ এবার আগুন লাগল দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির জামিয়া নগর এলাকায় অবস্থিত একটি হোটেলেঊ হোটলের রান্নাঘর থেকে আগুনের সূত্রপাতঊ তবে, আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় নিভিয়ে ফেলা হয়ঊ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ দিল্লি পুলিশ ও দমকলের পক্ষ থেকে

ছয়ের পাতায়

নারদ স্টিং অপারেশন তদন্ত : ম্যাথু স্যামুয়েলকে সিবিআই-এর তলব, হাজিরা দিতে হবে সোমবারই

কলকাতা, ২৪ জুন (হি.স.): নারদ স্টিং অপারেশন তদন্তে কিছু দিন আগেই ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করেছিল সিবিআই। হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল ২৪ জুন (সোমবার)। সেই মতো সোমবারই সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে হবে ম্যাথু স্যামুয়েলকে। সারদা-রোজভ্যালির মতো লগ্নি সংস্থার পাশাপাশি নারদ স্টিং অপারেশন তদন্তেও গতি বাড়িয়েছে সিবিআই।

নারদ স্টিং অপারেশন তদন্তের দ্বিতীয় দফায় জেরা করা হয়েছে রাজ্য পুলিশের বরখাস্ত হওয়া আইপিএস অফিসার সৈয়দ মহম্মদ হোসেন মির্জাকে। তলব করা হয়েছে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়কেও। এবার তলব করা হল ম্যাথু স্যামুয়েলকে। তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও বেশ কয়েকবার ম্যাথুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন গোয়েন্দারা। সিবিআই সূত্রের খবর, ম্যাথুকে জেরা করার পর, প্রয়োজন হলে আরও কয়েকজনকে নতুন করে ডাকা হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি : সোমবার রাজ্যব্যাপী বিজেপি-র বিক্ষোভ সমাবেশ

কলকাতা, ২৪ জুন (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার 'চরম অবনতির' প্রতিবাদ জানাতে সোমবার গোটা রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে বিজেপি। জেলায় জেলায় পুলিশ সুপারের দফতরের পাশাপাশি বিক্ষোভ হবে কলকাতাতেও। এদিন হাজরার মোড়ে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেবেন রাজ্য বিজেপি-র সহ-সভাপতি তথা সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রকুমার বসু এবং যুব নেতা দীপাঞ্জন বসু। ১টা থেকে ৪টে পর্যন্ত চলবে এই বিক্ষোভ।

লালবাজার সূত্রের খবর, ওই সময় রাসবিহারি অ্যাভিনিউ থেকে এসপি মুখার্জি রোডগামী বিভিন্ন রুটের বাস ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে। বেলা চারটায় বিজেপি-র রাজ্য নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার ও শশী অগ্নিহোত্রীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ সমাবেশ হবে সিআইটি রোডে, ডিসি ইএসডি অফিসের সামনে। ১১টা থেকে ১টা বিটি রোডে বারাকপুর কমিশনারেটের সামনে বিক্ষোভ হবে বিজেপি-র রাজ্য নেতা শমিক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে। এ ছাড়াও দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও বিভিন্ন পর্যায়ের নেতানেত্রীরা বিক্ষোভ দেখাবেন অন্তত ৩৪টি স্থানে। এ ব্যাপারে দলের তরফে বিশদ তালিকা পেশ করা হয়েছে।

কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা : দিল্লির আদালতে মুলতুবি স্থগিতাদেশের শুনানি, ২৬ জুন সাক্ষ্যগ্রহণের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ (আম আদমি পার্টি) সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতা বিজেন্দর গুপ্তার করা মানহানি মামলায় সোমবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্টে মুলতুবি হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই মামলায় বিজেন্দর গুপ্তার স্থগিতাদেশের শুনানি। এই মামলায় আগামী ২৬ জুন সাক্ষ্যগ্রহণের নির্দেশ দেয় আদালত। উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে এই একই মামলার শুনানি আগামী ২৬ জুন পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়েছে।

এর আগে গত ৬ জুন মামলার শুনানি শেষে অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সমর বিশাল, বিজেপি নেতা বিজেন্দর গুপ্তা ও তাঁর সাক্ষীদের বিবৃতির তারিখ হিসাবে ২৪ জুন নির্ধারণ করেন। এদিন এই মামলায় দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্টে বিজেন্দর গুপ্তার স্থগিতাদেশের শুনানি আগামী ২৬ জুন পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গেল। আগামী ২৬ জুন দিল্লির এই আদালতেই গুপ্তা ও তাঁর সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে। প্রসঙ্গত, বিজেপি নেতা বিজেন্দর গুপ্তা আপ সুপ্রিমো সহ উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। তাঁর অভিযোগ, আপ প্রধানকে হত্যার 'ষড়যন্ত্র' করার মিথ্যে অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে 'দোষারোপ' করে তাঁদের ভাবমূর্তি খারাপ করেছেন কেজরিওয়াল ও সিসোদিয়া।

নন্দকুমারে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু ব্যবসায়ীর, হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়কে বাড়ছে যানবাহন-দৌরাত্ম্য

হলদিয়া, ২৪ জুন (হি.স): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমারে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল একজন ব্যবসায়ীর। রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়কের উপর দক্ষিণ শ্রীকৃষ্ণপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। নিহত ব্যবসায়ীর নাম হল, অলোক পাল (২৬)। পেশায় ভুষিমাল দোকানদার আলোকবাবুর বাড়ি নন্দকুমার থানার অন্তর্গত মান্দারগেছিয়া গ্রামে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রবিবার রাত দশটা নাগাদ দক্ষিণ শ্রীকৃষ্ণপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় তমলুক থেকে দ্রুত গতিতে আসা মালবোঝাই একটি লরি ওই ব্যবসায়ীকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। দোকান বন্ধ করে সেই সময় বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। বাড়ি যাওয়ার পথেই একটি লরি তাঁকে পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘাতক লরিটিকে ধরতে পারা যায়নি। পরে নন্দকুমার থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, প্রতিদিন রাত আটটার পর থেকেই হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়কের উপর মালবোঝাই লরির দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকে। আইনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়েই বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে পণ্যবোঝাই লরি। সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করতে ভীষণ ভয় হয়। আর এই লরির দৌরাত্ম্যের কারণেই অকালেই প্রাণ হারালেন আলোকবাবু। বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চলাচল রুখতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

তারকেশ্বরে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা : গ্রেফতার দু''জন বিজেপি কর্মী, ব্যাপক উত্তেজনা

হুগলী, ২৪ জুন (হি.স.): ফের রাজনৈতিক হিংসা বঙ্গভূমিতে। এবার ঘটনাস্থল হুগলী জেলার তারকেশ্বর। রবিবার রাতে তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত তারকেশ্বর পৌরসভার তিন নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী তারকনাথ সাউ ও তাঁর প্রতিবেশীর বাড়িতে হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয় বাড়ির আসবাবপত্র। মারধর করা হয় ক্যান্সার আক্রান্ত তারকনাথ সাউ ও তাঁর ছেলেকে। বাড়ির মহিলাদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ও তারকনাথ সাউ-এর প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে রাতেই ওই এলাকায় যান হুগলী জেলা তৃণমূলের আহ্বায়ক দিলীপ যাদপ-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা। আহতদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সোজা চলে যান তারকেশ্বর থানায়। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে শুরু হয় পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ। পরে রবিবার রাতেই গ্রেফতার করা হয় দু''জন বিজেপি কর্মীকে। এদিকে, ধৃত বিজেপি কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সোমবার সকালে তারকেশ্বর থানার সামনে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা।

তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত তারকেশ্বর পৌরসভার তিন নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তারকনাথ সাউ। তাঁর কথায়,

ছয়ের পাতায়

বালাকোটের পর ভারতীয় আকাশ সীমা লঙ্ঘন করতে ব্যর্থ হয় পাকিস্তান : ধানোয়া

গোয়ালিয়র, ২৪ জুন (হি.স.): বালাকোটে এয়ারস্ট্রাইকের পর থেকে ভারতীয় আকাশ সীমা লঙ্ঘন করতে পারেনি পাকিস্তান। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই দাবি করলেন বায়ুসেনা প্রধান বীরেন্দ্র সিং ধানোয়া। এদিন গোয়ালিয়রে বায়ুসেনা ঘাঁটিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বায়ুসেনা প্রধান বলেন, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের বালাকোটে এয়ারস্ট্রাইকের পর ২৭ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় আকাশ সীমা লঙ্ঘন করতে চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। ভারতীয় বায়ুসেনার লক্ষ্য ছিল জঙ্গিঘাঁটিগুলি গুড়িয়ে দেওয়া। অন্যদিকে পাকিস্তানের লক্ষ্য ছিল আমাদের সেনা শিবিরের উপর আঘাত হানাঊ নিজের লক্ষ্যে ভারতীয় বায়ুসেনা সফল হলেও, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখা লঙ্ঘন করার সাহস দেখায়নি। ২৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের এফ-১৬ বিমানের সঙ্গে মিগ-২১ বাইসনের যে সম্মুখ সমর যাকে বায়ুসেনার পরিভাষায় ডগ-ফাইট বলা হয় সেই প্রসঙ্গ তুলে বীরেন্দ্র সিং ধানোয়া বলেন, ভারতের হাতে রাফাল থাকলে এর ফলাফল অন্যরকম হত।

উল্লেখ করা যেতে পারে সেই দিনের ডগ-ফাইটে পাকিস্তানের এফ-১৬ বিমানকে গুঁড়িয়ে দেন মিগ-২১ বাইসনের পাইলট অভিনন্দন বর্তমান। যদিও, পরে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর হাতে ধরা পড়তে হয় তাঁকে। পাকিস্তান নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বায়ুসেনা প্রধান বলেন, আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়াটা পাকিস্তানের সমস্যা। ভারতের অর্থনীতি শক্তিশালী ও বড়। সে ক্ষেত্রে আকাশ পথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই বায়ুসেনা কখনই আকাশ পথ অসামরিক বিমান পরিষেবা কখনও বন্ধ করেনি। শুধুমাত্র ২৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীনগরের আকাশ পথ দুই-তিন ঘন্টার জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। কার্গিল যুদ্ধে মিরাজ যুদ্ধবিমানের সাফল্যের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বায়ুসেনা প্রধান বলেন, যুদ্ধ যারা জয় করেছে, তাদের পাশে আমরা রয়েছি। পাকিস্তানের দৃশ্যমানতার বেশি পাল্লার কোনও ক্ষেপণাস্ত্র নেই। চমকে দেওয়ার বিষয় থাকলে সফল আপনি হবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, বালাকোটে এয়ারস্ট্রাইকের পর ২৮ জুন পর্যন্ত ভারত থেকে আসা সমস্ত রকমের বিমানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল পাকিস্তান। মার্চে আংশিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

ধূপগুড়িতে মিড ডে মিলে দুধ ভাতের সঙ্গে আম খাওয়ালেন মাস্টারমশাই

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে মিড ডে মিলে দুধ ভাত আর সঙ্গে একেকটা আস্ত হিমসাগর আম খাওয়ালেন স্কুলের মাস্টারমশাই। ধূপগুড়ির বারোঘড়িয়া বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের থালায় খিচুড়ি নেই, সয়াবিন নেই. বরং রয়েছে দুধভাত। তার সঙ্গে ছিল একটা আম। স্কুলের টিচার ইনচার্জ জয় বসাক। বরাবরই একটু অন্যরকম ভাবেন। সে ছোটদের শিক্ষাই হোক, আর খাবার। যা কিছু নতুন তাই টানে ছোটদের, বেশ বুঝতে পারেন তিনি। মিড ডে মিলের জন্য যা সরকারি বরাদ্দ, তাতে প্রতিদিনের খিচুড়ি আর সপ্তাহে দু বা তিনদিন ডিম, এর বেশি কিছু করা যায় না। তাই নিজের পকেটে হাত পড়ে যায় হামেশাই। তিনি একা নন, স্কুলে তাঁকে নিয়ে মোট ছ'জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। পড়ুয়াদের একঘেয়েমি কাটাতে মাঝেমধ্যেই নিজেরা চাঁদা তোলেন। আর এমন দুধ আমের আয়োজন।

জয়বাবু বলেন, "আমার স্কুলের ১২২ জন পড়ুয়ার মধ্যে বেশিরভাগ ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার। এবং অত্যন্ত গরিব পরিবারের। তাদের পক্ষে ৫০ টাকা কিলো আম কিনে খাওয়া মুশকিল। তাই স্কুলের বরাদ্দের সঙ্গে আমরা কিছু টাকা মিলিয়েই এই আয়োজন।" জানা গেল, মাঝেমধ্যেই খিচুড়িকে বাই বাই করেন তারা। তেতোর ডাল, নিমপাতা ভাজা, ডিমের কসা, মাশরুম এ সবও এসে যায় প্রতিদিনের খাবারে। জয়বাবু বলেন, "জানেন, বছর চারেক আগেও পড়ুয়াদের স্কুলে উপস্থিতির হার ছিল ৫০ শতাংশ। গত দেড় বছর ধরে মিড ডে মিলে কী করে নতুনত্ব আনব, তাই নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করি। হাতে হাতে ফল মিলেছে। এখন প্রতিদিন উপস্থিতির হার থাকে প্রায় ৮০ শতাংশ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জলসঙ্কটের জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করে জেল ভরোর হুঁশিয়ারি স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ২৪ জুন (হি.স.) : গোটা তামিলনাড়ু জুড়ে জলসঙ্কটের জন্য রাজ্যের শাসকদলকে দায়ী করলেন ডিএমকে সভাপতি এম কে স্ট্যালিন। জলসঙ্কটের সমস্যাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী কে পালানিস্বামী। জীবনধারণের প্রাথমিক চাহিদা হচ্ছে জল। দুঃখের বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর কোনও সাধারণ জ্ঞান নেই বলে দাবি করেছেন এম কে স্ট্যালিন। জলসঙ্কট মোকাবিলা করতে উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হলে 'জেল ভরো' আন্দোলনের হুশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। এদিন এক বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এম কে স্ট্যালিন বলেন, পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে স্কুলগুলিতে কোনও জল নেই।

রয়

সাতের পাতার পর।।

পারফরমার।"

রয় না ফেরায় সম্ভবত ওপেনিংয়ে আরেকটা সুযোগ পাবেন জেমস ভিন্স। আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দলকে ভালো শুরু এনে দিতে পারেননি তিনি। দুটি ম্যাচে করেন যথাক্রমে ২৬ ও ১৪ রান।

বাংলাদেশ

সাতের পাতার পর।।

তামিম ৩৬, সাকিব ৫১, মুশফিক ৮৩, সৌম্য ৩, মাহমুদউল্লাহ ২৭, মোসাদ্দেক ৩৫, সাইফ ২*; মুজিব ১০-০-৩৯-৩, দৌলত ৯-০-৬৪-১, নবি ১০-০-৪৪-১, গুলবাদিন ১০-১-৫৬-২, রশিদ ১০-০-৫২-০, রহমত ১-০-৭-০)।

আফগানিস্তান: ৪৭ ওভারে ২০০ (গুলবাদিন ৪৭, রহমত ২৪, শাহিদি ১১, আসগর ২০, নবি ০, শিনওয়ারি ৪৯*, ইকরাম ১১, নাজিবউল্লাহ ২৩, রশিদ ২, দৌলত ০, মুজিব ০*; মাশরাফি ৭-০-৩৭-০, মুস্তাফিজ ৮-১-৩২-২, সাইফ ৮-০-৩৩-১, সাকিব ১০-১-২৯-৫, মিরাজ ৮-০-৩৭-০, মোসাদ্দেক ৬-০-২৫-১)।

ফল: বাংলাদেশ ৬২ রানে জয়ী

ম্যান অব দা ম্যাচ: সাকিব আল হাসান

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছে ধোঁয়াশা। উঁকি দিচ্ছে নানা প্রশ্ন। পুলিশি সঠিক তদন্তেই বেরিয়ে আসুক আসল রহস্য সেটাই চাইছে সকলে।

বিবাদ

● প্রথম পাতার পর

বিশ্বাসের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি। ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা, প্রত্যেক নাগরিকদের জন্য পাকা বাড়ি, বিদ্যুৎ সংযোগ, শৌচাগার, জল বন্টন আমাদের লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গরিবদের কাজ করে চলেছেন। কেন্দ্রের সমস্ত প্রকল্পই গরিব মানুষের জন্য। ২০১৪ সালে বিজেপির ভোটের শতাংশ যেখানে ৩১.৩ ছিল সেখানে ২০১৯-এর নির্বাচন তা বেড়ে হয়েছে ৩৯ শতাংশ। ২০১৪তে আসন বিজেপি জিতেছিল ২৮২ আসনে। ২০১৯ বিজেপি জিতেছে ৩০৩ আসনে।

ঋতুপর্ণা- টোটা

পাচের পাতার পর

বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। ছবিতে বিজ্ঞানীর চরিত্র ঘিরে আছে টুইস্ট। তাই এখনই বিজ্ঞানীর চরিত্র নিয়ে খোলসা করে কিছু জানতে নারাজ ছবির টিম। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে ছবির শুটিং। তবে,ছবি মুক্তির বিষয়ে এখনই কিছু জানাতে নারাজ পরিচালক।

ছবির প্রসঙ্গে পরিচালক রাজু দেবনাথের বলেন, 'প্রতিটি মানুষ চান নিজের জীবন সুন্দর হোক। আর নিজের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার চাবিকাঠি কিন্তু মানুষের হাতেই রয়েছে। সেই 'বিউটিফুল লাইফে' পৌঁছানোর হদিশ দেবে এই ছবির গল্প। দুই শিল্পীর প্রেম-ভালবাসা, তাঁদের নিজেদের মতো করে খুঁজে নেওয়া জীবনের সংজ্ঞা — এসবই 'বিউটিফুল লাইফ' কাহিনির মূল বিষয়বস্তু'।

হতাহতের কোনও খবর নেই

পাচের পাতার পর

জানানো হয়েছে, সোমবার দুপুর ১২.৪০ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির জামিয়া নগর এলাকায় অবস্থিত একটি হোটলে আগুন লাগেঊ ওই হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত রান্নাঘর, রান্নাঘর থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়েঊ দুপুর ১২.৪৫ মিনিট নাগাদ দমকলে ফোন করা হয়ঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনঊ দমকল কর্মীদের ততরতায় দুপুর ১.২৫ মিনিট নাগাদ আয়ত্তে এসেছে আগুনঊ কীভাবে আগুনের সূত্রপাত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেঊ দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত

ব্যাপক উত্তেজনা

পাচের পাতার পর

রবিবার রাত আটটা নাগাদ আচমকা একদল দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে হামলা চালায়। হামলা চালানো হয় তারকবাবুর প্রতিবেশীর বাড়িতেও। ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয় বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র। হামলাকারীদের বাধা দিতে গিয়ে প্রহৃত হন তারক বাবু ও তাঁর ছেলে। তারকবাবু ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া সত্বেও তাঁকেও রেয়াত করেনি হামলাকারীরা। তারকবাবু ও তাঁর ছেলেকে ছাড়াও, বেধরক মারধর করা হয় বাড়ির মহিলাদেরও। এর পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। খবর পেয়ে রাতেই ওই এলাকায় যান হুগলী জেলা তৃণমূলের আহ্বায়ক দিলীপ যাদপ-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা। আহতদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সোজা চলে যান তারকেশ্বর থানায়। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে শুরু হয় পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ। পুলিশের আশ্বাস পাওয়ার পর শান্ত হন তাঁরা। রবিবার রাতেই গ্রেফতার করা হয় দু"জন বিজেপি কর্মীকে। আহতরা বর্তমানে তারকেশ্বর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই হামলার নেপথ্যে জড়িত। যদিও, বিজেপির পক্ষ থেকে নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। বিজেপির পাল্টা দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

উত্তর অস্ট্রেলিয়াও

তিনের পাতার পর

জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার শক্তিশালী ভূকম্পন অনুভূত হয় ইন্দোনেশিয়ার বান্দা সমুদ্র ও তীরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকায়ঊ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ২০৮ কিলোমিটার (১২৯ মাইল) গভীরেঊ

শক্তিশালী ভূমিকম্পের জেরে কেঁপে ওঠে ঘর-বাড়িঊ আতঙ্কে প্রাণভয়ে বহু মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ানঊ যদিও, শক্তিশালী ভূমিকম্প সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ ইন্দোনেশিয়ায় অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পের জেরে কেঁপে ওঠে উত্তর অস্ট্রেলিয়াও

৪০ জন যাত্রী

তিনের পাতার পর

মধ্যে বেশ কয়েকজনের আঘাত গুরুতরঊ আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে আটক করেছে পুলিশঊ তবে, চালক ও কন্ডাক্টর পলাতকঊ

পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার রাতে কলকাতার ধর্মতলা থেকে দিঘা অভিমুখে রওনা দেয় একটি বেসরকারি বাসঊ সোমবার ভোররাত তিনটে নাগাদ মারিশদা থানার অন্তর্গত গয়াগিরির কাছে ১১৬-বি জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি উল্টে যায়ঊ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রায় ৪০ জন যাত্রীঊ কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশঊ যদিও যাত্রীদের অভিযোগ, মত্ত অবস্থায় বেপরোয়া গতিতে বাস চালানোর কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছেঊ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের চালক ও কন্ডাক্টরের খোঁজে পুলিশ

টেট-এ দূর্নীতি নিয়ে বিধানসভায় সরব সুজন

কলকাতা, ২৪ জুন (হি. স.) : টেট পরীক্ষায় দূর্নীতি নিয়ে রাজ্যের বিধানসভা অধিবেশনে সরব হল সিপিএম। সোমবার দলের পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী শিক্ষামন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, "এ ব্যাপারে কত অভিযোগ পেয়েছেন? কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?" জবাবে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া আর আইন সরলীকরণের আশ্বাস দেন।

এদিন অধিবেশনে সুজনবাবুর প্রশ্ন ছিল, "২০১১ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত এ রাজ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তিনজন শিক্ষক বছরভিত্তিক নিয়োগ হয়েছে? জবাবে শিক্ষামন্ত্রী কিছু নির্দিষ্ট তথ্য অধিবেশনে পেশ করেন। সুজনবাবু বলেন, তার মানে মাধ্যমিক স্তরে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে গত ৮ বছরে। এই সময়কালে অবসরও নিয়েছেন প্রায় তত। ২০০৯-এর শিক্ষার অধিকার আইনে প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক ও পড়ুয়ার অনুপাত ১ঃ৩৫ করার কথা। এই অনুপাত এ রাজ্যে কতটা মানা গিয়েছে? শিক্ষামন্ত্রী বিশদ তথ্য দাখিল করে দাবি করেন প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ুয়ার এই তিন অনুপাত শিক্ষকপিছু যথাক্রমে প্রায় ৪২, ৪১ এবং ৫৩। এই সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী স্বীকার করেন, বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষক-পড়ুয়ার এই অনুপাত বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এমনও আছে যে কোথাও ছাত্র ৪ জন তো শিক্ষক ৬ জন। এ সব একটা নিয়মনীতিতে বাঁধার চেষ্টা করছি।

টেট-এর দূর্নীতি প্রসঙ্গে সুজনবাবুর প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী আইনি সমস্যার কথা জানালে সুজনবাবু পাল্টা উত্তর দেন, নিয়োগে দূর্নীতি না থাকলে আদালতের হস্তক্ষেপ এড়ানো সম্ভব হত। আমাদের আমলেও নিয়োগ নিয়ে মামলা ছিল। তার মধ্যেও শিক্ষক-নিয়োগ আটকে থাকেনি। দূর্নীতি নিয়ে সংবাদপত্রের অভিযোগের সবটাই সত্যি, এমন ভাবার কারণ নেই। এই দাবী করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "আপনাদের আমলে, মানে ২০১০-'১১র আগে কিএ সবে দূর্নীতি ছিল না? আগে টিভি-র এত চ্যানেল ছিল না, ধরা পড়ত না। এখন টিভি দ্রুত দেখিয়ে দিচ্ছে। আর আমি তো শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিই না।

সুপ্রিম কোর্টের

● প্রথম পাতার পব

হাসপাতালগুলিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো রয়েছ কিনা সেসব বিষয়ে সাত দিনের মধ্যে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে। ১০ দিন পর ফের মামলার শুনানি। অন্যদিকে, অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোমে রোগীমৃত্যুর প্রভাব এসে পড়ল পশ্চিমবঙ্গেও। এইএস-এ আক্রান্ত হয়ে শতাধিক রোগীমৃত্যুর প্রতিবাদে এদিন কলকাতার রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এসইউসিআই।

পুলিশ সদর

● প্রথম পাতার পর

থানার পুলিশ জানিয়েছে, গত রাতে ওই চিকিৎসকের চেম্বারে চোরের দল হানা দিয়েছিল। তারা চেম্বারে রাখা নগদ ৪০ হাজার নিয়ে গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আজ সকালে চেম্বার খুলে বিষয়টি টের পান ডা. অমিতাভ বণিক। সঙ্গে সঙ্গে তিনি থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে দেখে, চেম্বারের সমস্ত কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তাতে ধারণা করা হচ্ছে, নগদ টাকা ছাড়া অন্য কিছু চুরি হয়নি। পুলিশ এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। তবে, এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

হাইকোর্টের

● প্রথম পাতার পর

বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে ওই শিক্ষকদের নিয়মিত বেতনক্রম সহ চাকুরির পূর্ণ মেয়াদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ দেন। ৩ মাসের মধ্যে রায় কার্যকর করারও নির্দেশ দিয়েছিল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। কিন্তু, শিক্ষা দপ্তর এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। তাই ত্রিপুরা হাইকোর্ট শিক্ষা দপ্তরকে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করেছে।

সাব্রুমে

● প্রথম পাতার পর

কোনও ত্রুটি রয়েছে কিনা তা দেখেন ইঞ্জিনিয়াররা। তাঁরা সবুজ সঙ্কেত দেওয়ার পর এই লাইনে চালানো হল ইঞ্জিন।

রবিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ পর-পর দুটি ইঞ্জিন একটি করে বগি নিয়ে পৌঁছে সাব্রুম স্টেশনে। তা দেখতে এদিন স্টেশন চত্বরে উৎসাহী জনতার ভিড় উপচে পড়ে। এর পর পাথর নিয়ে ঢুকবে মালবাহী ট্রেন, রেলওয়ের ভাষায় যাকে বলা হয় ব্যালেন্স ট্রেন। পরীক্ষামূলক এই ট্রেনগুলি চলাচলের পর সিআরএস-এর অনুমোদন পেলে খুব শীঘ্রই শুরু হবে যাত্রীবাহী ট্রেন। রেলওয়ে সূত্রের খবর, আগামী ২৯ জুন হবে সিআরএস পর্যবেক্ষণ।

আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইনের দৈর্ঘ্য ১১৪ দশমিক ২ কিলোমিটার। এর মধ্যে বিলোনিয়া পর্যন্ত ৭৫ কিলোমিটার রাস্তা আগেই নির্মাণ হয়েছে। এমন-কি ট্রেন পরিষেবাও চালু হয়ে গেছে। বিলোনিয়া-সাব্রুম রেলপথে জুলাইবাড়ির মাঝখানে টানেল নির্মাণে প্রাকৃতিক কারণে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে রেলওয়ে নির্মান সংস্থাকে। এই টানেলটি ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে দীর্ঘ টানেল, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০০ মিটার।

আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেলপথ নির্মানের কাজ শুরু হয়েছিল ২০১০ সালে। তখন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ২০২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সমাপ্ত হবে কাজ। কিন্তু, প্রায় ৯ মাস আগে সাব্রুমে ট্রেন পৌঁছে দিয়ে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলেওয়ে নজির স্থাপন করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। যাত্রী ভিড়ের কথা চিন্তা করেই উদয়পুর, বিলোনিয়া এবং সাব্রুম রেল স্টেশন বড় আকারে নির্মাণ করা হয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানান এনএফ রেলওয়ের ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাকেশ কুমার, কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার কোটেশ্বর পানওয়ালা এবং সিনিয়র কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার হেমচন্দ্র বরা।

তাঁরা আরও জানান, আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত দূরত্ব ১১৫ কিলোমিটার। এই পথে বড় আকারে সেতু রয়েছে ৪০টি। এর মধ্যে বিলোনিয়া থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রয়েছে ১৩টি সেতু। সাধারণ পথচারী ও যান চালকদের কথা চিন্তা করে নতুন ভাবনা নিয়ে কাজ করেছেন রেল কর্তৃপক্ষ। আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণে একটিও লেবেল ক্রসিং রাখা হয়নি, রোড ওভার ব্রিজ এবং রোড আন্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে ৬৪টি। যাতে ট্রেনের গতিও ঠিক থাকবে, ট্রাফিক জ্যামও হবে না এবং সবচেয়ে বড় বিষয় দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে।

এদিকে এক সূত্র জানিয়েছে, সাব্রুম পর্যন্ত রেলওয়ে পরিষেবার উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। সাব্রুম রেলস্টেশন থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব মাত্র ৭৬ কিলোমিটার। আর এই চট্টগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করেই ত্রিপুরাকে উত্তরপূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার করার যে পরিকল্পনা করছে কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি সরকার। যা আজ আরও একধাপ এগিয়ে গেল। এটি আগামীদিনে খুব সম্ভবত ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় এবং ব্যস্ত রেল স্টেশনে রূপ পাবে, এমন-কি হতে পারে আন্তর্জাতিক রেলওয়ে স্টেশন। কারণ ওপারে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রামগড় পর্যন্ত রেলপথ রয়েছে। যদিও এই রুটে এখন ট্রেন চলাচল বন্ধ। এই রেল স্টেশনটি চালু হয়ে গেলে চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করে ত্রিপুরা রাজ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বাড়বে।

নতুন সংগঠন

আটের পাতার পর

পালন করা হয়। সাফাই অভিযান শেষে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমস্ত রোগীদের মধ্যে ফল, মিষ্টি বিতরণ করেন তারা। সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রদীপ কুমার দে জানান, দেশের বর্তমান রাষ্ট্রবাদী সরকারের শাসনে সকল স্তরের সরকারি কর্মচারীরা পেয়েছে যোগ্য সম্মান। এই সংগঠন আগামীদিনে আরও বড় আকারে সামাজিক কাজে এগিয়ে আসবে বলে তিনি জানান।

চলছে প্রস্তুতি

আটের পাতার পর

তথ্য দিতে গিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গণেশ তামুলি এবং সম্পাদক রঞ্জিত বর্মণ জানান, সারা অসম আন্তঃজেলা সিনিয়র বক্সিং প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ৩৩টি জেলার প্রায় দুশো খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করবেন। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকবেন জাতীয় স্তরের প্রায় ৫০ জন কর্মকর্তা। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নলবাড়ির উদীয়মান বক্সারদের প্রেরণা জোগাবে বলে মনে করেন তাঁরা।

চার দিবসীয় বক্সিং প্রতিযোগিতার কার্যসূচির তথ্য দিয়ে গণেশ তামুলি এবং রঞ্জিত বর্মণ জানান, ৬ জুলাইয়ের সন্ধ্যায় এ উপলক্ষ্যে গড়া শিবিরের উদ্বোধন, খেলোয়াড়দের নাম রেজিস্ট্রেশন, প্রশিক্ষক এবং ম্যানেজারের বৈঠক হবে। এবাবে ৭ জুলাই সকালে প্রতিযোগিতার পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তর্পণ, শহিদ তর্পণ, বিকেল তিনটায় বক্সিং প্রতিযোগিতার সূচনা করবেন মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি। ৮ জুলাই সারা দিন চলবে প্রতিযোগিতা। ৯ জুলাই দিনের প্রথম দিকে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিকেলে স্মরণিকা উন্মোচন, সংবর্ধনা এবং পুরস্কার বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সন্ধ্যার পর শুরু হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে সুরমা ও করমছড়া মন্ডলের নতুন সভাপতি দ্বয়ের নাম ঘোষণা করেন বিজেপির ধলাই জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক পরিমল দেববর্মা। নাম ঘোষণার পর নতুন মন্ডল সভাপতিদের স্বাগত জানান তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা সভাপতি পরিমল দেববর্মা জানান দলের সংবিধান অনুযায়ী তিন বছর পর পর পদ পরিবর্তন হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে সুরমা ও করমছড়া মণ্ডলের সভাপতি পরিবর্তন করা হয়েছে।

এদিকে, সুরমা মন্ডলের সভাপতি পরিবর্তন করার পর মরাছড়া পার্টি অফিসে কিছু ক্ষুব্ধ কর্মী সমর্থক ভাঙচুর চালায় এবং পার্টি অফিসে তালা দিয়ে দিয়েছে। যদিও এই ব্যাপারে ধলাই জেলা কমিটির তরফ থেকে কোন নেতৃত্ব মুখ খুলতে নারাজ।

ছাত্রছাত্রীদের

● প্রথম পাতার পব

কিংবা পিপিপি মডেলে পরিচালিত হবে।

রাজ্য সরকার কনস্ট্রাকশান ইনড্রাস্টি ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিলকে বাজার পরীক্ষা নীরিক্ষা করার জন্য বলেছে। আগামী ৫ বছরে যুব সম্প্রদায়ের জন্য জরুরি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে একটি রিপোর্ট জমা দিতে তাদের বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রস্তাব আকারে তুলে ধরার জন্যও কাউন্সিলকে বলেছে রাজ্য সরকার। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য মিলবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, কাউন্সিলের রিপোর্টের ভিত্তিতে ওই ছয়টি কলেজ আরও উন্নত কিংবা কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হতে পারে। তবে, সমস্ত পদক্ষেপ ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত এবং তাদেরকে বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তিনি বুঝতে পেরেছেন, দুষ্কৃতীরা বাইরে থেকে এসে সন্ত্রাস চালিয়েছে। কিছু কিছু লোককে যেমন শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেছে আবার অনেকের ঘরের সামগ্রীও লুটপাট তারা করেছে বলে অভিযোগ করেন সরকার। শাসকদলের নেতৃবৃন্দ যদি এই সব বন্ধে উদ্যোগী না হয় তবে তা চলতে থাকবে বলেও মত ব্যক্ত করেন মানিক সরকার।

তিনি কি বিষয়টি নিয়ে সরকার পক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন? সাংবাদিকদের তরফে এই প্রশ্ন করা হলে মানিক সরকারের উত্তর, এ-সব ঘটনার বিষয়ে রোজ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। সরকার তো এগুলি দেখছে, কিন্তু সমস্যা হলো, সরকারের সঙ্গে এ-সব কথা নিয়ে আলোচনা করতে চাইলেও সরকার কথা বলতে রাজি নয়, অভিযোগ করেন তিনি। সেই সঙ্গে আবেদন জানান এ-সব হামলা-হুজ্জতি বন্ধ করার জন্য।

শুরু রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

ভক্তিকমল বৈষ্ণব বলেন, পুণ্য তিথি দেখে রথে নতুন রং লাগানোর কাজ শুরু হয়। পাশাপাশি, রথ উৎসবকে ঘিরে অন্যান্য প্রস্তুতিও আজ থেকে শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, জগন্নাথ দেবের আরাধনায় রথযাত্রা উৎসব এ রাজ্যেও উদযাপিত হচ্ছে প্রতিবছর। পুরীর মতো বিরাট কলেবরে না হলেও, ত্রিপুরায় দেশ বিদেশের ভক্তকুল এই রথযাত্রায় অংশ নিতে আসেন। তিনি জানান, সাতদিন ধরে জগন্নাথজিউ মন্দিরে বিরাট আয়োজন করা হয়। দেশ-বিদেশের ভক্তদের সমাগমে এই উৎসব আরও রঙিন হয়ে উঠে, দাবি করেন তিনি।

স্বামী ভক্তিকমল বৈষ্ণবের কথায়, আগামী ৪ জুলাই দুপুরে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে রথযাত্রা শুরু হবে। আগরতলায় বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় মন্দিরে ফিরবে। তিনি জানান, ওইদিন রথের দড়ি টেনে পুণ্যলাভের আশায় প্রচুর মানুষ রাস্তায় হাজির হন। তেমনি, মেলায় অংশ নিতেও প্রচুর সমাগম ঘটে। তিনি বলেন, এই রথযাত্রাকে ঘিরে উৎসবে মেতে উঠেন সমগ্র রাজ্যবাসী।

ডেপুটি গভর্নর

● প্রথম পাতার পর

কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় ছ"মাস আগেই ইস্তফা দিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র ডেপুটি গভর্নর বিরল আচার্য। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে দেওয়া হয়নি বলে কেন্দ্রকে বিঁধেছিলেন প্রাক্তন গভর্নর উর্জিত প্যাটেল। উর্জিতের পাশে দাঁড়িয়ে শীর্ষ ব্যাঙ্ককে স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষে জোরালো সওয়াল করতে গিয়ে কেন্দ্রকে এক হাতও নিয়েছিলেন ডেপুটি গভর্নর বিরল আচার্য। এবার বিরল নিজেই ইস্তফা দিয়ে দিলেন। এর আগে অরবিআই-কে জোরালো ধাক্কা দিয়ে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ইস্তফা দিয়েছিলেন উর্জিত প্যাটেল। ২০২০-র ফেব্রুয়ারিতে বিরলের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। আগস্টেই নিউ ইয়র্কের স্টার্ন স্কুল অব বিজনেস-এ ফিরে যাচ্ছেন বিরল। কিন্তু, তাঁর যাওয়ার কথা ছিল আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে।কিন্তু তার আগেই বিরলের ইস্তফা বেশ কয়েকটি প্রশ্ন তুলে দিল।

দালালকে

● প্রথম পাতার পর

বেগম যখন বাড়িতে ফেরার জন্য মন আকুল হয়ে ওঠে তখন তাকে মারধর করতে থাকে। এভাবে যখন দুটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন হঠাৎ বাড়িতে ফেরার জন্য আকুল হওয়ায় তাকে কয়েকজন মিলে মারধর করে আহত করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে। আর সেখান থেকেই সকলের অলক্ষ্যে ওই মহিলা পালিয়ে যায়। সুদূর রাজস্থানের রিনজা খানি গ্রাম থেকে পালিয়ে অজানা ট্রেনে উঠে এক সপ্তাহ পূর্বে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে নিজ বাড়িতে ফিরে আসে।

কদমতলার নিজ বাড়িতে এসেই তিনি প্রথমে অপহরণকারী রশিদ আলী ওরফে বটুলের বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় লিখিত একটি মামলা করেন।তারপর অপহরণকারী রশিদ আলী ওরফে বটুলকে কদমতলা বাজারে দেখতে পেয়ে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় থানায় নিয়ে যান মিনারা বেগম। বর্তমানে অপহরণকারী ওই দালাল রশিদ আলীকে জেলা আদালতে সোপর্দ করেছে কদমতলা থানার পুলিশ। সাথে অপহরণ কাণ্ডে ব্যবহৃত টিআর০২/এ/২৫২৩ নম্বর অটোটিও আটক করেছে কদমতলা থানার পুলিশ। সেই বিষয়ে কদমতলা থানায় একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়। মামলার নম্বর ৩৬/১৯। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬/৩৪ আইপিসি ধারায় মামলা দায়ের করেছে কদমতলা থানার পুলিশ। বর্তমানে কদমতলা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করছে অপরাধীর বিরুদ্ধে। মিনারা বেগমের একটাই দাবি তার তিনটি মেয়ে সন্তানকে ফেরত পেতে চান ও অপহরণকারী বটুলের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। এদিকে অপরাধী তথা দালাল রশিদ আলী এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী একজন ব্যক্তি বলে জানা যায়। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে কদমতলা থানায়।

অঙ্গন

বিশ্বকাপ ২০১৯ ঃ আফগান থেকে জয় ছিনিয়ে নিলো বাংলাদেশ

লন্ডন।। সাকিব আল হাসান দাঁড়িয়ে ছিলেন মিড অফে। ম্যাচ শেষ হতেই যখন উল্লাসে মেতেছেন সতীর্থদের অনেকে, সাকিব আস্তে আস্তে হেঁটে গেলেন তাদের দিকে। যেন কিছুই হয়নি! তার জন্য ম্যাচটি যেন রেকর্ডের পথ ধরে হেঁটে যাওয়ার আরেকটি দিন। বাংলাদেশের জন্য সেমি-ফাইনাল স্বপ্ন টিকিয়ে রাখার আরেকটু বড় স্বপ্ন। অবিশ্বাস্য ধারাবাহিকতার বিশ্বকাপে সাকিব জ্বলে উঠলেন আরও একবার। তার আলোয় উজ্জ্বল বাংলাদেশও। বিশ্বকাপে সেমি-ফাইনালের পথে কার্যত নক আউট ম্যাচে পরিণত হওয়া তিন ম্যাচের প্রথমটিতে জিতেছে বাংলাদেশ। সাউথ্যাম্পটনে সোমবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয় এসেছে ৬২ রানে।

অসাধারণ অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জয়ের মূল কারিগর সাকিব। ব্যাট হাতে ফিফটি আর বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে গড়েছেন এক গাদা রেকর্ড। গুঁড়িয়ে দিয়েছেন আফগানদের। সাকিবের ঔজ্জ্বল্যের পাশেও আলাদা করে চোখে পড়ে মুশফিকুর রহিমের আলো। ব্যাটিংয়ের জন্য সম্ভবত এবারের বিশ্বকাপের কঠিনতম উইকেটে বাংলাদেশ ২৬২ পর্যন্ত যেতে পারল তো তার সৌজন্যেই! সাকিব ৫১ রানে ফেরার পর মুশফিকের ৮৭ বলে ৮৩ রানের ইনিংসই টেনে নেয় দলকে।

এই উইকেটে ২৬৩ রান তাড়া ছিল ভীষণ কঠিন। আরও কঠিন করে তোলেন সাকিব। উইকেট নিয়েছেন নিজের প্রথম ওভারে, মাঝে, শেষে। আফগানরা থমকে গেছে ২০০ রানেই।

২৯ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন সাকিব। বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছেন বিশ্বকাপে প্রথম ৫ উইকেট। এবারের আসরে সব দল মিলিয়েই এখনও পর্যন্ত সেরা বোলিং পারফরম্যান্স।

ম্যাচের প্রথম ভাগে ফিফটির পথে আবার উঠে গেছেন এবারের বিশ্বকাপে রান সংগ্রহের চূড়ায়। আর ফিফটি ও ৫ উইকেট মিলিয়ে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। বিশ্বকাপে একই ম্যাচে ফিফটি ও ৫ উইকেট ছিল আগে কেবল যুবরাজ সিংয়ের।

দাপুটে দিনের শুরুটা বাংলাদেশ করেছিল ট্যাকটিক্যাল এক চমক দিয়ে। তামিম ইকবালের সঙ্গে ইনিংস শুরু করতে নামেন লিটন দাস। এই উইকেটেই আগের ম্যাচ খেলেছে ভারত ও আফগানিস্তান। উইকেট সেদিনের মতোই মন্থর। কখনও কখনও দুই রকম গতির। বাউন্সে ওঠা-নামা। আফগান স্পিনারদের সামলাতে তাই সৌম্যকে নিচে পাঠিয়ে ওপেনিংয়ে ডান-বাঁহাতি কম্বিনেশন।

তামিম সবসময় স্ট্রাইক নিতে পছন্দ করলেও বাঁহাতির জন্য বেশি কার্যকর মুজিব উর রহমানের সামনে স্ট্রাইক নেন লিটন। গত ১২ বছরে মাত্র দ্বিতীয়বার ওয়ানডেতে স্ট্রাইক নিলেন না তামিম। দুবারই আফগানদের বিপক্ষে।

লিটনের শুরুটা ছিল আত্মবিশ্বাসী। তবে ১৭ বলে ১৬ করে আউট হন সেই মুজিবের বলেই।

আউট নিয়ে অবশ্য বিতর্কের অবকাশ থাকল কিছুটা। শর্ট কাভারে ফিল্ডার ক্যাচটি ঠিকমতো নিতে পেরেছিলেন কিনা, নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না অনেকবার রিপ্লে দেখেও। মাঠের আম্পায়ারের সফট সিগনাল ছিল 'আউট, শেষ পর্যন্ত টিভি আম্পায়ার সেটিকে বদলানোর যথেষ্ট প্রমাণ পাননি।

দ্বিতীয় উইকেটে তামিম ইকবাল ও সাকিব ঠাণ্ডা মাথায় জুটি গড়ে এগিয়ে নিয়েছেন দলকে। উইকেট দ্রুত পড়ে নিয়েছিলেন তারা, তাই ব্যাটিংয়ে ছিল না তাড়া।

দুজনের জুটি যখন দারুণ জমে উঠেছে, তামিম আউট হয়ে যান আলগা শটে। মোহাম্মদ নবিকে জায়গা বানিয়ে খেলতে গিয়ে বোল্ড ৩৬ রানে। ভাঙে ৫৯ রানের জুটি।

সাকিব ও মুশফিকের জুটিও এগিয়েছে প্রায় একই পথ ধরে। বড় শট না খেলে এক-দুই করে এগিয়েছেন দুজন। দুজনের জুটি স্পর্শ করে তিন হাজার ওয়ানডে রানের সীমানা, বাংলাদেশের প্রথম।

দুর্দান্ত ধারাবাহিকতায় সাকিব পৌঁছে যান আরেকটি ফিফটিতে, ৬৬ বলে। পরিস্থিতির দাবি মিটিয়ে চার ছিল কেবল একটি। এই বিশ্বকাপে সাকিবের এটি পঞ্চম পঞ্চাশোর্ধ ইনিংস। বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশ্বকাপে পেরিয়েছেন হাজার রান।

এবার অবশ্য ইনিংসটিকে বড় করতে পারেননি। দ্বিতীয় স্পেলে ফেরা মুজিব দারুণ ডেলিভারিতে ৫১ রানে থামান তাকে।

পাঁচে নামা সৌম্য সরকার দ্রুতই বিদায় নেন মুজিবের বল বুঝতে না পেরে। বাংলাদেশ পড়ে যায় একটু চাপে। টানা ১২ ওভারে আসেনি বাউন্ডারি।

উইকেটে যাওয়ার খানিক পরই পায়ে ক্র্যাম্প করে মাহমুদউল্লাহর। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই যতটা সম্ভব দৌড়ে চেষ্টা করেছেন দ্রুত রান নিয়ে মুশফিককে সঙ্গ দিতে। দুজনের জুটিতে বাড়ে রানের গতি।

রান বাড়নোর চেষ্টায় মাহমুদউল্লাহ উড়িয়ে মারতে গিয়ে ২৭ রানে আউট হলে শেষ হয় ৫৬ রানের জুটি।

বাংলাদেশকে আড়াইশ পার করানো জুটি এরপরই। উইকেটে গিয়েই দৃষ্টিনন্দন সব শট খেলতে থাকেন মোসাদ্দেক। মুশফিক তো ছিলেন ছন্দেই। ৩৩ বলে দুজনের ৪৪ রানের জুটি পরিস্থিতির বিবেচনায় ছিল অমূল্য।

দৌলত জাদরানকে উড়িয়ে মারতে গিয়ে শেষের আগের ওভারে আউট হয়েছেন মুশফিক। ৯৫ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসে কেবল চারটি চার, একটি ছয়। মুশফিকের স্কিল, ফিটনেস ও পরিস্থিতি বুঝে খেলার আদর্শ উদাহরণ।

২৪ বলে ৩৫ করে মোসাদ্দেক আউট হয়েছেন ইনিংসের শেষ বলে। এই উইকেটের জন্য বাংলাদেশের রান তখন কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায়।

আগের ম্যাচে এই উইকেটেই ২২৪ রান তুলে আফগানদের হারিয়েছিল ভারত। বাংলাদেশের বোলিং আক্রমণ যদিও ততটা ক্ষুরধার নয়। তবে একজন সাকিব তো আছেন! কঠিন রান তাড়ায় আফগানদের শুরুটা অবশ্য খারাপ ছিল না। গুলবাদিন নাইব ও রহমত শাহ উদ্বোধনী জুটিতে ১০ ওভারে দলকে এনে দেন ৪৮ রান।

ব্রেক থ্রু আনতে সাকিবকে বোলিংয়ে ডাকেন অধিনায়ক। যেমন চাওয়া, তেমন প্রাপ্তি। প্রথম ওভারেই সাকিব ফিরিয়ে দেন রহমতকে।

দুই ওভারের প্রথম স্পেলে উইকেট ছিল ওই একটিই। ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পর। এক স্পেলে তিন উইকেট নিয়ে ভেঙে দিলেন আফগান ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড।

থিতু হয়ে যাওয়া আফগান অধিনায়ক গুলবাদিন নাইব ও বিপজ্জনক মোহম্মদ নবিকে ফেরালেন এক ওভারেই। এরপর অভিজ্ঞ আসগর আফগানও তার শিকার।

বাংলাদেশের বিপক্ষে বরাবরই ভালো খেলা সামিউল্লাহ শিনওয়ারি এরপর কিছুটা যন্ত্রণা দিয়েছেন আবারও। নাজিবউল্লাহ জাদরানের সঙ্গে জুটিতে চেষ্টা করেছেন লড়াইয়ের। সাকিব বাধা হয়েছেন সেখানেও। নাজিবউল্লাহকে ফিরিয়ে পূর্ণ করেছেন ৫ উইকেট। আফগানরা শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে গেছে ১৮ বল আগেই। দাপুটে জয়ে বাংলাদেশ জানিয়ে দিয়েছে, শেষ চারের লড়াইয়ে হাল ছাড়া নয় এখনই।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

বাংলাদেশ: ৫০ ওভারে ২৬২/৭ (লিটন ১৬, -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও থাকছেন না রয়

লন্ডন।। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে ইংল্যান্ড দলে ফিরতে পারছেন না চোট থেকে সেরে ওঠার প্রক্রিয়ায় থাকা জেসন রয়।ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৮ উইকেটে জয়ের ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান রয়। পরে ঐ ম্যাচে আর মাঠে নামেননি ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান। চোটের কারণে খেলতে পারেননি আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পরের দুটি ম্যাচে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে ফিট হয়ে ওঠার লক্ষ্যের কথা বিবিসিকে জানিয়েছিলেন রয়।সোমবার সকালে দ্বিতীয় স্ক্যানে দেখা গেছে, রয়ের চোটের অনেক উন্নতি হয়েছে। এতে করে আগামী রোববার ভারতের বিপক্ষে তার খেলার সম্ভাবনা বেড়েছে। মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময়ে বেলা সাড়ে তিনটায় অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড। এর আগে সোমবার সংবাদ সম্মেলনে রয়কে নিয়ে আশাবাদের কথা জানান মর্গ্যান।"সব খবরই ভালো। আগামীকাল সে ফিট হয়ে উঠবে না। কিন্তু আমরা এই সপ্তাহে তার উন্নতি পর্যবেক্ষণ করব। আমরা দেখব কিভাবে এটা এগোয়।"

"অবশ্যই তাকে হারানোটা একটা বড় ক্ষতি, সে জেসন রয়। সে একজন অসাধারণ -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

The Executive Engineer, W.R Division No.V, Kamalpur, Dhalai, Tripura invites sealed tenders vide 02/EE/WR/D V/ KMP/2019-20 Dated: 20-06-2019.

for the work namely: Drilling and development of 3(three) nos deep tube well with contractors direct rotary drilling rig and other accessories and equipments at different locations under W.R. Division No-V, Kamalpur during the year 2019-20 SCA (NITI AAYOG).. [DNIT No. 11/EE/WR/D-V/ KMP/2019-20] Estimated Cost: Rs. 16,76,535/-) Earnest Money Rs. 16,765.00

Bid documents can been seen in the website http:// tripuratenders.gov.in w.e.f. 20-06-2019 to 20-07-2019 and last date of downloading & bidding for bids is 20-07-2019 up to 3:00pm.

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripwa
Designation: Executive Engineer
W.R Division No.V Kamalpur, Dhalai, Tripura

ICA/C-497/2019-20

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO : 04/EE/ DWS-1 / 2019-20.

Separate sealed tenders are invited for providing and applying of different chemicals, Lowering of submersible pump, Providing& fitting fixing of different type of Electrical Equipments, Sinking of I no. small bore deep tube well along with pump set and Construction of 1(one) no. small bore deep tube well.

(i) Last date of Receipt of Application :- 12-07-2019
(ii) Last date of Selling of Tender document :- 17-07-2019
(iii) Last date of Dropping of Tender :- 19-07-2019

Sl No	DNIT NO	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of tender form (Non refundable)
1	09/EE/DWS-1/2019-2020	Rs. 4.98,778.00	Rs. 4,988.00	Rs.1000.00
2	10/EE/DWS-1/2019-2020	Rs. 4.88,563.00	Rs. 4,886.00	Rs.1000.00
3	11/EE/DWS-1/2019-2020	Rs. 4,76,945.00	Rs. 4,769.00	Rs. 1000.00
4	12/EE/D WS-1/2019-2020	Rs. 2,17,682,00	Rs. 2,177.00	Rs. 1000.00
5	13/EE/DWS-1/2019-2020	Rs. 4,24,604.00	Rs. 4,246.00	Rs.1000.00

Other details of NIT as well as terms and conditions of the tender can be seen in the office of the undersigned during office hours on any working day.

(For and on behalf of Governor of Tripura)
(N.P. Chakravarti)
Executive Engineer
DWS Division Agartala-I
Agartala, Tripura (W).

ICA/C-490/2019-20

NOTIFICATION

Applications are hereby invited from the eligible female candidates for the engagement of Anganwadi Worker & Anganwadi Helper on purely temporarily basis through WALK-IN-INTERVIEW to be held on **05/07/2019** at 11 AM onwards in the office of the CDPO, Belonia NP ICDS Project, Belonia, South Tripura along with filled in prescribed application form (available in the office of the undersigned) with all necessary documents.

: Details of vacancy in Anganwadi Centres :

Sl. No	Name of Municipal Council/Block/ NP	Name of the Project	Name of AWC	Ward No	No of Vacant Post of Anganwadi Worker (AWW)	No of Vacant Post of Anganwadi Helpers (AWH)
1	4	2	3	4	5	6
1	Belonia MC	Belonia NP ICDS	East Mirzapur AWC	Ward No-09	Nil	1 (One)
2	Belonia MC	Belonia NP ICDS	Sideswari AWC	Ward No-13	Nil	1 (One)

Eligibility Criteria:-

Educatonal Qualification: Madhyamik Passed for Anganwadi Workers (AWWs) & Class-VIII Passed for Anganwadi Helpers (AWHs)

Age: 18-45years as on 21-06-2019. 5(Five) years relaxation for SC/ST/Divangjan (Differently able) candidates (same for both Anaganwadi workers/Anganwadi Helpers)

Normal residence of the ward where the AWC is located and belongs to feeder ward of the Anganwadi area .If the candidates are not available within the feeder area then application may be granted from the desirous candidates residing within the area of the concerned Municipal Council .

Marital Status: Candidate must be married or Widow (same for both Anaganwadi worker & Anganwadi Helper). In case of married women Marriage Certificate requires from the competent authority and in case of widow the death certificate of husband should be attached with the filled in application.

Procedure of selection: Walk-In-Interview.

Honorarium: Rs.4,500/-(Four Thousand five hundred) for Anganwadi workers & Rs.2,250/- (Two thousand Two Hundred Fifty) for Anganwadi Helper per month along with time to time ADA when applicable.

Application will be received from **21/06/2019 to 03/07/2019** except holidays from 11 AM to 4 PM.

The applicants have to submit the testimonials /certificates of the following with self attested along with prescribed form ---

i) Citizenship Certificate/ PRTC,
ii) DOB Certificate/ Madhyamik Admit Card,
iii) ORR Certificate from Belonia Municipal Council (not earlier of six months w.e.f. 21/06/2019),
iv) Madhyamik Pass Certificate for Anganwadi Worker. And School passed certificate for Anganwadi Helper which should be signed by concern school Headmaster and duly countersigned by the Inspector of School.
v) Ration Card
vi) Disability Certificate if applicable,
vii) Caste Certificate if applicable
viii) Two copy recent passport size colour photograph of the candidate duly self attested by herself in the overleaf.

No TA /DA is admissible for appearing in the Walk-In-Interview.
Last date of submission of the application is 03/07/2019 upto 4 PM.
Date of Interview: 05/07/2019 (11 AM onwards)

Venue: The Office of the CDPO Belonia NP, Belonia NP ICDS Project, South Tripura.

N.B: In any unavoidable circumstances the Walk-in-Interview process may be postponed/cancelled without showing any reason. The authority reserves all rights to make any alter in the walk-in-interview advertisement if requires in any time without showing any reasons. For more details please visit office of the CDPO, Belonia NP ICDS Project,Belonia ,South Tripura **from 21/06/2019 to 03/07/2019** between **11AM to 4 PM** in working days.

CDPO
Belonia NP ICDS Project
South Tripura

ICA/D-395/2019-20

CMYK

জাগরণ 25 June, 2019, Tuesday আগরতলা ২৫ জুন, ২০১৯ ইং, ৯ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

উদ্বোধন হল ত্রিপুরা ব্যাম্বো মিশনের ই-মার্কেটিং ওয়েব পোর্টাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেবের হাত ধরে উদ্বোধন হল ত্রিপুরা ব্যাম্বো মিশনের ই-মার্কেটিং এর জন্য ওয়েব পোর্টাল। সেই সঙ্গে উদ্বোধন হল আইটিআই-এ ভর্তির জন্য অনলাইন ওয়েব পোর্টালও। পাশাপাশি কী করে অনলাইনে বাঁশে তৈরি কুটিরশিল্পের পণ্যকে বাজারজাত করা যায় তার জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা হয়েছে সোমবার।

ত্রিপুরা রাজ্য ব্যাম্বো মিশন এবং ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বাঁশভিত্তিক শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত লোকদের এনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। রাজধানীর খেজুরবাগান এলাকার ভগৎ সিং যুব আবাসে হয় এই অনুষ্ঠান ও কর্মশালা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাঁশকে আগে গাছের পর্যায়ে রাখা হয়েছিল, তাকে ঘাসের পর্যায়ে নামিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এতে বাঁশশিল্পের সঙ্গে যুক্ত লোকের অনেক সুবিধা হয়েছে। তবে একে ঘাস হিসেবে দেখা নয়, আমাদের জীবনের অন্যতম মূল্যবান সামগ্রী হিসেবে দেখা উচিত। কারণ বাঁশ সবচেয়ে বেশি অক্সিজেন দিয়ে থাকে। ভারতের যত বাঁশ উৎপাদন হয় তার ৬৬ শতাংশ হয় উত্তরপূর্ব ভারতে, বিশেষ করে অসম, মিজোরাম, ত্রিপুরা, এই তিন রাজ্যে। কিন্তু ৬৬ শতাংশ বাজার এই রাজ্যগুরির কাছে আছে কি? বাজার নেই। বাজার কার কাছে রয়েছে? আবার তিনি নিজেই উত্তর দেন, চীন বা অন্য কারও কাছে রয়েছে এই বাজার। তাই এই সকল কাঁচামাল রফতানি না করে, পণ্য সামগ্রী তৈরি করে রফতানি করা হোক। এটা কোনও কঠিন কাজ নয়, কারণ রাজ্যে দক্ষ শিল্পী রয়েছেন। এতে অনেক বেশি অর্থ আসবে।অনলাইনে রফতানির জন্য ওয়েব সাইটের উদ্বোধন করা হয়েছে। একে কাজে লাগাতে হবে। এটা খুব সহজ কাজ। তিনি আরও বলেন, উন্নত দেশগুলিতে পরিত্যক্ত সামগ্রী থেকে তৈরি পণ্যের কদর খুব বেশি। রাজ্যের শিল্পীরা বাঁশের মূল এবং পরিত্যক্ত অংশ দিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর সামগ্রী তৈরি করতে পারেন। এখন অনলাইনে এই সব সামগ্রীর বিস্তারিত ইতিহাস ও পণ্যের একটি সুন্দর ছবি ওয়েব সাইটে দিলে আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা খুব বেশি হবে এবং ডলারে রাজ্যে আয় আসবে। ত্রিপুরায় কী কী ধরনের দুর্লভ বাঁশ হয় তা রাজ্যের বেশির ভাগ মানুষ জানেন না। কিন্তু চিনে কী কী বাঁশ পাওয়া যায় তা সকলে জানেন। কারণ তারা মার্কেটিঙের মাস্টার। রাজ্যের শিল্পী-সহ সকল মানুষকে নিজের রাজ্যের সামগ্রী সম্পর্কে জানতে আহ্বান রাখেন।

আজকের এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ব্যাম্বো মিশনের ডিরেক্টর কিরণ গিত্যে, ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের প্রধানসচিব শশীরঞ্জন কুমার প্রমুখ।

জেল হেপাজতে অনুপম পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ফেসবুকে কুৎসা প্রচারের দায়ে ধৃত অনুপম পালকে ফের ২৭ জুন পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত।দীর্ঘ দিন পালিয়ে থাকার পর অনুপম পালকে ১২ জুন দিল্লী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে রাজ্য পুলিস ১৫ জুন দুপুরের বিমানে রাজ্যে নিয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে পুলিশ মানহানি, জালিয়াতি এবং অপরাধ মূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে মামলা গ্রহণ করেছে। ১৬ জুন ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে অনুপম পালকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। কিন্তু আদালত তিন দিনের পুলিস রিমান্ড মঞ্জুর করে। ১৮ জুন তিন দিনের পুলিস রিমান্ড শেষে পুনরায় অনুপমকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। সেইদিন মামলার তদন্তকারি অফিসারের পক্ষ থেকে পুনরায় ৪ দিনের পুলিস রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়। পাশাপাশি অনুপম পালের আইনজীবীর পক্ষ থেকে অনুপম পালের জামিনের আবেদন জানানো হয়। বিচারপতি সেইদিন অনুপমের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। পাশাপাশি মামলার তদন্তকারি অফিসারের আবেদনও খারিজ করে দেন। অনুপম পালকে ২০ জুন পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি ২০ জুন আদালতে কেইস ডাইরি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। ২০ জুন ৬ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে অনুপম পালকে পুনরায় আদালতে সোপর্দ করা হয়। পাশাপাশি আদালতের নির্দেশ অনুসারে এইদিন আদালতে কেইস ডাইরি জমা দেওয়া হয়। কেইস ডাইরি দেখার পর বিচারপতি ২০ জুন অভিযুক্তকে ফের ৫ দিনের পুলিস রিমান্ডের নির্দেশ দেন। ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ড শেষে সোমবার অনুপম পালকে পুনঃ রায় আদালতে সোপর্দ করা হয়। এইদিন মামলার তদন্তকারি অফিসারের পক্ষ থেকে অনুপম পালকে জেল হেপাজতে পাঠানোর জন্য আদালতে আবেদন জানানো হয়। সরকার পক্ষের আইনজীবী বিদ্যুৎ সূত্রধর জানান এইদিন আদালত পুনরায় ২৭ জুন পর্যন্ত অনুপম পালকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়। তিনি আরও জানান পুলিশ রিমান্ডে অনুপম পালকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে বেশকিছু তথ্য জানা গেছে।

নিজের বুদ্ধিমত্তায় হারানো ব্যাগ ফিরে পেল রেলযাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ জুন।। নীজের বুদ্ধিমত্তা ও ট্রেনে কর্তব্যরত জিআরপিএফের সহযোগিতায় অবশেষে নিজের হারানো ব্যাগ ও মুল্যবান সামগ্রী সহ নগদ টাকা ফিরে পেলেন পার্শবর্তী রাজ্য আসামের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির বৈঠাখালের যুবতী তথা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক রাধাকৃষন গোয়ালার কন্যা বৈশালী গোয়ালা।ঘটনার বিবরনে প্রকাশ রবিবার তিনি রাতের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চেঁপে শিলচর থেকে পাথারকান্দি ফিরছিলেন।
যথা সময়ে মিস বৈশালী ট্রেন থেকে নীজ ষ্টেশনে নেমে গেলেও ভুলবশত তার সঙ্গে থাকা কালো রংয়ের হ্যান্ড ব্যাগটি ট্রেনেই রয়ে যায়।
ট্রেন থেকে নামার পর তার সম্বিৎ ফেরে।ততক্ষনে ট্রেনটি পাথারকান্দি ষ্টেশন ছেড়ে ত্রিপুরা অভিমুখে চলে যায়।উক্ত ব্যাগে উনার বেশ কিছু দামি সামগ্রী সহ প্রায় কুড়ি হাজার টাকার ঔষধ ও কিছু নগদ টাকাও ছিল।
এ মর্মে বৈশালী গোয়ালা জানান যে ব্যাগটি খোঁয়া যাওয়ার পর তিনি বিচলিত না হয়ে ঠান্ডা মাথায় মোবাইল টেকনোলজি ও রেলের কর্তব্যরত আরপিএফের সাহায্য নেন।বিষয়টি তিনি প্রথমে মোবাইলের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে তারপর তিনি স্থানিয় রেল পুলিশকে স্ববিস্তর অবগত করান।পরে স্থানিয় রেল পুলিশ বিষয়টি তড়িঘড়ি ত্রিপুরার জিআরপিএফকে জানায়।এতেই শুরু হয়ে যায় ট্রেনের বিভিন্ন কামরায় তল্লাশি।প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি রাত দশটা নাগাদ ধর্মনগর ষ্টেশনে প্রবেশ করলে ব্যাগটি উদ্ধারে সক্ষম হয় ত্রিপুরা রেল পুলিশ।সোমবার এ মর্মে ব্যাগের মালিককে খবর দেওয়া হলে তিনি ধর্মনগরে পৌছে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে নীজের ব্যাগটি সঠিক ভাবে ধর্মনগরের জিআরপিএফের হাত থেকে সমঝে নেন।এ মর্মে তিনি রেল পুলিশকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বৈশালী গোয়ালা বলেন যে রেল প্রশাসনের তৎপরতায় আমি আমার হারানো ব্যাগ বোজাই সামগ্রী সহ নগদ টাকা ফিরে পেলাম।তাদেরকে স্যালুট জানাই।।

পশুপালনের উপর প্রশিক্ষণ সিবির কুমারঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ জুন।। মহকুমার সংবাদ প্রতিনিধিদের ব্রাত্য রেখেই ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট পি আর টি আই হলে রাজ্য সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে শুকর ও ছাগল পালনের উপর ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক এক দিনের প্রশিক্ষন শিবির অনুষ্ঠিত হল পাশাপাশি বেনিফিসারিদের মধ্যে উন্নত প্রজাতির ঘাসের চারা বিতরণ করা হল।
উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা,বিধায়ক ভগবান দাস,দপ্তরের উপ অধিকর্তা দেবানন্দ দেব সহ অন্যান্যরা।
তবে অবাক করার বিষয় হল সরকারি এই অনুষ্ঠানে দপ্তরের মন্ত্রীর উপস্থিতিতেও ডাক পেলেননা মহকুমার কোন সংবাদ প্রতিনিধি।যার ফলে ক্ষোবের সঞ্চার হয় মহকুমার সাংবাদিকদের মধ্যে ফলে অনুষ্ঠানে কেউই সংবাদ সংগ্রহে যাননি।আর অনুষ্ঠানে কোন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের না দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মন্ত্রী বলে জানা গেছে। তাছাড়া এদিনের সরকারি আনুষ্ঠান ছিল চূড়ান্ত অব্যবস্থায় ভরা।দপ্তরের আধিকারিক এবং কর্মীদের চূড়ান্ত গাফিলতিতেই এদিন অনুষ্ঠান থেকে ব্রাত্য রইলেন সংবাদিকরা।দপ্তরের কাদের বদান্যতায় এদিন এমনটা ঘটল খতিয়ে দেখবেন কি মন্ত্রী মহোদয়া?।
বর্তমান সরকারের জনকল্যানমুখী কাজকর্মকে প্রচারে না আনার উদ্দেশ্যেই কিন্তু দপ্তরের একাংশ কর্মী এবং আধিকারিক এমনটা করেছে।

কুমারঘাটে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ জুন।। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ রোপন অতি আবশ্যক। এই লক্ষে কুমারঘাট কৃষি দপ্তরের সুসংহত জল বিভাজিকা ব্যাবস্থাপনা প্রকল্পে দপ্তরের উদ্যোগে কুমারাঘাটের সোনাইমুড়ি দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল বৃক্ষ রোপন অনুষ্ঠান।অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্য বিধানসভার সদস্য বিধায়ক ভগবান দাস।উদ্বোধকের ভাষন রাখেন বিধায়ক ভগবান দাস।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি দপ্তরের ঊনকোটি জেলা উপ অধিকর্তা রতিশ মালাকার।এছাড়াও আই ডাব্লিউ এম পি প্রজেক্ট অফিসার দেব কুমার দেববর্মা,সেক্টর অফিসার রামলিয়ানা দার্লং সহ দপ্তরে অন্যান্য আধিকারিক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয় চত্তরে বৃক্ষ রোপন করেন অতিথীরা।

এবার থেকে অনলাইনে হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষা

কলকাতা, ২৪ জুন (হি.স.): এবার থেকে অনলাইনেই হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষাউ এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তীউ পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই একমাত্র স্নাতকোত্তর স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষা অনলাইনে চালু হলউ এখন থেকে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী তাঁর নির্দিষ্ট পরীক্ষাগারে গিয়ে সেখানের কম্পিউটার থেকে পরীক্ষা দেবেনউ পুরোটাই হবে অনলাইনেউ ঘন্টায় ৫০ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাঁদের। ১০০ নম্বরের হবে গোটা পরীক্ষাটি। এতদিন পরীক্ষার্থীরা অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করলেও তাঁদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হত। কিন্তু চলতি বছর থেকে বদলালো সেই নিয়ম। উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বলেন, "পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছেউ এই ক্ষেত্রে আগে থেকে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকবেনা"উ বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, মোট ৬৬টি বিষয়ে অনলাইন পরীক্ষা হবে।
স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ৬০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকেউ এবার থেকে এই সংরক্ষিত আসনের পরীক্ষা ও বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য বরাদ্দ ৪০ শতাংশ আসনের পরীক্ষা পুরোটাই হবে অনলাইনের মাধ্যমেউ অতএব, এবার থেকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরের কোনও প্রবেশিকা পরীক্ষাই হবে না

এমপিডব্লিউ ও এমপিএস কর্মীদের নিয়ে নতুন সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ।। বিএমএস এবং টিআরকেএস অনুমোদিত ত্রিপুরা স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারী সংঘের অধীনে ত্রিপুরা রাজ্য এমপিডব্লিউ ও এমপিএস কর্মীদের নিয়ে রাজ্যে এই প্রথম বারের মত এক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়। এই সংগঠনের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রাজ্যব্যাপী সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এরই অঙ্গ হিসেবে কাতলামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রাঙ্গণে এক সাফাই অভিযান কর্মসূচি ছয়ের পাতায় দেখুন

আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডার উপস্থিতিতে সোমবার নয়াদিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি-তে যোগ দিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভায় এস জয়শঙ্কর এক বিস্ময়কর সংযোজন। গত ৩০ জুন বিদেশমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এদিন পার্লামেন্ট হাউসে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন তিনি।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকারের অধীনে ২০১৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তিন বছর ধরে বিদেশ সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন ''পদ্মশ্রী'' সম্মানে সম্মানিত ১৯৭৭-ব্যাচ আইএফএস অফিসার এস জয়শঙ্কর। প্রধানমন্ত্রীর বিদেশনীতি বিষয়ক ''ক্রাইসিস ম্যানেজার'' হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন নরেন্দ্র মোদী ঘনিষ্ঠ জয়শঙ্কর। ২০১৮ সালে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক থেকে অবসরের পর টাটা গ্রুপের বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট নীতির সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। চিন এবং আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। এর আগে ২০০৮ সালে ইউপিএ সরকারের অধীনে ততালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য ইন্দো-মার্কিন নিউক্লিয়ার চুক্তির মধ্যস্থতাকারী দলের সদস্য ছিলেন এস জয়শঙ্কর।

৬ জুলাই থেকে আন্তঃজেলা বক্সিং প্রতিযোগিতা, চলছে প্রস্তুতি

নলবাড়ি (অসম), ২৪ জুন (হি.স) : ৪০-তম সারা অসম আন্তঃজেলা সিনিয়র বক্সিং প্রতিযোগিতার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে নলবাড়িতে। নলবাড়ি জেলা অ্যামেচার বক্সিং সংস্থার উদ্যোগে এবং অসম অ্যামেচার বক্সিং সংস্থার সহযোগিতায় নলবাড়ি জেলার ক্রীড়া ইতিহাসে এবার প্রথমবারের মতো ৬, ৭, ৮ এবং ৯ জুলাই নলবাড়ি গর্ডন স্কুলের খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি সম্পর্কে ছয়ের পাতায় দেখুন

কাটমানি ফেরৎ নিয়ে সোশ্যাল সাইটে সরব নেতা-নেত্রী থেকে সাধারণ মানুষ

কলকাতা, ২৪ জুন (হি. স.) : দলের নেতাকর্মীদের তৃণমূল নেত্রী কাটমানি ফেরৎ দেওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে ব্যাপারে প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন সিপিএমের দুই শীর্ষ নেতা শ্যামল চক্রবর্তী ও বিকাশ ভট্টাচার্য। সরব শাসকদলের নেত্রী ও সাধারণ মানুষ উ ত্রিপুরার প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল তথা কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র বিকাশবাবু সোশ্যাল সাইটে লিখেছেন, ''কাটমানি প্রসঙ্গ প্রশাসনকে জানান, এটা মমতা ব্যানার্জির আর একটা ধাপ্পা। প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিতে পারবে না। কারণ, আপনার হাতে কোনও প্রমাণপত্র নেই। ওরা বলে দেবে অভিযোগ মিথ্যে। বেঁচে যাবে অপরাধীরা। কর্পোরেট মিডিয়া গাইবে মমতার জয়গান। চরম ধূর্তামি।''
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর প্রাক্তন সদস্য শ্যামলবাবু লিখেছেন, ''কাটমানির টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য চারদিকে তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হচ্ছে। মানুষ ভয় ভেঙে অভিযোগ আনছেন প্রকাশ্যে।
চেপেচুপে খানিকটা শতাব্দী রায় লিখেছেন, বলেছেন। নচিকেতার মনে যাই থাকুক,ওর সম্পর্কে আমাদের যত কিছু বক্তব্য থাকুক, যে গানটা ও গেয়েছে তা তৃণমূলের বিরুদ্ধে গেছে। ওই যে দাদা -দিদি, নেতা-নেত্রী, মন্ত্রী-সান্ত্রী,আমলা কথা গুলো আবর্তিত হবে। টাকা ফেরত দেবে কিনা স্বতন্ত্র কথা, আইনের পথে শাস্তি হবে কিনা তাও জানিনা, কিন্তু এলাকায় এলাকায় তৃণমূল বিচ্ছিন্ন হচ্ছে।মানুষ যেভাবেই হোক একসাথে দাবী তুলছে। তৃণমূলের নীচের তলার মানুষ ও এদের মধ্যে আছে। এরাও অনেকেই তোলাবাজী, কাটমানির শিকার। এটা ক্রম পরিবর্তনের সুস্পষ্ট লক্ষণ। মানুষের ভয় ভাঙ্গছে।মানুষ জোট বদ্ধ হচ্ছে।'' ফেসবুকে প্রকাশ পাওয়ার পর প্রথম এক ঘন্টায় ৮২ টি লাইক, ২০ টি মন্তব্য, ৫টি শেয়ার। প্রতিক্রিয়া হিসাবে সত্রাজিৎ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ''নচিকেতার গান টা বামপন্থী দের প্রচারের হাতিয়ার হওয়া উচিৎ নয়। এই সব 'ভোগী' দের কোনো নীতি নেই। তৃণমূল থেকে আবার একটা 'শ্রী' বা 'বিভূষণ' এর লোভ দেখালেই আবার উল্টো সুরে গান বাঁধবে।'' শুভজিৎ লস্কর পিকু লিখেছেন, ''সবই প্রশান্ত কিশোরের ৫০০ কোটির ভেলকি।'' সুনীল সাহা লিখেছেন, 'কাট মানি প্রসঙ্গ সহ শ্যামলদা আপনি সঠিক বলেছেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষ প্রচন্ড বীতশ্রদ্ধ হচ্ছে- এটা সঠিক- - কিন্তু মানুষ আমাদের পক্ষে আসছেন না: বিজেপি- র দিকে যাচ্ছে। তৃণমূল কে হঠাতে- বিজেপি-ই পারে - মাস হিস্টিরিয়া তৈরি হয়েছে। আমাদের ক্ষয়- অব্যাহত আছে- সংগঠনকে শক্তিশালী করা ও জনসংযোগ বৃদ্ধি ও কাজের ধারার পরিবর্তন দরকার।''
কিরিটি ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''হ্যাঁ,কমরেড শ্যামল দা, ঠিকই বলেছেন যে নীচু তলায় মানুষের ভয় ধীরে ধীরে ভাঙছে তার সুস্পষ্ট লক্ষণ লক্ষ করা যাচ্ছে ও যেমন তেমন ভাবেই সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। প্রশ্ন এই সঙ্ঘবদ্ধতার বৃহত্তর রূপ প্রকাশে আমরা বামেরা আছি তো,,,,??? ধৃষ্টতা মাফ করবেন কমরেড,,,,। ''টিয়া আলম লিখেছেন, '' ওদের ঢাক এবার বাজাবে সাধারণ মানুষ গুলো।'' অমিত ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''কাটমানি সম্পর্কে উনার মন্তব্য আর এক ধরনের ধূর্তামি নিজের ইমেজ ঠিক করার জন্য, তাতে সঙ্গত করছে নচিকেতার মত সুবিধাভোগীর দল, মাননীয়াই এবং তার পরিবার যে কাটমানির বৃহৎ অংশ গিলে বসে আছেন সেটা ঘেঁটে দেওয়ার কৌশল, উনি ভালো দলের লোকেরা খারাপ সেই পুরাতন কৌশল নতুন আঙ্গিকে।''
শিব নারায়ণ ঘোষ লিখেছেন, ''ঠিক হয়তো, কাটমানি ফেরৎ একটা কৌশল মাত্র বলেই মনে করি। কারণ যেটার কোনো প্রমাণ নেই সেটা আবার ফিরবে কি করে? আর দ্বিতীয় পথ তো খোলাই আছে, ছোট থেকে বড় ফুল। কিছু সাধারণ মানুষ বিপদের সম্মুখীন হতে পারে ফেরৎ চাইতে গিয়ে। আর গান? ওটা তো আমার কাছে ডেমেজ কন্টোলের চেষ্টা মাত্র।'' বাসুদেব চৌধুরী লিখেছেন, ''এইটা আরেকটা ভাওতা। ঘুষের টাকার (কাট মানি) লেনদেন প্রমাণ রেখে হয় না। তাই ফেরত পাবার কোন আশা নেই। এই চমকে কিছু প্রতারিত মানুষ শোরগোল তুলেছে আর ধান্দাবাজেরা চিনিত হচ্ছে মাত্র। এই শোরগোলের বৃত্তটা যদি বিশাল পরিসর পায় তাহলে পুরো নবান্নটা ভাংবেই।'' তপন কুমার বোস লিখেছেন, ''সঠিক বিশ্লেষণ।'' বিরোধিতা করতে গিয়ে শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''বাম আমলের নেতারাও যদি ফেরত দিত তাহলে জনবিচ্ছিন্ন হত না।'' এর জবাবে শ্যামলবাবু নিজে লিখেছেন, ''বামপন্থীরা কতটা আছে প্রতিটি জায়গাতে আমি জানিনা। আন্দাজেও বলতে পারবনা। আমি এখন রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য নই। বয়সের কারণে। তবে সিপিআইএম যেখানে আছে সেখানে তারা অবশ্যই সুফল লাভ করবে।কয়েকটা জায়গার কথা শুনেছি সেখানে সিপিআইএম জনগনের সঙ্গে আছে।'' শুভজিৎবাবু পাল্টা লিখেছেন, ''আমি জেনারেল কথা বললাম। তবে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে তোলাবাজির সমস্যা বাম আমলেও ছিল।

ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ভুয়ো খবরে যিশুর নাম জরানোয় ক্ষুব্ধ অভিনেতা

কলকাতা,২৪ জুন (হি.স.):সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা সত্বেও রবিবার জনপ্রিয় অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর গুজব রটে সোশ্যাল মিডিয়ায় উ আর সেই গুজব প্রথম ছড়ায় অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত নামের একটি ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে উ এই ঘটনার জেরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ অভিনেতা উ সোমবার নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে টুইট করে সকলকে এই ধরনের তথ্য বিশ্বাস করতে বারন করেন অভিনেতা উ
টুইট করে অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'ওটা আমার নয় উ প্লিজ, সকলকে অনুরোধ সোশ্যাল মিডিয়ায় এ ধরনের অ্যাকাউন্ট থেকে লেখা কোনও তথ্য বিশ্বাস করবেন না উ যেটা আদপেও আমার নয়, যে বা যারা এই কাজ গুলো করছে তাঁদের কিছু বলার নেই তবে উ আপনারা এই ধরনের পোস্ট বিশ্বাস করবেন না'উ
উল্লেখ্য, রবিবার যীশু সেনগুপ্ত নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রথম ছড়ায় অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ভুয়ো খবর। সেখানে লেখা হয়, 'ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় চলে গেলেন। শ্রদ্ধা জানাই। থেকে যাবেন সব বাঙালির হৃদয়ে'উ স্বভাবতই ওই অ্যাকাউন্টটিকে টলি অভিনেতা যীশু সেনগুপ্তরই অ্যাকাউন্ট ভেবে বসেন অনেকে। বিশ্বাসও করে নেন বর্ষীয়ান অভিনেতার মৃত্যুর খবর। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পরে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ভুয়ো খবর। তবে, এই ঘটনার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই ঘটনা ভুয়ো বলে জানান ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত।

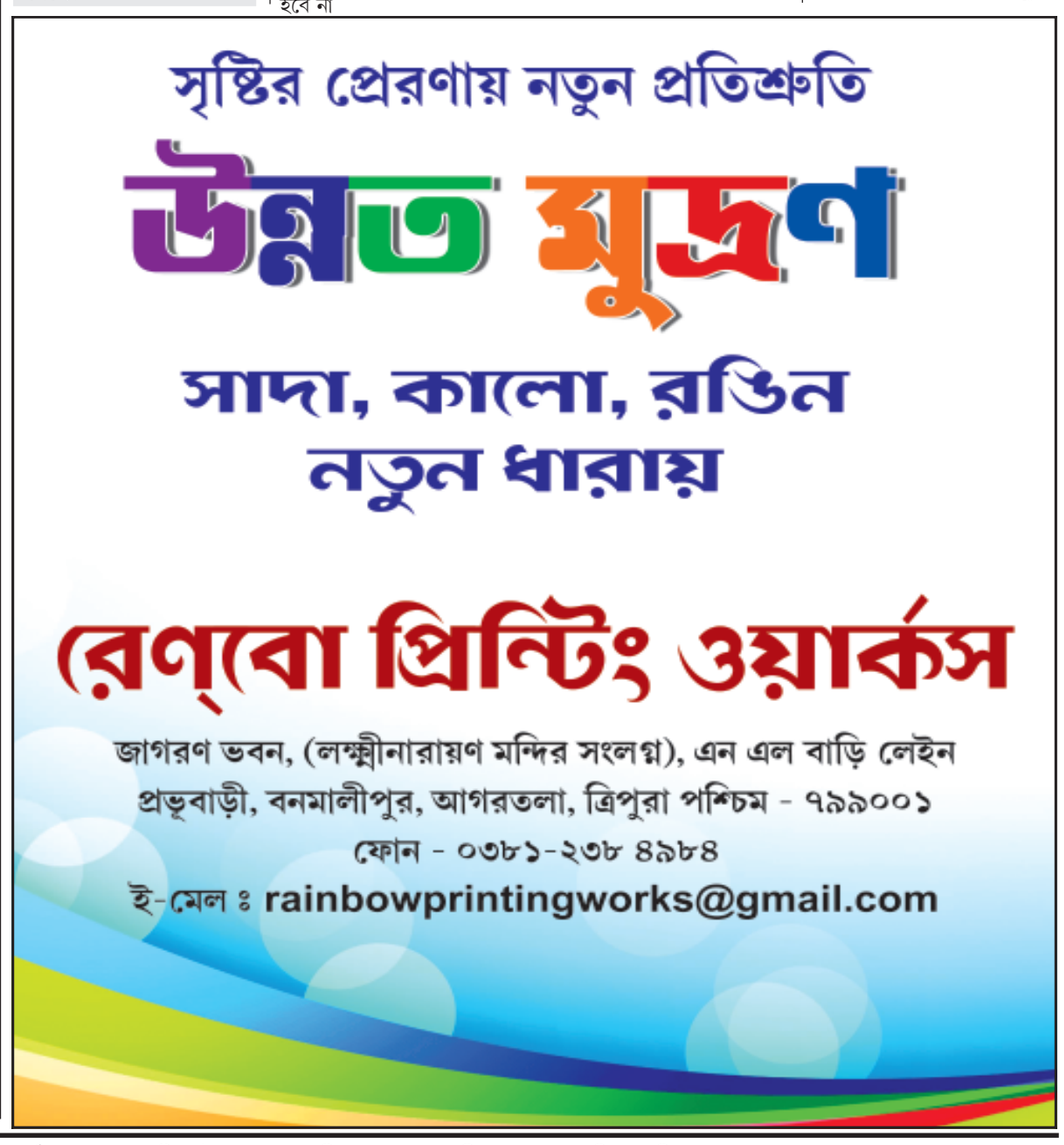

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।